মুক্তি যজ্ঞ

(পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক)

[শিবদুর্গা অপেরা-পার্টিতে অভিনীত]

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
সাহিত্য-রত্ন প্রণীত

তারাচাঁদ দাস এণ্ড সন্স
৮২ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

১৩৪৮ সাল।

নূতন সংস্করণ]

প্রকাশক—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দাস
৮২ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

মুদ্রাকর—শ্রীসাগরচন্দ্র সামন্ত
তারা আর্ট প্রেস
৮২, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভূমিকা।

ত্রিলোক জয়ী লঙ্কাধিপতি দশাননের পুত্র ইন্দ্রজয়ী মেঘনাদের বীরত্বের অপূর্ব্ব ইতিহাস "মুক্তিযজ্ঞ" নাটক। সর্ব্বজন বিদিত অমর ঘটনা, সুতরাং ইহার বিশেষ ভাবে পরিচয় দেওয়া আমার নিষ্প্রয়োজন।

"মুক্তিযজ্ঞ" নাটকখানির সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দরভাবে অভিনয়ের প্রধান নায়ক কলিকাতার অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র অধিকারী ও শিবদুর্গা অপেরার স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাচরণ পাল মহাশয়, উভয়ের সযত্ন চেষ্টায় "মুক্তিযজ্ঞ" আজ অভিনয়ের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে; সুতরাং উভয়ের ঋণ আমি পরিশোধ পারিব না। ইতি—

গ্রাম—পাকড়ি
হুগলি

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

উৎসর্গ

হুগলি জেলার শিখিরা ও চাঁপ্তা ইউনিয়ন বোর্ডের সুযোগ্য প্রেসিডেন্ট :—

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপদ হালদার

ভাইস্ প্রেসিডেন্ট :—শ্রীযুক্ত বাবু সহায়রাম রায় ও

মহানুভব :—শ্রীযুক্ত বাবু দাশরথি মণ্ডল

মহাশয়গণের করকমলে "মুক্তিযজ্ঞ" নাটকখানি অর্পণ করিলাম।

হে মহান্!

ধর নব অতিথির নব দান।

বাণী-বিতানের ছিল মোর যাহা,

তোমাদের লাগি আনিলাম তাহা,

হউক তুচ্ছ লহ সমাদরে

হোক্ মোর দুঃখ অবসান॥ ইতি—

শ্রদ্ধাশ্রিত—

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

কুশীলবগণ।

পুরুষগণ ঃ

বৃহস্পতি (দেবগুরু), ইন্দ্র, জয়ন্ত (ঐ পুত্র), বৈশ্বানর, রাম, লক্ষ্মণ, মারুতি, জটায়ু, রাবণ, বিভীষণ, মেঘনাদ, তরণী, মকরাক্ষ (ঐ সেনাপতি), কালনেমি (ঐ মাতুল), যণ্ডক (কালনেমির ভাগ্নে), গন্ধর্ব্বরাজ, বিদ্যুৎ-জিহ্বা, রক্ষসৈন্যগণ, গন্ধর্ব্ববালকগণ, রক্ষী ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ ঃ

শচী, পৃথিবী, সীতা, মন্দোদরী (লঙ্কেশ্বরী), প্রমীলা (ঐ পুত্রবধূ), বিকটা (কালনেমির স্ত্রী), বাসন্তিয়া (গন্ধর্ব্বরাজমহিষী), অপ্সরাগণ, নর্ত্তকীগণ, সখীগণ, চেড়ীগণ, বন্যরমণীগণ ইত্যাদি।

মুক্তিযজ্ঞ

প্রস্তাবনা।

নন্দন কানন।

ইন্দ্রাদি দেবগণ আসীন অপ্সরাগণ গাহিতেছিল।

গীত।

অপ্সরাগণ।—

বসন্ত জড়িত কুসুমিত নন্দনে
তোমারে তুষিব প্রিয় দিয়ে এই ফুলহার।
সঞ্চিত যত মধু তোমারে বিলায়ে দিব
আপন বলিতে সখা রাখিব না কিছু আর॥
মদন দহিত বাণে তনুখানি জর জর,
যৌবন তটিনী বহে কেন তর তর,
পারি না সহিতে আর কুল মান রাখা ভার,
ধর এ হিয়াখানি ধর এই উপহার॥

[প্রস্থান।

দেবগণ। চমৎকার! চমৎকার!

ইন্দ্র। কিন্তু আজি প্রাণে কেন জাগে হাহাকার?
প্রতিক্ষণে চতুর্দ্দিকে হেরি যেন
অশুভ লক্ষণ।
মন প্রাণ উচাটন জানি না এ নন্দনের

মধুময় আনন্দ উৎসব ডুবিবে কি
বিষাদ সলিলে? জানি না অমর ভালে
কি ছবি অঙ্কিত তুমি ক'রেছ নিয়তি?
কেন—কেন আজি বসন্ত উৎসব মাঝে
অনিবার জাগে হাহাকার?
তবে কি আবার পুনঃ হবে মহারণ?
স্বর্গচ্যুত হইবে কি অমর নিকর?
দুর্ভাগ্য দলিত হৃদে কাঁদিবে কি
তারা হায় দিবানিশি সাধের সম্পদ ত্যজি
দীন হীন ভিখারী সমান?

গীতকণ্ঠে দেবদাসের প্রবেশ।

গীত।

দেবদাস।—

ওই যে অদূরে অন্ধকার।
ঘন ঘটা ওই সুনীল আকাশে
নামিয়া আসিবে বরিষাধার॥
বিলাস আসনে কেন আছ ঘুমে,
জেগে ওঠ সব প্রলয়ের ধূমে,
শিয়রে অরাতি হুঙ্কার ছাড়ে
জাগায়ে তুলিবে হাহাকার॥
আছ যত বীর ধর খরশান,
কণ্ঠেতে তোল জয় জয় গান,
ওই যে ডাকিছে জননী মোদের
হারাও চেতন কেনরে আর॥

[প্রস্থান ।

ইন্দ্র। একি! একি! কে—কে তুমি? তোমার ওই ওজস্বিনী-পূর্ণ সঙ্গীত ঝঙ্কারে বিলাসমগ্ন হৃদয়খানি আজ ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। সত্যই কি আমাদের শান্তিময় রাজ্যে অশান্তির আগুন জ্বালাতে কোন শত্রু আস্‌ছে? সত্যই কি আমাদের স্বাধীন মুক্ত আনন্দের পথে হাহাকার তুল্‌তে কোন শত্রু আবার মাথা তুলে দাঁড়াবে?

[নেপথ্যে সহসা ঘন ঘন আর্ত্তনাদ, সৃষ্টির কম্পন]

দেবগণ। একি! একি! ঘন ঘন আর্ত্তনাদ—প্রবল ভূকম্পন—সৃষ্টির একি বৈলক্ষণ? একি—একি—প্রলয়! প্রলয়!

দ্রুত জয়ন্তের প্রবেশ।

জয়ন্ত। প্রলয় প্রলয় অকালে প্রলয়!
ঘন ঘন কাঁপিছে ত্রিদিব!
কক্ষচ্যুত হয় বুঝি গ্রহ উপগ্রহ।
পিতা! পিতা! রক্ষা কর—
রক্ষা কর অমরার ভূমি।

দ্রুত শচীর প্রবেশ।

শচী। ওগো কে আছ কোথায়?
রক্ষা কর—রক্ষা কর স্বামী পুত্রে মোর।
ওই—ওই থর থর কাঁপে ত্রিভুবন
জল স্থল হয় একাকার—
চতুর্দ্দিকে ঘন ঘন মেঘের গর্জ্জন
সৃষ্টি বুঝি হইবে বিলয়।

ইন্দ্র। একি—একি দৈব বিড়ম্বনা!
সহসা কেন বা আজি

প্রলয়ের বাজিল দামামা ?
ওই—ওই টলমল করে ধরাতল,
খসে পড়ে সৌধ চূড়া
গর্জ্জিছে সাগর। দেবগণ! দেবগণ!
ধর—ধর অস্ত্র সবে—রক্ষা কর
সৃষ্টিরাজ্য—নিভাও প্রলয় বহ্নি
শান্তিময় কর স্বর্গধাম।

দেবগণ। জয় অমরভূমির জয়।

[সকলে একসঙ্গে অস্ত্র তুলিল]

দ্রুত বৃহস্পতির প্রবেশ।

বৃহস্পতি। ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও দেবরাজ—
ক্ষান্ত হও দেবগণ!
বৃথা হবে তোমাদের ওই অস্ত্রধারণ—
বৃথা হবে তোমাদের ওই ঐক্যের অভিযান।
ক্ষান্ত হও।

ইন্দ্র। গুরু! গুরু! একি সহসা সৃষ্টির বুকে মহাপ্রলয়? সৃষ্টি যে ধ্বংস হয়?

বৃহস্পতি। মহাপ্রলয় নয় ইন্দ্র! তবে মহাপ্রলয়ের পূর্ব্ব সূচনা। সেই দেবদ্বেষী নিকষানন্দন রাবণের মেঘনাদ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করলো—সেইজন্যই সৃষ্টির বুকে সহসা প্রলয় উত্থিত হ'য়েছিল। শোন ইন্দ্র ভবিষ্যৎ বাণী—ওই রাবণ পুত্র মেঘনাদ, একদিন তোমায় রণক্ষেত্রে পরাস্ত ক'রে ইন্দ্রজিত নামে পরিচিত হবে।

ইন্দ্র। তাহ'লে উপায় গুরু?

বৃহস্পতি। দৈবের অনুকম্পা ব্যতীত উপায়ের কোন চিহ্নই দেখ্‌তে পাচ্ছিনে ইন্দ্র। তবে ভয় নেই—ভগবানের আশীর্ব্বাদে সমস্ত দুর্ভাগ্য দূরীভূত হবে। মনে রেখো, সুপথ আর বিপথ দুয়ের বহু ব্যবধান। শত্রুকে জয় করতে হ'লে অস্ত্র ধর্‌তে হয় না, তাকে জয় করার প্রধান অস্ত্র—ভালবাসা—দান—অহিংসা।

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। রাবণ পুত্র মেঘনাদ হ'তে ইন্দ্রের শুভদিন অন্তর্হিত হবে। না না—তা হ'তে দেবো না—যে কোন প্রকারে সেই বিষাঙ্কুরকে ধ্বংস করতে হবে। চল দেবগণ—স্বর্ণভূমি স্বর্গরাজ্য আর দেবতার সম্মান রক্ষার জন্য আমরা আবার নব উৎসাহে জেগে উঠি।

দেবগণ। জয় স্বর্ণভূমি স্বর্গমাতার জয়।

[সকলের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কক্ষ প্রাঙ্গন।

নিষ্কাষিত অসি হস্তে রাবণের প্রবেশ।

রাবণ। কে—কে ধ্বংসমূর্ত্তিধারী
বিরাট পুরুষ? করে শোভে
অগ্নিশূল—রক্ত আঁখি জ্বলে
জ্বল্ জ্বল্? বিকট দশনে
দর্ দর্ ঝরে রক্ত ধারা!
বাজায় লঙ্কার বুকে প্রলয় দামামা।
কে—কে কেবা তুমি—
কিবা হেতু প্রলয়ের করিছ ঘোষণা?
কই—কই কোথা গেল?
এত স্পর্দ্ধা তোর?
অমর ত্রাসিত এই রাবণের
পুরী মধ্যে স্বেচ্ছাচার খেলিতে প্রয়াস?
কই—কোথা দুষ্ট!
কেন দূরে ছায়ামূর্ত্তি ল'য়ে?
আয়—আয় কাছে আয় মোর
দেখি তোর শক্তি কতখানি?

অগ্নিশূল হস্তে গীতকণ্ঠে মহাকালের প্রবেশ।

গীত।

মহাকাল।—

আমি মহাকাল।
কনক লঙ্কা করিব শ্মশান,
বাজাব হর্ষে প্রলয় বিষাণ,
রক্তে বহাবো সিন্ধু উজান,
আনিব ডাকিয়া সন্ধ্যাকাল॥
সুখের তপন অন্ধকারে,
ফেলিব ঢাকিয়া রে,
কণ্ঠে কণ্ঠে তুলিব কান্না
সাহসে তুলিব মরণ পাল॥

রাবণ। মহাকাল? মহাকাল?
রাবণের স্বর্ণলঙ্কা করিবে শ্মশান
দুষ্ট মহাকাল? হাঃ-হাঃ-হাঃ!
আরে—আরে জ্ঞানহীন
মূর্খ মহাকাল—জানো না কি
দশানন অমর ধরায়?
কি শক্তি তোমার রাবণের
স্বর্ণলঙ্কা করিতে শ্মশান?
যাও—যাও অন্তর্হিত হও ত্বরা
রাবণের স্বর্ণলঙ্কা হ'তে।
নতুবা পরিত্রাণ নাহিক তোমার।

মহাকাল কি—কি এত শক্তি তোর অহঙ্কারী?

রাবণ। অহঙ্কারে গঠিত রাবণ!

কি তারে দেখাস্ ভয় ?
আয়—আয় তবে দর্পী মহাকাল !
পরিচয় নিয়ে যা রে
রাবণের শক্তি কতখানি।

[যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

দ্রুত বিভীষণের প্রবেশ।

বিভীষণ। একি—একি শুনি আচম্বিতে
প্রলয় ঝঙ্কার স্বর্ণলঙ্কা
কাঁপে থর থর !
প্রমাদ লঙ্কার বুকে কেন রে সহসা ?
মা—মা রক্ষকের শান্তি নিকেতন !
কেন মা তোমার বুকে
কর তুমি প্রলয় ঘোষণা ?

গীতকণ্ঠে রাজলক্ষ্মীর প্রবেশ।

গীত।

রাজলক্ষ্মী।—

আমায় চ'লে যেতে হবে রে
মায়ার বাঁধন ছিঁড়িয়া—
কাঁদিয়া কাঁদিয়া॥
বুকের বেদনা কহিব কাহারে,
নয়নের জল অবিরল ঝরে,
আমার স্বর্ণ দেউলে আগুন লেগেছে
যায় যে অঙ্গ দহিয়া—
তাই যাই আমি কাঁদিয়া॥

[অন্তর্দ্ধান]

বিভীষণ। রাজলক্ষ্মী—রাজলক্ষ্মী !
বরদাত্রী—স্নেহময়ী !
কেন আজি চ'লে যাও দেবী !
কাঁদায়ে সন্তানে তব হইয়া পাষাণী ?
বল—বল গো জননী !
কিবা দোষ করিল সন্তান ?
যদি কোন দোষ হয়,
ক্ষমা কর মাতা—
যেও না—যেও না ওগো লঙ্কার গরিমা !
ফিরে এস—ফিরে এস !

পুনঃ রাবণের প্রবেশ।

রাবণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ !
পলাইল ভীরু মহাকাল—
কাপুরুষের প্রায়—হেরি চক্ষে
রাবণের ক্ষমতা প্রতাপ।
দেবতা—দানব—নর—কোনজনে
রাবণ করে না ডর।

বিভীষণ। কিন্তু দুর্ভাগ্যকে তুমি কি ডর কর না লঙ্কেশ্বর ? দেবতা দানব অপ্সর কিন্নর নর—সকলেই তোমার নিকট পরাস্ত হ'তে পারে ; কিন্তু পার্‌বে না দুর্ভাগ্যকে জয় কর্‌তে।

রাবণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ ! দুর্ভাগ্য ? রাবণের আবার দুর্ভাগ্য ? সমস্ত সৌভাগ্য যার পদতলে লুণ্ঠিত—নামে যার শঙ্কিত সংসার—তার আবার দুর্ভাগ্য ? এখনি এসেছিল বিভীষণ, মরণের সেই অগ্রদূত

মহাকাল—রাবণের কনক লঙ্কা শ্মশান করতে ; কিন্তু সে আজ বিতাড়িত এই রাবণের ভুজবলে। আর কখনো সে লঙ্কার দিকে ফিরেও চাইবে না।

বিভীষণ। সত্য। কিন্তু অসম্ভব দাদা! দুর্ভাগ্য আর মরণকে জয় করা এই জীবের।

রাবণ। পারবো না?

বিভীষণ। না, সে জয়ী এ সংসারে নেই—অতি বিরল। দুর্ভাগ্য আর মরণকে জয় করতে হ'লে এ সাজে নয় দাদা! পর গৈরিকবাস—করে নাও দণ্ড কমণ্ডলু—চলো সেই ঋষি সেবিত তপোবনে—মগ্ন থাকো পরমেশ্বরের চিন্তায়! সেখানকার পবিত্রতার অসীম ক্ষমতায়—কর্ম্মের সাহায্যে তুমি বিজয়ী হ'তে পারবে—নতুবা পারবে না, এ যে বিশ্বের শত সত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

রাবণ। না—না কাপুরুষ! দুর্ভাগ্য আর মরণকে রাবণ দলিত মথিত ক'রে সৌভাগ্যের স্বর্ণ প্রাসাদ তৈরী করবে এই স্বর্ণলঙ্কার বুকে।

বিভীষণ। কার শক্তিতে তুমি সে কার্য্যে সাফল্য লাভ করতে পারবে দাদা? যেখানে স্বার্থ—কুটীলতা—হিংসা—দ্বেষ—সেখানে দুর্ভাগ্য আর মরণকে জয় করার কোন শক্তিই থাকতে পারে না। আরও শোন লঙ্কেশ্বর! রাজলক্ষ্মী চ'লে গেল, লঙ্কার ভাবী দুর্ভাগ্যের বার্ত্তা জানিয়ে কাঁদতে কাঁদতে। এখনো সেই মায়ের বেদনা গীতির মূর্চ্ছনাটুকু মুছে যায়নি। ওই দেখ, লঙ্কার সুনির্ম্মল আকাশ যেন অন্ধকারে ছেয়ে ফেলেছে—কি যেন একটা হাহাকার লঙ্কার বুক হ'তে ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে। তুমি এখনো—

রাবণ। এখনো—

বিভীষণ। এখনো তুমি দুরাশা ত্যাগ কর!

রাবণ। দুরাশা রাবণের ?

বিভীষণ। হ্যাঁ—দুরাশা রাবণের। ত্রিদিব জয়ের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ কর! শুনলুম তুমি নাকি ত্রিদিব জয়ের সঙ্কল্প ক'রেছ ? কিন্তু জান না লঙ্কেশ্বর! সেই জয়ের অন্তরালে কতখানি ভীষণতা দাঁড়িয়ে আছে। তোমার জয়ের অভিযানে কত নিরীহও কাঁদ্‌বে—ফির্‌তে হবে তোমায় কত অভিশাপ—কত কাতর নিঃশ্বাস—কত মর্ম্মন্তুদ বেদনা মাথায় নিয়ে।

রাবণ। তবু রাবণ সে সঙ্কল্প মুছে ফেল্‌তে পার্‌বে না বিভীষণ! ত্রিদিব জয়ের উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষায় রাবণ নেচে উঠেছে। রাজলক্ষ্মী চ'লে যাক্, রাবণ তার জন্য একটুও চিন্তিত নয়। দুর্ভাগ্য আর মরণ যদিও এসে রাবণের নন্দন কানন মরুভূমি করে, কিন্তু রাবণ তাতে বিচলিত হবে না। সে প্রতিষ্ঠা করবে—এই ধরার বুকে রাক্ষস কুলের এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তির স্বর্ণ মন্দির।

[প্রস্থান।

বিভীষণ। বুঝ্‌লে না লঙ্কেশ্বর! অহঙ্কারের উন্মত্ততায় তুমি বিচার জ্ঞান ভুলে গেছ। মা—মা আমার! জানিনা তোর ভবিষ্যতের পরিণতি কি? অশ্রু—না হাসি? ব্যথা—না আনন্দ? শান্তি—না হাহাকার?

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সাগরতীর।

প্রমীলার হস্ত ধরিয়া মেঘনাদের প্রবেশ।

মেঘনাদ। ওই দেখ প্রমীলা, প্রকৃতির কি অপার সৌন্দর্য্য! দিবসের কর্ম্মক্লান্ত রবি ধীরে ধীরে বিশ্রামের জন্য চ'লে যাচ্ছে। আবার ওই দেখ প্রিয়ে! প্রকৃতি কেমন তার সোনালির আঁচলখানি বিছিয়ে দিয়ে সন্ধ্যা দেবীর আরাধনায় আত্মভোলা! ওই দেখ, সাগরের কুলহারা স্রোত—কোথায় কার উদ্দেশে ছুটে চলেছে। বলো প্রমীলা কি সুন্দর?

প্রমীলা। কিছু না।

মেঘনাদ। সে কি? অপার সৌন্দর্য্য তোমার কাছে কিছু না?

প্রমীলা। আমার সকল সৌন্দর্য্য যে তুমি প্রিয়তম! প্রকৃতির সৌন্দর্য্য—আর তোমার সৌন্দর্য্য বহু ব্যবধান। মনে হয় আহার-বিহার সমস্ত ত্যাগ ক'রে তোমার সৌন্দর্য্যের দিকে আমি মুগ্ধ নয়নে চেয়ে থাকি।

মেঘনাদ। কিন্তু প্রমীলা! এ সৌন্দর্য্য কতক্ষণের? নশ্বর—ওই সৌন্দর্য্য যে চির অমর—সৃষ্টির আদি হ'তে বিকাশ। হ্যাঁ, শুনেছ প্রমীলা! আগামী কল্য পিতার আদেশে আমায় দিগ্বিজয়ে বেরুতে হবে।

প্রমীলা। সে কি নাথ? এযে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।

মেঘনাদ। কেন প্রিয়ে! যুদ্ধের কথা শুনে বুঝি ভয় পেলে?

রক্ষকুলে জন্মগ্রহণ ক'রেছি ব'লে সকলেই আমাদের ঘৃণা করে—অনার্য্য ব'লে সম্ভাষণ করে; কিন্তু আমরা তা আর হ'তে দেবো না। সুসভ্যতার মেরুদণ্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে জগতের বুকে সাম্যের রাজত্ব বিস্তার করবো। বীর আমরা—যুদ্ধের কথায় আমাদের বুকখানা যে নেচে ওঠে। ভয় কি প্রমীলা?

প্রমীলা। ভরসাই বা কোথায়? দেবতাদের সঙ্গে যে যুদ্ধ হবে—উঃ! না জানি আমার—

মেঘনাদ। একি প্রমীলা! এই কি বীর পত্নীর যোগ্য পরিচয়? দেশের কীর্ত্তি গরিমা—জাতীর গৌরব—জয়ের সৌরভ চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে দিতে তোমার স্বামী যাবে বীর পূজার মন্ত্র নিয়ে জয়ের নিশান তুলে ধরতে, আর তুমি কিনা ক্ষণিক পরিতৃপ্তির কামনায় স্বামীর সে চির গৌরবের পথ রোধ ক'রে দাঁড়াচ্ছ? না—না তা হয়না, ওই বেজেছে রণ দামামা—উঠেছে সৈন্য কোলাহল রক্ষকের বিরাট অভিযান—বাধা দিওনা।

প্রমীলা। ওগো প্রিয়! আমি যে তোমায় ছেড়ে থাকতে পারবো না। দেবতাদের জয় ক'রে ফিরে আসা—

মেঘনাদ। অসম্ভব! না—না তুচ্ছ সে দেবশক্তি! ব্রহ্মার বরে পিতা আমার প্রকারান্তে অমর। তাঁর নিকট দেবতাদের কোন দেবত্বের শক্তি দাঁড়াতে পারবে না। আর আমিও সেই বীরেন্দ্র কেশরী লঙ্কেশ্বর পুত্র মেঘনাদ আমারও শক্তি অসীম অনন্ত। আমার এই বক্ষে প্রলয়ের দিগদাহ আছে—করে সুভীষণ উন্মত্ততা আছে—আমার সুতীক্ষ্ণ অসিতে রক্তপানের আকুল পিপাসা আছে।

প্রমীলা। তবে সত্যই কি তুমি আমায় ছেড়ে যুদ্ধে যাবে প্রিয়তম? তোমার অদর্শন জ্বালা যে আমি ভুলতে পারবো না।

মেঘনাদ। বীরের জন্ম হয়নি প্রমীলা রমণীর অঞ্চলাগ্রে আশ্রয় নেবার জন্যে? রণদামামার ঘননাদে তাদের হৃদয় পুলক ছন্দে নেচে ওঠে—রক্ত পিপাসা জেগে ওঠে—শিরায় শিরায় আনন্দের তড়িত খেলে, আমার অদর্শন জ্বালা তোমায় ক্ষণিক ভুলে থাকতে হবে। যখন হর্ষে—বীরত্বের গরিমা ভূষিত হ'য়ে স্বামী তোমার ফিরে আসবে জয়ের নিশান তুলে ধরে, তখন—তখন কি তোমার বুকখানা আনন্দে ভরে উঠবে না প্রমীলা?

প্রমীলা। তবু—তবু তুমি জাননা, আমার কত ব্যথা—কত জ্বালা তোমায় ভুলে থাকা প্রিয়তম।

মেঘনাদ। কিন্তু আমায় যুদ্ধে যেতেই হবে প্রমীলা! মনে রেখো সুন্দরী, জয় পরাজয়ের কথা। হয়তো সেই শত্রু করে আমার জীবনও যেতে পারে—কিন্তু তখন তোমায় ভুলে যেতে হবে প্রিয়ে আমার মায়া—কান্না—স্মৃতি জন্মের মত। তবু—তবু তোমার সেই নিদারুণ বৈধব্যের সহস্র জ্বালা ভুলিয়ে দেবে স্বামীর চির-গৌরবের মরণ স্মৃতির শান্তিটুকু এসে। চলো আর বিলম্ব ক'রোনা—আমায় রণসাজে সাজিয়ে দেবে চলো।

ইন্দ্রাদি দেবগণের প্রবেশ।

ইন্দ্র। আর রণসাজে সাজতে হবে না রাবণি। এইবার মৃত্যুর সাজে সজ্জিত হ'য়ে চির জন্মের মত জগৎ হ'তে বিদায় গ্রহণ কর।

মেঘনাদ। একি! কে তোমরা কি চাও?

ইন্দ্র। আমরা তোমার শত্রু—চাই তোমার জীবন।

প্রমীলা। [সভয়ে] স্বামী—স্বামী!

মেঘনাদ। আমার শত্রু? চাও আমার জীবন? কেন, কি জন্য—কি অপরাধে আজ তোমরা সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে মেঘনাদের জীবন নিতে

এসেছ? তবে মনে রেখো জীবন গ্রহিতার দল, ত্রিলোক ত্রাসিত রাবণ পুত্র মেঘনাদের জীবন অত তুচ্ছ নয় যে, সহজেই তাকে জগৎ হ'তে বিদায় দিতে পারবে।

ইন্দ্র। জানো আমাদের পরিচয়?

মেঘনাদ। জানি, পরিচয় তো পাচ্ছি আপনাদের কর্ম্মের মহিমা দেখে।

ইন্দ্র। কি পরিচয় পেয়েছ বীর?

মেঘনাদ। পরিচয় পাচ্ছি তোমরা পিশাচ—ভীরু—কাপুরুষ। বসন ভূষণে উচ্চ কুলোদ্ভব মনে হ'লেও—কিন্তু তোমরা অতি অপদার্থ—অতি হীন—অতি স্বার্থপর।

ইন্দ্র। কি?

মেঘনাদ। সত্য কথা। যারা অতর্কিতে দলবদ্ধ হ'য়ে একজনের জীবন নাশ করতে উদ্যত হয়, তারা কি কখনো উচ্চ হয়—না মহান হয়? কোন শাস্ত্রে নেই—কোন পুরাণে নেই। একান্তই যদি আমার জীবন নিতে চাও, তাহ'লে এস একে একে আমার সম্মুখে অস্ত্র করে এগিয়ে এস। দেখি, তোমরা কতখানি শক্তি সঞ্চয় ক'রে মেঘনাদের জীবন নিতে এসেছ? যাও—যাও—আমি আর তোমাদের পরিচয় নিতে চাই না।

ইন্দ্র। আমরা দেবতা, আমি স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র।

মেঘনাদ। বাঃ—চমৎকার! চমৎকার দেবত্বের মহিমা বিকাশ—চমৎকার দেবরাজের রাজনীতির আদর্শ কীর্ত্তি—চমৎকার দেবকর্ম্মের সার্থকতা! যাও, আর দেবতা ব'লে নিজেদের বংশের পরিচয় দিও না। কেউ বিশ্বাস করবে না। এই যদি দেবতার দেবত্বের নীতি হয়—তাহ'লে হেয় ঘৃণ্য পিশাচের কুনীতি কাকে বলে দেবরাজ?

ইন্দ্র। সাবধান উদ্ধত যুবক। কালের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আর

আস্ফালন ক'রোনা। আজ তোমার জীবন নাশ করা আমাদের শুভ সঙ্কল্প। ভবিষ্যতে তোমার দ্বারা দেবতাদের ঘোর অমঙ্গল ঘট্‌তে পারে। সেই জন্য পূর্ব্ব হ'তে—

মেঘনাদ। সাবধান হবার জন্য এসেছ একজন নিরপরাধের জীবন নাশের উৎসাহ নিয়ে? বাঃ—সুন্দর ভবিষ্যতের জয়ের কল্পনা। সত্যই কি তোমরা দেবতা? না—না তাকি হয়? যে দেবতার অফুরন্ত মহিমার বাণী সৃষ্টির বুকে প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—যে দেবতার উদার মহত্বের জ্বলন্ত ছবি ত্রিদিবের বুকে ফুটে রয়েছে—যাদের অভিভাষণের কোন মন্ত্র খুঁজে পাওয়া যায় না, তারা কি আজ এতখানি নীচ প্রবৃত্তির উন্মাদনায় জাতীর গৌরব ভুল্‌তে পারে?

ইন্দ্র। স্তব্ধ হও! সে বিচার তোমায় কর্‌তে হবে না। মরণের জন্য প্রস্তুত হও। দেবগণ! আর কাল বিলম্ব না ক'রে দুষ্টকে একযোগে আক্রমণ কর।

প্রমীলা। য়্যাঁ—একি প্রমাদ! দেবরাজ! দেবরাজ! আমার স্বামীর জীবন ভিক্ষা দিন।

মেঘনাদ। কার কাছে কাতর প্রার্থনা জানাচ্ছ প্রমীলা? কে শুন্‌বে? দেবরাজের দেবত্ব নীতি দেবচরিত্র আর নেই। স্বার্থের কুহেলি স্বপ্ন এসে ভুলিয়ে দিয়েছে। ভয় কি প্রমীলা, স্বামী তোমার দুর্ব্বল নয়—স্বামী তোমার শক্তি হীন নয়—স্বামী তোমার অলস অকর্ম্মণ্য নয়। বীরশ্রেষ্ঠ দশানন পুত্র আমি—বীররক্তে জন্ম আমার। এখনি দেখ্‌বে প্রমীলা, আমার এই সুতীক্ষ্ণ অসি হ'তে প্রলয়াগ্নি ঝলকে ঝলকে নির্গত হবে। শোন—শোন দেবেন্দ্র! যদি দেবতার মত নিজেদের গৌরবময় ক'রে রাখ্‌তে চাও—তবে নিঃশব্দে এখান হ'তে চলে যাও। নতুবা—

ইন্দ্র। নতুবা ?

মেঘনাদ। নতুবা তোমার লাঞ্ছনা—অপমান অনিবার্য্য।

ইন্দ্র। আরে আরে স্পর্দ্ধিত রাক্ষস! মর্ তবে—আর তোর রক্ষা নাই।

মেঘনাদ। রক্ষার কবচ আমার সর্ব্বাঙ্গে।

ইন্দ্র। কোথায় ?

মেঘনাদ। দেখ্‌তে পাচ্ছনা ? আমার এই অস্ত্র আর ধর্ম্ম।

[যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান]

প্রমীলা। ভগবান্! ভগবান্! একি কর্‌লে! আমার যৌবনের প্রথম প্রভাতেই বুকে বাজ মার্‌লে ? ওগো—ওগো কে কোথায় আছ শত্রুর কবল হ'তে আমার স্বামীর জীবন রক্ষা কর।

[দ্রুত প্রস্থান।

যুদ্ধ করিতে করিতে মেঘনাদ ও দেবগণের প্রবেশ।

ইন্দ্র। পরিত্রাণ আজি তোর নাহিরে রাক্ষস।

মেঘনাদ। বীর কভু তার তরে
ডরে না দেবেন্দ্র—
পাইবে এখনি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

[যুদ্ধ মেঘনাদের পরাজয় ও অস্ত্র হস্তচ্যুত হইল]

মেঘনাদ। ওঃ—ওঃ—আর যে পারি না।
প্রাণ বুঝি যায় এইবার।
দাঁড়াও দাঁড়াও ক্ষণকাল
দাও মোরে অবসর ধরিতে কৃপাণ।
নিরস্ত্র জনার প্রতি অস্ত্র বরিষণ—

নহে কভু বীর নীতি ইহা।
দাঁড়াও—দাঁড়াও একটু দাঁড়াও।

ইন্দ্র। না—না! দেবগণ! বধ কর—বধ কর!
দেবতার জীবন্ত দুর্ভাগ্যে।

মেঘনাদ। দিলে না—দিলে না?
একটু সময় দিলে না?
ওঃ—ওঃ—এতই নির্ম্মম—এতই নিষ্ঠুর
এত হীন দেবতা তোমরা?

দ্রুত বৃহস্পতির প্রবেশ।

বৃহস্পতি। নহে হীন দেবতা কখনো।
দাঁড়াও সুরেন্দ্র!
একি তব কর্ম্মের বিকাশ?
দুর্ভাগ্য দলন তরে—
ধর্ম্মের মন্দির তুমি করিছ বিচূর্ণ।
ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, একি তব প্রবৃত্তির নীতি?
স্বর্গের সম্রাট্ তুমি
বীর্য্যবান বজ্রধর শক্তির সুমেরু!
কিন্তু আজি একি তার দাও পরিচয়?
সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে এসেছ এখানে
একজনে করিতে বিনাশ?
কোথা গেল বীরত্বের রীতি?
একি মতি? ইচ্ছা হয় এই দণ্ডে
সুপবিত্র স্বর্গের আসন হ'তে

নামাইয়া তোমারে দেবেন্দ্র—
অন্য জনে তুলে দিই
স্বর্গের শাসন দণ্ড।

ইন্দ্র। গুরু অন্তরায় নাহিক উপায়

[দেবগণের প্রস্থান।

বৃহস্পতি। যাও বীর! ভয় নেই
যথা ধর্ম্ম—তথা জয়
শাস্ত্রের বচন।

মেঘনাদ। কেবা তুমি করুণার বিশাল হিমাদ্রী?
তেজোদীপ্ত কলেবর সৌম্যের আধার
রক্ষিলে পরাণ মোর
দৈব সম আসিয়া হেথায়?
হে সুহৃদ্! কেবা তুমি?

বৃহস্পতি। দেবতা।

[প্রস্থান।

মেঘনাদ দেবতা! দেবতা!
তবে কেন এক বৃক্ষে পুষ্প রূপান্তর?
তবে কেন অমৃতে গরল?
জানি না বিধাতা কি ভাবে
রচিত তব বিশাল ব্রহ্মাণ্ড?
দাঁড়াও—দাঁড়াও হীন মতি
দেবেন্দ্র বাসব!
রাখিও স্মরণ—এরি তরে
প্রতিফল পাইবে অচিরে।

প্রবল ঘূর্ণীর মত ছুটে যাবে
রক্ষগণ হরিতে তোমার সেই
অতুল সম্পদ। দলিত মথিত করি
নন্দন কানন—চূর্ণ করি দর্প অহঙ্কার—
প্রতিশোধ করিবে গ্রহণ এই
রাবণ নন্দন বীর মেঘনাদ।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

উদ্যান।

উন্মত্ত কালনেমিকে ধরিয়া ষণ্ডকের প্রবেশ।

ষণ্ডক। চ'লে এসো—চ'লে এসো মামা—হাঁটী হাঁটী চ'লে এসো।

কালনেমি। হ্যাঁ বাবাজী! এটা দিন না রাত?

ষণ্ডক। কেন? চোখে কি দেখ্‌তে পাচ্ছ না মামা? চক্ষু তো তোমার এখনও অন্ধ হয়নি?

কালনেমি। আঃ—ওসব কুলক্ষণে কথাগুলো কেন কোস্ বল্ দেখি? তোর মামী শুন্‌লে—এখুনি তোর বাপ্ চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার ক'রে ছাড়্‌বে। আহা! তার কি প্রগাঢ় স্বামী ভক্তি। সাক্ষাৎ সতী লক্ষ্মী কি না? অহো—তার গুণের কথা কি বল্‌বো বাবাজী! তোর মামী একবারে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ঠাক্‌রুণ! অমন সতী এই লঙ্কার

বুকে আর আছে কিনা সন্দেহ। কেমন আমার সঙ্গে কথা কইতে কইতে ক্যাঁক্ ক'রে আমার তলপেটে লাথি মারে—আবার মাঝে মাঝে ঝ্যাঁটা নিয়ে এসে সপাসপ্ বসিয়ে দেয়! অহো—বল্ দেখি কি প্রগাঢ় তার স্বামী ভক্তি! সাক্ষাৎ লক্ষ্মী কি না?

ষণ্ডক। সাক্ষাৎ লক্ষ্মী মামা! আজকাল অমন লক্ষ্মী স্ত্রী অনেকের ঘরেই আছে। যাক্, বলি আজ কি নেশার মাত্রাটা একটু বেশী হ'য়েছে নাকি? তাই চোখে দিন কি রাত ঠাওরাতে পার্ছো না।

কালনেমি। হ'য়েছে—হ'য়েছে বাবাজী—আজ দম্ ভোর হ'য়েছে। উঃ! প্রাণে যেন কি আনন্দ উথ্‌লে উঠ্‌ছে বাবাজী! কেমন মন্দ মন্দ বাতাস বইছে। আহা—

ষণ্ডক। সাবধান মামা! নেশা ক'রে প'ড়ে থাক্‌লে শূলে বস্‌তে হবে। ওদিকের সংবাদ তো শোননি? শুন্‌লে ঠ্যালা বুঝ্‌তে।

কালনেমি। কি সংবাদ বাবাজী? কই কিছুই তো শুনিনি। আর তোর মামীর জন্যে কি ছাই কিছু শোন্‌বার যো আছে? আমায় একদণ্ড কাছ ছাড়া হ'তে দেয় না—বলে কিনা তুমি আমার কাছ হ'তে গেলে আমার কেমন কেমন মনে হয়। ওহো—সতী লক্ষ্মীরই কথা বটে! বালিকার কথা তো আর ঠেল্‌তে পারিনে। তা সংবাদটা কি বাবাজী?

ষণ্ডক। দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লঙ্কার সবাইকে যেতে হবে। বুড়ো ছোক্‌রা মানামানি নেই। দেবরাজ সেদিন মেঘনাদকে মার্‌তে এসেছিলো ব'লে যুদ্ধ বেধে গেছে—মেঘনাদও দেবরাজের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌বে ব'লে নিকুম্ভিলা গিরি গুহায় অগ্নির যজ্ঞ কর্‌ছে।

কালনেমি। বলিস্ কিরে—এত কাণ্ড হ'য়ে গেছে? যাক্ তাতে আর হ'য়েছে কি? কাউকে যেতে হবে না—আমি একাই গিয়ে

ইন্দ্র ব্যাটাকে সায়েস্তা ক'রে দিয়ে আস্ছি। তবে কি—তোর মামী আমায় ছাড়্লে হয়।

ষণ্ডক। ছাড়ুক বা না ছাড়ুক—তোমায় যুদ্ধে যেতেই হবে মামা! এইবার লঙ্কার সবাইকে তোমার হাতের কসরৎখানা দেখাতে হবে।

কালনেমি। তাইতো বাবাজী! যুদ্ধের কথা শুনে যে এমন সুন্দর মৌতাতটা মাটী হ'য়ে গেল দেখ্ছি। (সুরে) কেন রে শুনালি বাপ্ নিদারুণ কথা!

ষণ্ডক। তার জন্যে চিন্তা কি? এই নাও তোমার জন্যে ঠিক্ ক'রে রেখেছি।

কালনেমি। য়ঁ্যা, বলিস্ কি রে ষণ্ডক? হাঃ-হাঃ-হাঃ! এই জন্যেই তো আমি তোকে এত ভালবাসি!

ষণ্ডক। বলো কি মামা! তুমি আমায় ভালবাস? মাইরী মামা, আমিও তোমায় বড্ড ভালবাসি। তোমাতে আমাতে বড্ড ভাব! নাও দেরী করো না। [মদ দিল]

কালনেমি। [মদ্যপানান্তে] আঃ! হুঁ আমিই যুদ্ধে যাব বাবাজী! সৈন্য সাজাও—সৈন্য সাজাও, বিকটা সতীর কোন কথা শুন্বো না। আমার মত বীর কি কখনো যুদ্ধে না গিয়ে থাক্তে পারে? যাক্, এখন একটু আনন্দ ক'রে নেওয়া যাক্।

ষণ্ডক। তাতো বটেই—যদি যুদ্ধে গিয়ে পটল উৎপাটন করতে হয়?

কালনেমি। দুর্গা! দুর্গা! কি বাপু—তুই কেবলই ওই অকল্যাণে কথাগুলো বলিস্? শুন্লে প্রাণটা ধড়াস্—ধড়াস্ ক'রে ওঠে। ওরে আমার এখনো যে সব বাকী রে ষণ্ডক! আমি যে লঙ্কার রাজা হব। তোর মামীর তো আর ঘুম হয় না। কেবলই বলে কবে তুমি রাজা হবে—কবে তুমি রাজা হবে? অহো! সতী

লক্ষ্মীর বায়না আমি তো আর ঠেল্‌তে পার্‌বো না। লঙ্কার রাজা আমায় হ'তেই হবে।

ষণ্ডক। নিশ্চয়—নিশ্চয়! লঙ্কার রাজা তুমি না হ'য়ে আর যায় না। তাহ'লে নর্ত্তকীদের ডাকি?

কালনেমি। ডাক্—ডাক্—ওহো কাল বয়ে যায়!
এমন সুন্দর নেশা
টুটে যদি যায়—কি হবে উপায়
ওরে ষণ্ডক আমার?

ষণ্ডক। ডাকি—ডাকি তাহ'লে মামা? কই—কই কোথায় তোমরা কোকিল-কণ্ঠিনীগণ! এস—এস, মামার নেশা যে চ'টে যায়।

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

গীত।

প্রেম সায়েরে ফুট্‌লো কমল
দোদুল্ দোলে বাতাসে।
আর কেন সই একলা থাকা
গুম্‌রে মরা হতাশে॥
ওই যে প্রিয় নয়না হানে,
বিঁধোয় হিয়া বাণে বাণে,
চল্ ছুটে যাই মেঘের কাছে
বাঁচবি যদি পিয়াসে॥
কোকিল ডাকে বকুল শাখে প্রাণ মাতানো সুরে,
আর কেন হে নিদয় বঁধু থাক কেন দূরে,
চাঁদনী রাতে তোমার সাথে
খেল্‌বো কত আবেশে॥

[প্রস্থান।

কালনেমি। ওরে চ'লে গেল যে ষণ্ডক !

ষণ্ডক। দাঁড়াও মামা! আমি ওদের ধ'রে আনছি। ওদের নিয়ে যুদ্ধ করতে যেতে হবে।

[প্রস্থান ।

কালনেমি। যুদ্ধে তোর বাবা যাবেরে ব্যাটা! তাইতো বিকটা সুন্দরীকে গিয়ে ব'লে দেবে না তো? তাহ'লে সব ঠাণ্ডা ক'রে দিয়ে যাবে।

ঝাঁটা হস্তে বিকটার প্রবেশ।

বিকটা। এই যে ঠাণ্ডা ক'রে দিচ্ছি। এই এক—এই দুই—এই তিন। [ঝাঁটা প্রহার]

কালনেমি। উ-হু-হু বিকটা সুন্দরী সতী লক্ষ্মীর এ আবার কি অপূর্ব্ব পতিভক্তি বাবা? য়্যাঁ—

বিকটা। কি আবার চালাকী করা হ'চ্ছে রে বুড়ো মিন্সে! আমি যাই তাই? এখনো তোকে নিয়ে ঘর করি—ব'লে আমি যাই তাই? তোর পিণ্ডির যোগাড় ক'রে দিই—আমার সঙ্গে চালাকী? রাজা হব—রাজা হব; হ্যাঁ রে মুখপোড়া মিন্সে—কবে তুমি রাজা হবে?

কালনেমি। একটু চুপ্ কর বিকটা সুন্দরী! অমন ধারা কাঁসর কণ্ঠে আলাপ করোনা—লোকে শুনতে পেলে শূলে বসতে হবে। দেখ প্রেয়সী—রাজা হবার যোগাড় হ'য়ে এসেছে, দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ বেধেছে ব্যস্!

বিকটা। ব্যস্ কি?

কালনেমি। যুদ্ধে কি আর কেউ বাঁচবে? দেবতাদের ঠ্যালায়

ব্যস্ রাবণের কুপোকাৎ। ভাগ্নে ম'লে মামার—মামা হ'লেই আমার। ব্যস্ লঙ্কার রাজা হব আমি—আর তুমি হবে রাণী! তোমায় রাণী না ক'রে আমি কিছুতেই ছাড়্বো না। আহা! তুমি রাণী হ'লে কি মানানই না মান্বে। কোথায় লাগ্বে রম্ভা নারিকেলী ঘৃতাচি মেনকা? অহো! আমার বিকটা সুন্দরীর রূপের কি জৌলস্! অন্ধকারে আর আলো জ্বাল্তে হয় না—কেমন দপ্ দপ্ ক'রে জ্বলে! আহা—তোমার কাছে সবাই যেন চাঁদের কাছে জোনাকী।

বিকটা। তবে যে আমার নিন্দে কর? বলে কালো রূপেই জগৎ আলো। দেখ, শিগ্গীর শিগ্গীর রাণী না করলে আবার এই রকম ঝ্যাঁটা মার্বো।

কালনেমি। আহা-হা—সতী লক্ষ্মীর কথা! বলি বিকটা সুন্দরী—তোমার কি অচলা পতিভক্তি!

রক্ষীর বেশে ষণ্ডকের প্রবেশ।

ষণ্ডক। [গম্ভীরভাবে] অভিবাদন মাতুল মশায়! মহারাজ ডাক্ছেন—আপনাকে যুদ্ধে যেতে হবে।

কালনেমি। য়্যাঁ, সে কি! গিন্নী—ও গিন্নী! রক্ষী বাবাজীবন বলে কি শুন্ছো? শুনে যে আমার ধাত্ ছেড়ে যাচ্ছে।

বিকটা। ওমা! মহারাজ ডাক্ছে, তুমি যাবে না?

কালনেমি। সে কি গিন্নী! তাহ'লে রাণী হবে কি ক'রে?

ষণ্ডক। আসুন বিলম্ব কর্বেন না।

কালনেমি। অবলার সঙ্গে পরিহাস করছো কেন রক্ষী বাবাজীবন? আমি তো রাবণের মামা কালনেমি নই। তুমি ভুল ক'রে কার কাছে এসেছ? হুঁ! কালনেমিকে চেনো না মাণিক?

বিকটা। হ্যাঁ গা, ও কি কথা গা ?

কালনেমি। আঃ, চুপ কর এদিকে যে বড় বিপদ।

ষণ্ডক। বটে, আমার সঙ্গে চালাকী হচ্ছে ? আমি আপনাকে চিনি না ? দেখুন বিলম্ব করবেন না, চট্ ক'রে আসুন—না এলে আমি আপনাকে বেঁধে নিবে যাবো। হুকুম আছে।

[শিকল বাহির করিল]

কালনেমি। ওরে বাবারে গেছি রে। ও বিকটা সুন্দরী ! রক্ষী বাবাজী কি বের করেছে দেখ না। রক্ষী বাবাজী ! আমার কাছ হ'তে কিছু নিয়ে টিয়ে স'রে পড়। বলগে কালনেমি মামার বড্ড পেটের অসুখ ক'রেছে। ঘন ঘন দাস্ত যাচ্ছে, উত্থানশক্তি একেবারে রহিত। [পতিত হইয়া] উঃ-হু-হু ! সত্যিই পেটের কি যন্ত্রণা আরম্ভ হলো রে ! উঃ—মলাম মলাম—উঃ প্রাণ যায় সতী লক্ষ্মী, বদ্দি ডেকে নিয়ে এস—বদ্দি ডেকে নিয়ে এস।

ষণ্ডক। কি ফাঁকিবাজি ?

বিকটা। ওমা মিন্সের কি ধাষ্টপনা গো।

ষণ্ডক। উঠুন—উঠুন [টানাটানি] কি উঠ্‌বেন না ? [বাঁধিল] চলুন—চলুন বল্‌ছি—টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে যাবো। হুকুম আছে। উঠুন উঠুন বল্‌ছি—

কালনেমি। উ-হু-হু কি যন্ত্রণারে ! মলাম রে বাবা বিকটা সুন্দ—থুড়ি থুড়ি ও সতী লক্ষ্মী ! একবার তোমার সতীত্বটা দেখিয়ে দাও।

বিকটা। কি আবার সতী সতী ব'লে উপহাস্তি করা হচ্ছে—আমি সতী নইতো কি ? এই সতীত্ব দেখাচ্ছি—এক—দুই—তিন।

[ঝাঁটা প্রহার করতঃ প্রস্থান।

কালনেমি। উ-হু-হু গেছি রে বাবা—একেবারে গেছি! ছেড়ে দাও বাবাজীবন—ছেড়ে দাও!

ষণ্ডক। না—না মহারাজের আদেশ।

কালনেমি। ওরে বাবারে—একি হলো রে!

[কালনেমিকে টানিতে টানিতে লইয়া গেল।

চতুর্থ দৃশ্য।

নিকুম্ভিলা গিরিগুহা।

যজ্ঞে ব্রতী মেঘনাদ।

মেঘনাদ। তৃপ্ত হও—তৃপ্ত হও—দীপ্ত হও
দেব বৈশ্বানর! সাদরে ভক্তের
পূজা করিয়া গ্রহণ—
বর দাও—বর দাও মোরে।
তুষানলে জ্বলিছে হৃদয়—
প্রতিহিংসা ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে।
স্বার্থপর দেবরাজে
দেখাইব মেঘনাদ কত সুভীষণ
ওই বাজে রণ ডঙ্কা—
সৈন্য কোলাহল নাহিক সময় আর-
শীঘ্র মোর পূর্ণ কর আশা।

বাসব দমনে শক্তি দাও
দেব হুতাশন !
কর মোরে অমর সংসারে ।

গীতকণ্ঠে বিরূপাক্ষের প্রবেশ ।

গীত ।

বিরূপাক্ষ ।—

তোমার ওই মিছে পূজার আয়োজন ।
ললাটে না থাক্‌লে পরে হয় কি কারো আশা পূরণ ॥
অমর হবার ভুলে আশা,
অন্য আশার কর আশা,
নইলে তোমার ব্যর্থ হবে এই যজ্ঞ যাগের উদ্বোধন ॥
মর্‌তে তোমায় হবেই হবে,
কেন কর চেষ্টা তবে,
মরণ বাঁচন ধাতার লিখন কে কর্‌বে তাহার অপূরণ ॥

[প্রস্থান ।

মেঘনাদ । কি—কি রে উন্মাদ !
কি কহিলি—ব্যর্থ হবে
এই যজ্ঞ মোর ? বৈশ্বানর
করিবে না আমারে অমর ?
জাগ—জাগ দেব বৈশ্বানর !
ব্যর্থ মোর করো না সাধনা ।
দাও—দাও—দেখা দাও—
একি ! এখনো নীরব ?

পশে না কি শ্রবণে তোমার
ভক্তের মিনতি ?
আরে আরে নির্ম্মম দেবতা !
তবে আহুতি রূপেতে আজি
দিব মোর নিজ শির কাটি।
দেখি তব দেবত্ব মহিমা।
[নিজ শির খড়্গ দ্বারা কাটিতে উদ্যত]

বৈশ্বানরের আবির্ভাব।

বৈশ্বানর। তিষ্ঠ—তিষ্ঠ রে ভক্ত !
আত্মহত্যা মহাপাপ
জেনো সুনিশ্চয়।
শান্ত হও—তুষ্ট আমি হইয়াছি
পূজায় তোমার।
কহ বৎস ! কিবা চাহ বর ?

মেঘনাদ। এসেছ—এসেছ দেব
কঠোর সাধনা পথে বরষিতে
আশিসের ধারা ?
প্রণাম চরণে।
বর যদি দেবে বর দাতা—
তবে অমরত্ব বর দাও মোরে।

বৈশ্বানর। নাহি সাধ্য মোর
অমরত্ব বর দানে।

মেঘনাদ। তবে দেখ তব গন্তব্যের পথ।

বৈশ্বানর। রে ভক্ত, কেন মিছে কর অভিমান ?
অমরত্ব বর দান ধাতারও অসাধ্য।
তবে প্রকারে অমর তুমি
হইবে কৃপায় মোর।
তব এই অগ্নি যজ্ঞ
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ নামে
খ্যাত রবে এ ধরায়।
মম যজ্ঞ করি সম্পাদন
হও যদি অগ্রসর রণে
জয়ী হবে সুনিশ্চয় তুমি।
কিন্তু অপূর্ণ কালেতে
মৃত্যু তব অদৃষ্ট লিখন।
আর যেই জন চৌদ্দ বৎসর
হেরিবে না নারী মুখ
রবে অনশনে সেই হবে
তব হন্তারক।
আর ধর এই নাগপাশ
মহাঅস্ত্র—যবে এই অস্ত্র
করিবে নিক্ষেপ সহস্র ফণিনীর বন্ধনে
বদ্ধ হবে অরি তব
সত্যবাণী মোর।

[নাগপাশ প্রদান করতঃ প্রস্থান।

মেঘনাদ। হাঃ-হাঃ-হাঃ !
সাধনায় মহাশক্তি হইল সঞ্চিত।

রে ইন্দ্র! দুর্ব্বার দুর্ম্মতি!
ত্রাণ তব নাহি আর মেঘনাদ পাশে।
দর্প তব করিয়া বিচূর্ণ
লবো প্রতিশোধ।

রাবণের প্রবেশ।

রাবণ। রে পুত্র, লহ প্রতিশোধ।
প্রবল বিক্রমে ছুটে চল দেবতার
চূর্ণিবারে দর্প অহঙ্কার।
জ্বলে বক্ষ অনল জ্বালায়
শুনিয়া সে দেবেন্দ্রের স্বার্থের কাহিনী।
বাহুবলে কাড়ি লহ স্বর্গরাজ্য—
বন্দি করি নিয়ে এস তারে।
রক্তে রক্তে স্বর্গধাম কর রে রঞ্জিত—
উঠুক গগণভেদি দেবতার ঘন আর্ত্তনাদ
নাহি দয়া—নাহি মায়া
উড়াও কীর্ত্তির ধ্বজা রাক্ষস কুলের।

মেঘনাদ। পিতা—পিতা!
তুষ্ট হ'য়ে সাধনায়
প্রকারে অমর মোরে
করিলেন দেব বৈশ্বানর।

রাবণ। তবে আর কিবা ডর!
উত্তাল তরঙ্গ সম
ধেয়ে চল দেবতা বিজয়ে।

নববলে হও বলিয়ান—
ধর করে শাণিত কৃপাণ
বাড়াও দ্বিগুণ ভাবে জাতীর গৌরব।
যাও—যাও পুত্র রণ সাজে
হইয়া সজ্জিত পিতৃমুখ কর রে উজ্জ্বল।

মেঘনাদ চিন্তা নাহি কর পিতা!
ছত্রে ছত্রে তব নাম বাড়াবে সন্তান।
বন্দি করি এনে দেবো দর্পীত দেবেন্দ্রে।
কর আশীর্ব্বাদ পূর্ণ যেন
হয় মনোরথ। [নতজানু]

রাবণ। পূর্ণ হোক্ মনোরথ পিতার কামনা।

মন্দোদরীর প্রবেশ।

মন্দোদরী। মাতারো কামনা তাই।
পুত্রের গৌরবে গরবিনী মাতা
আনন্দে উথলে হৃদি
শুনি কর্ণে রণযাত্রা বাণী।
তাই এনু ছুটে ঢেলে দিতে
প্রাণ ভরা আশীর্ব্বাদ
তনয়ের শিরে।

মেঘনাদ। মা! মা! দেবতার সহ রণে
যেতেছে সন্তান!
যেন মাতা তোমারি আশিসে
ফিরে আসি বিজয় গর্ব্বেতে।

মন্দোদরী । বীর পুত্র তুমি মোর
যাবে আজি বীরত্বের দেখাতে মহিমা
পিতৃমুখ মাতৃমুখ করিতে উজ্জ্বল,
আর আমি করিব না আশীর্ব্বাদ ?
না—না প্রাণখোলা আশিস্ আমার
সার্থক হউক মম স্তনদুগ্ধ দান ।
যাও পুত্র কীর্ত্তির অর্জ্জনে
আমিও আনন্দ নীরে হই নিমজ্জিত ।

রাবণ মন্দোদরী— মন্দোদরী !
যথার্থই হও তুমি রাবণ সঙ্গিনী ।
হেন বাণী কভু নাহি শুনি
অন্য কোন জননীর মুখে ।

মন্দোদরী কেন ? দুঃখ কিবা মোর ?
বীর পুত্র যাবে রণে
কত যে আনন্দ মোর জাগিছে অন্তরে ।
দুর হ'তে শুনিতে পাইব যবে,
পুত্রের গৌরব-গাথা বীরত্ব কাহিনী—
রক্ষমণি ! স্বর্গসুখ হবে না কি তাহে ?
যাও বৎস ! কাল ব্যয় করিও না আর
লও গিয়া পূর্ণ প্রতিশোধ—
কাঁপুক অমর প্রাণ
পলাইয়া যাক্ তারা স্বর্গধাম হ'তে—
হেরি চক্ষে রাক্ষসের অতুল বিক্রম ।

রাবণ । যাও বীর—বীরপুত্র

ফিরে এস ইন্দ্র জয়ী হ'য়ে।
ওই আসে লঙ্কার বালকগণ ভেটিতে তোমারে
করে ধরি জাতীয় নিশান—
কণ্ঠে তুলি জাতীয় সঙ্গীত—
তাহাদের প্রীত করি প্রীতি আলিঙ্গনে—
শুভ যাত্রা কর পুত্র
অমর বিজয়ে।
এস রাণী—হয়েছে সময় চামুণ্ডা পূজার। [প্রস্থান।

মন্দোদরী। চলো। ইন্দ্র! ইন্দ্র!
চূর্ণ তব হবে অহঙ্কার।
এসেছিলে তস্করের বেশে
করিতে সংহার সন্তানে আমার?
হাঃ-হাঃ-হাঃ!
এইবার কি দুর্গতি হইবে তোমার। [প্রস্থান।

মেঘনাদ। দেবরাজ—দেবরাজ! হও সাবধান—
দুর্ভাগ্য তোমার যেতেছে ছুটিয়া।

জাতীয় পতাকা ও পুষ্পমাল্য হস্তে গীতকণ্ঠে রাক্ষস বালকগণের প্রবেশ।

গীত।

বালকগণ।—

চলো বীর—চলো বীর।
কাঁপায়ে আকাশ কাঁপায়ে বাতাস
কাঁপায়ে সিন্ধু নীর।

কণ্ঠে তুলিয়া জাতীয় তান,
উড়ায়ে হর্ষে জাতীয় নিশান,
পুলক ছন্দে ছুটে চল আজ
তুলিয়া দর্পে উচ্চ শির—
লুটায়ে পড়ুক চরণে অরাতি
নয়নে ছুটুক্ অশ্রুনীর ॥

[মেঘনাদকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিয়া সঙ্গে লইয়া সকলের প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য ।

স্বর্গদ্বার ।

ইন্দ্র ও দেবগণের প্রবেশ ।

ইন্দ্র । হের হের দেবগণ !
সহসা আকাশ কেন হ'ল আজি
ঘন অন্ধকার ? মুহুর্মুহু কোদণ্ড টঙ্কার—
ঘন ঘন সৈন্য কোলাহল !
শোন—শোন—ভাল ক'রে শোন সবে
অমর মণ্ডলী—অনুমানি
আসিতেছে কোন সেই দানব দুর্ব্বার—
হরিবারে ইন্দ্রের সম্পদ ।
ধর—ধর সবে অস্ত্র শস্ত্র
রক্ষা কর অমর সম্মান ।

বৃহস্পতির প্রবেশ

বৃহস্পতি। রক্ষা পাবার আর কোন উপায় নেই দেবেন্দ্র! জীবন্ত দুর্ভাগ্য তোমার অদূরে—আর রক্ষা পাবে না! যাবে ইন্দ্র—সব যাবে তোমার। অতুল সম্পদ যাবে—ইন্দ্রত্ব যাবে—আর যাবে অমর ভূমির অমর গৌরবটুকু।

রাক্ষসগণ। [নেপথ্যে] জয় লঙ্কেশ্বর পুত্র মেঘনাদের জয়।

ইন্দ্র। ওই—ওই দশানন পুত্রের জয়ধ্বনি। তবে কি মেঘনাদ স্বর্গ জয় করতে আস্‌ছে?

বৃহস্পতি। সত্য দেবরাজ! তুমিই তাকে শাস্তির রাজ্যে নিয়ে এলে। তোমারি কর্ম্মের সাধনায় আজ স্বর্গমাতার নয়নাশ্রু গড়িয়ে পড়্‌বে। তুমি মায়ের অভিশপ্ত পুত্র।

ইন্দ্র। সে কি দেবগুরু?

বৃহস্পতি। মনে কর ইন্দ্র সেই অতীত ঘটনা। ভেবে দেখ কি নীচতার পরিচয় দিতে গিয়েছিলে সেদিন রাবণ পুত্র মেঘনাদকে বধ ক'রে শত্রু হীন হ'য়ে ইন্দ্রত্ব রক্ষার জন্য? দেবেন্দ্র! ইন্দ্রত্ব রক্ষার কি সেই নিয়ম? শত্রুকে গোপনে বিনাশ ক'রে জয়ী হওয়ার চেয়ে সহস্র গৌরব পরাজয়ে—প্রকাশ্যে শত্রুতা সাধন ক'রে। কিন্তু এই দেখ সেই পাপ কর্ম্মের কি পরিণাম। রাক্ষসেরা তার প্রতিশোধ নিতে এসেছে ইন্দ্র! প্রতিশোধ তারা নিয়েই যাবে। না নিয়ে গেলে যে অধর্ম্মকে ধাতার প্রশ্রয় দেওয়া হবে।

ইন্দ্র। চমৎকার দেবগুরু বৃহস্পতির নীতি উপদেশ। উঃ—আমাদের প্রতি একবিন্দু করুণা নেই? শত্রুর জয়গানে কণ্ঠ নিনাদিত? না না—গুরু হ'লেও এ ধৃষ্টতা সহ্য করা যায় না। আপনি যান—আপনি

জানেন না রাজনীতির কি ধারা। ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার নিয়ে থাক্‌লে রাজ্য পরিচালনা করা অসম্ভব হ'য়ে ওঠে।

বৃহস্পতি। অধর্ম্মকে আশ্রয় ক'রে কোনদিন কোন রাজা তার রাজ্য রক্ষা কর্‌তে পারেনি ইন্দ্র! দেখ্‌ছি তুমি স্বার্থে অন্ধ হ'য়ে দেবত্বটুকুও পর্য্যন্ত ভুল্‌তে বসেছ। জানি না তার পরিণাম কি? শোন দেবেন্দ্র! যদি দেবত্ব রক্ষা করতে চাও—তাহ'লে এখনি রাক্ষসদের নিকট গিয়ে পূর্ব্ব শত্রুতার সন্ধি স্থাপন ক'রে এস—নতুবা ইন্দ্রত্ব রক্ষা কর্‌তে তুমি পার্‌বে না।

ইন্দ্র। সেই দুরাচার রাক্ষসদের কাছে যাব আত্ম মর্য্যাদা হারিয়ে—তাদের অনুগ্রহ ভিক্ষার জন্য? না না—তার চেয়ে নিগ্রহ শতগুণে শ্রেয়ঃ। আমরাও দেবতা—আমাদের বাহুতে বল নেই—বংশের কি গৌরব নেই? আজ দুর্ব্বৃত্তদের সমুচিত শিক্ষা দিয়ে স্বর্গ জয়ের কামনা তাদের চূর্ণ-বিচূর্ণ কর্‌বো—এ আমাদের দৃঢ় সঙ্কল্প। এস দেবগণ!

বৃহস্পতি। যেও না ভ্রান্ত—পার্‌বে না! মনে নেই মেঘনাদের জন্মের কাহিনী? তার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যে সৃষ্টিটা কেঁপে উঠেছিল। ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ কর্‌তেই যে তার জন্ম—ধাতার লিখিত ভবিষ্যৎবাণী।

ইন্দ্র। তা হোক্—তবু তার অনুগ্রহের চেয়ে পরাজয়ই আমাদের শত গুণে শ্রেয়ঃ। [নেপথ্যে—জয় লঙ্কেশ্বর পুত্র মেঘনাদের জয়।] ওই—ওই জয়ধ্বনি। আর অপেক্ষার সময় নেই। এস অমরবৃন্দ!

বৃহস্পতি। আবার বল্‌ছি যেওনা বাসব—পরাজয় তোমার অনিবার্য্য!

ইন্দ্র। জয় পরাজয় চিরন্তনের—পরাজয় ভেবে কি বীর কখনো নীরব হ'য়ে বসে থাকে দেব?

বৃহস্পতি। আমার আদেশ উপেক্ষা?

ইন্দ্র। মার্জ্জনা করবেন! রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উপেক্ষায় কোন অপরাধ নেই।

[দেবগণ সহ প্রস্থান।

বৃহস্পতি। দর্পীত ইন্দ্র! আমি তোমায় অভিশাপ দেবো।

শচীর প্রবেশ।

শচী। শিষ্যের অপরাধ ক্ষমা করা কি গুরুর কর্ত্তব্য নয়?

বৃহস্পতি। স্বর্গেশ্বরী! তুমি এখানে মা?

শচী। আস্‌তে হ'ল দেব, আত্মরক্ষার জন্য। রক্ষগণ অমরপুরীর চতুর্দ্দিক ঘিরে ফেলেছে। অন্য কোন উপায় না দেখে অলক্ষ্যে পুরী ত্যাগ ক'রে চ'লে আস্‌তে হ'ল—নারী সম্ভ্রম রক্ষার জন্য। কিন্তু রক্ষার আশ্রয় কোথা পাই?

বৃহস্পতি। ভয় নেই! নারী নির্য্যাতন করার সাধ যদি রাক্ষসদের অন্তরে জেগে ওঠে—তাহ'লে আজ তাদের পরাজয় সুনিশ্চিত। তুমি আমার আশ্রমে এস মা!

শচী। ভবিষ্যত?

বৃহস্পতি। সন্তানের কাছ হ'তে মাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া সহজ কথা নয় দেবী! তাই যদি হয়—তখন দেখ্‌বে জননী! বৃহস্পতির সুপ্ত বহ্নি সৃষ্টি ধ্বংসের মহা তাণ্ডবে জ্বলে উঠ্‌বে।

[শচী সহ প্রস্থান।

মেঘনাদ, মকরাক্ষ ও রক্ষঃসৈন্যগণের প্রবেশ।

মেঘনাদ। প্রতিশোধ নাও—প্রতিশোধ নাও! উত্তাল তরঙ্গের মত দেবপুরীর মধ্যে প্রবেশ কর। গর্ব্বিত দেবতাদের স্বার্থের স্বপ্ন

চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রে দাও—অমর ভূমির বুকের উপর প্রলয়ের চিতানল জেলে দাও। চাই প্রতিশোধ—চাই প্রতিশোধ !

ইন্দ্রাদি দেবগণের প্রবেশ।

ইন্দ্র। আক্রমণ কর—আক্রমণ কর দেবগণ! দুরন্ত রাক্ষসদের স্বর্গ জয়ের আকাঙ্ক্ষা চিরতরে মুছে দাও।

মেঘনাদ। দেবরাজ! দেবরাজ! এসেছ স্বার্থপর দেবতা? আজ আর সেদিন নেই। মনে পড়ে ইন্দ্র! সাগর সৈকতে একাকী অবস্থায় মেঘনাদের জীবন সংহারের উন্মত্ত লালসা—ভবিষ্যতের পথ নিষ্কণ্টক করতে—মনে পড়ে? কিন্তু আজ আর তা হবে না ইন্দ্র—ওই দেখ বিপুল বাহিনী নিয়ে লঙ্কেশ্বর পুত্র মেঘনাদ এসেছে ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ করতে। শোন দেবরাজ! যদি তোমার ইন্দ্রত্ব রক্ষার বাসনা থাকে—তাহ'লে পূর্ব্ব অপরাধের জন্য আমার নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা কর—হয়তো মার্জ্জনা ক'রেও যেতে পারি।

ইন্দ্র। মার্জ্জনা? আরে—আরে দেবদ্বেষী রাক্ষস! দেবতারা মার্জ্জনা চাইবে হীন নীচ রাক্ষসের নিকটে? এখনো দেবতাদের সে অধঃপতনের দিন আসেনি দর্পী।

মেঘনাদ। এসেছে—এসেছে! স্বার্থ যাদের সাধনা—হিংসা যাদের অলঙ্কার—লোভ যাদের উপাস্য—আভিজাত্য যাদের স্নেহ ভুলিয়ে দেয়—তাদের অধঃপতনের দিন এসেছে ইন্দ্র, আর বিলম্ব নেই। দেবো না ইন্দ্র—অমন স্বার্থপূর্ণ অন্তর নিয়ে চির পবিত্র স্বর্গের আসনে তোমায় ব'সে থাক্‌তে। তোমার মত পিশাচকে বিতাড়িত ক'রে প্রকৃত দেবতাকেই দেবত্বের আসন দিয়ে যাব। মকরাক্ষ! সৈন্যগণ! অস্ত্র ধর—দেবশক্তি চূর্ণ কর।

ইন্দ্র। মৃত্যুই তোমাদের একান্ত বাঞ্ছনীয়। দেবগণ—অস্ত্র ধর!

[যুদ্ধ ও দেবগণের পরাজয়]

মেঘনাদ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! বন্দি কর স্বার্থপরদের। নিয়ে চল লঙ্কায়—বিচার করবেন লঙ্কেশ্বর। দেবরাজ—দেখ্ছো কি—ভাব্ছো কি? ভাব্ছো বোধ হয় এই একদিন—আর সেই একদিন।

দ্রুত শচীর প্রবেশ।

শচী। একি—একি! সত্যই স্বামী পুত্র আমার বন্দি। বৃহস্পতির আশ্রম হ'তে সংবাদ পেয়ে ছুটে এলাম। স্বামী—স্বামী!

মেঘনাদ। স্বামীর দুর্দ্দশা দেখ ইন্দ্রাণী!

ইন্দ্র। যাও—যাও শচী! এখান হ'তে চ'লে যাও। যদি কখনো দিন আসে তবেই দেখা পাবে।

শচী। না—না, কোথায় যাবে দেবরাজ? আমি যেতে দেবো না।

মেঘনাদ। স্বামীর কৃত কর্ম্মের ফল—মুক্তি অসম্ভব।

শচী। অসম্ভব হ'লেও আমি সম্ভব করবো বীর! সতীর সম্মুখে পতির লাঞ্ছনা সতী কি কখনো সহ্য করতে পারে?

মেঘনাদ। কি চাও স্বামীর জন্য?

শচী। চাই—কি চাই শুনবে বীর? প্রয়োজন হ'লে স্বামীর জন্য অস্ত্রও ধরতে চাই। মুক্ত কর আমার স্বামী পুত্রকে—মুক্ত কর দেবতাদের। নইলে দেখ্তে পাবে নারী শক্তি কত ভয়ঙ্করী!

মেঘনাদ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! চ'লে যাও উন্মাদিনী! স্বর্গেশ্বরী—তোমার ক্ষুদ্রশক্তি কতক্ষণের? মকরাক্ষ! নিয়ে চল্ বন্দিদের।

শচী। নিয়ে যেতে দেবো না। এই আমি অস্ত্র ধরলুম—দেখি কেমন ক'রে আমার সম্মুখ হ'তে নিয়ে যাও! [অস্ত্র ধারণ]

মেঘনাদ। য়ঁ্যা, একি! চমৎকার—চমৎকার! মা—মা! এই স্থানেই আমার পরাজয়—এই স্থানেই আমার অহঙ্কার চূর্ণ বিচূর্ণ! আমারও যে মা আছে, আমিও যে মায়ের মর্য্যাদা জানি; পুত্র হ'য়ে মায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কখনো জয়ী হ'তে পার্‌বো না। মুক্ত তোমরা দেবগণ! চল্লুম, যেখানে মায়ের বেদনা তপ্ত নিঃশ্বাস—জ্বলন্ত অভিশাপ—সেখানে পুত্রের সহস্র শক্তির পরাজয়। মা! মা!

শচী। এস—এস পুত্র! মায়ের বুকে এস। আমি তোমার মুখে মা ডাক্ শুনে সব ভুলে গেলুম—তুমি আমার সব কেড়ে নিলে—আমায় দেউলে ক'রে ছাড়্‌লে!

[মেঘনাদকে বক্ষে গ্রহণ]

মেঘনাদ। তবে আসি মা! মনে রাখিস্ তোর এই অস্পৃশ্য নীচ কুলোদ্ভব রক্ষ সন্তানকে। দেবরাজ! মাত্র এই করুণাময়ী মায়ের আবির্ভাবেই তোমাদের মুক্তি! জয়! [প্রস্থানোদ্যত]

বৃহস্পতির প্রবেশ।

বৃহস্পতি। দাঁড়াও জয়ী! তুচ্ছ স্বর্গাসনের বিনিময়ে তুমি যে আজ স্বর্গ হ'তে অনন্ত সম্পদ লুটে নিয়ে যাচ্ছ—আমি তোমার জয়ের পথে আশীর্ব্বাদ ঢেলে দিতে এলুম মেঘনাদ!

মেঘনাদ। এসেছ দেবতা—মেঘনাদের জীবন রক্ষক? প্রণাম চরণে! প্রতিশোধ নিতে পার্‌লুম না দেবগুরু! মা এসে আমার সব আকাঙ্ক্ষা কেড়ে নিলে।

বৃহস্পতি। তার বিনিময়ে যে পেয়েছ বীর—অপার্থিব মাতৃস্নেহ! তার কাছে কি স্বর্গাসন—না প্রতিহিংসা? ইন্দ্র! ইন্দ্র! চৈতন্য ফিরিয়ে নাও—দেখ যাদের ঘৃণা কর—আজ তাদের স্থান কোথায়?

ইন্দ্র। নিদারুণ অপমান!

[দেবগণ সহ প্রস্থান।

বৃহস্পতি। যাও বীর মেঘনাদ! আশীর্ব্বাদ করি তোমার কীর্ত্তি চির অমর হ'য়ে থাকুক্। তোমার অসীম শক্তি আজ ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ ক'রেছে—আজ হ'তে জগতের বুকে তোমার নাম হোক্ ইন্দ্রজিত। আর তোমার অপূর্ব্ব বীরত্বের মহিমায় ধন্য হ'য়ে উঠুক তোমার জন্মভূমি স্বর্ণলঙ্কা।

[মেঘনাদের নতজানু]

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

গন্ধর্ব্ব আলয়।

গীতকণ্ঠে গন্ধর্ব্ববালক ও বালিকাগণের প্রবেশ।

গীত।

সকলে।—

হো—হো—হো আজ হামাদের ভারি মজা রে।
রেজা হামাদের মেঠাই দিবে হামরা সবাই খাবো পেটভরে॥
রেজার মেয়ের আজকে সাধি,
ছুট্‌বে কত প্রেমের নদী,
হামরা লুট্‌বো মজা হাজার হাজার
কর্‌বো কত রং বাহার
জ্বাল্‌বো রঙিন্ আলো হামাদের ঘরে রে॥

[প্রস্থান।

[নেপথ্যে—জয় লঙ্কেশ্বর রাবণের জয়]

গন্ধর্ব্বরাজের প্রবেশ।

গন্ধর্ব্বরাজ। একি—একি ! লঙ্কার রাবণ রেজার জয় হামার রাজ্যিতে কে কর্‌লো রে ? আজ হামার একি দিক্‌দারী ঘট্‌লো রে ? লেড়্‌কীর সাধির দিনে রাবণ রেজার জয় ? তাই তো হামায় বড়া ভাবিয়ে দিলে।

বাসন্তিয়ার প্রবেশ।

বাসন্তিয়া। রেজা! রেজা! দুষমণ আসিয়েছে রে—দুষমণ আসিয়েছে।

গন্ধর্ব্বরাজ। দুষমণ আসিয়েছে হামার রাজ্যিতে? তু কি বলছিস্ রাণী? হামার রাজ্যিতে দুষমণের দুষমণ আছে। তু দেখ্‌বি রাণী—আঁখির পলক্‌মে হামি লোক দুষমণদের ভাগিয়ে দিবে।

বাসন্তিয়া। লঙ্কার রেজা রাবণের লেড়্‌কা মেঘনাদ কেত্তো সিপাই লিইয়ে হামাদের রাজ্যিটা কাড়িয়ে লিতে আসিয়েছে। কি হোবেরে রেজা! হামরা কি রাজ্যি হারিয়ে ভিক্ মাঙিয়ে খাবে?

গন্ধর্ব্বরাজ। নেহি—নেহি রাণী! কেনো—কেনো হামিলোক কি করলো যে ভিক্ মাঙিয়ে খাবে? হামাদের রাজ্যিটা কি ওই পর্‌দেশী আসিয়ে কাড়িয়ে লিবে? হামরা হাসিমুখে হামাদের দেশ মাইকো দুষমণের হাতে তুলিয়ে দিবে? কুচ্ছু বোল্‌বে না? নেহি—নেহি তা হোবে না। হামরা যে এই মায়ির বুকে জনম লিইয়ে এত্তা বড়া হুইয়েছে—এ মায়ি যে হামাদের কেত্তো ভালবাসে! এখানকার জমিনের ধান—গাছের ফল—দরিয়ার পাণি যে হামাদের জান্ বাঁচিয়ে রাখিয়েছে—আর আজ হামাদের সেই মায়িকে পরদেশী লোক আসিয়ে কাড়িয়ে লিবে? ছো—ছো—ছো! হামরা কি মানুষ নেহি? হামরা কি জানোয়ার আছেরে বাসন্তিয়া? যাহারা কুচ্ছু না করিয়ে—কলিজার রক্ত না লিইয়ে—তাদের দেশ মাইকো দুষমণের হাতে তুলিয়ে দেয়—তারা মানুষ নেহি—তারা মানুষ নেহি—জানোয়ার্—শয়তান—দুষমণ আছে রাণী!

[নেপথ্যে—জয় লঙ্কেশ্বর রাবণের জয়]

বাসন্তিয়া। ওই—ওই দুষমণ আসিয়ে পড়্‌লো রেজা—দুষমণ আসিয়ে পড়্‌লো! বোল্—বোল্ এখুন তু কি করবি বোল্?

গন্ধর্ব্বরাজ। তু কুচ্ছু ডর্ করিস্‌না রে রাণী! দুষমণ আসিয়ে হামাদের ধন দৌলত লুটিয়ে লিইয়ে যাবে—হামাদের কাঙাল করিয়ে ছোড়্‌বে—আউর হামরা কুচ্ছু করতে পার্‌বে না? এ ভাই সব! এখুন স্ফূর্ত্তি আমোদ সব বন্ধ কর্! পরদেশী দুষমণ হামাদের দেশকে কাড়িয়ে লিতে আসিয়েছে। তুহারা জল্‌দি তীর কাঁড়্ বর্শা ধর—লাঠি ধর—মায়ির ইজ্জত—আউর জাতির মান বজায় কর্। বোল্—বোল্ সব জোর করিয়ে বোল্—জয় দেশ মায়িকী জয়!

গন্ধর্ব্বগণ। [নেপথ্যে]—জয় দেশ মায়িকী জয়!

গন্ধর্ব্বরাজ। চলিয়ে আয়—চলিয়ে আয় বাসন্তিয়া—হামাদের দেশ মায়ির পূজা দেখ্‌বি আয়!

[উভয়ের দ্রুত প্রস্থান।

মেঘনাদ, মকরাক্ষ রাক্ষসসৈন্যগণের প্রবেশ।

মেঘনাদ। আক্রমণ কর—আক্রমণ কর সৈন্যগণ! কেড়ে নাও ওই গন্ধর্ব্ব পুরীর ধন দৌলত—ঐশ্বর্য্য সম্পদ—উড়িয়ে দাও গন্ধর্ব্ব দেশের বুকের উপর লঙ্কেশ্বর রাবণের বিজয় নিশান। ছুটে চলো মূর্ত্তিমান কালের মত বীর গর্ব্বে হত্যার করাল কৃপাণ করে।

অস্ত্র করে গন্ধর্ব্বরাজ ও গন্ধর্ব্বগণের প্রবেশ।

গন্ধর্ব্বরাজ। হুঁসিয়ার দুষমণ! ভালা চাস্‌তো এখুনি এ রাজ্যি ছোড়িয়ে চলিয়ে যা—নেহিতো হামরাও এম্‌নি এম্‌নি ছোড়্‌বে না। হামাদের দেশ যাবে—ধন দৌলত যাবে—হামাদের মায়ি পরের

দুয়ারে বন্দি হইয়ে থাক্‌বে—হামরা চুপ্‌টী করিয়ে তাই দেখ্‌বে? নেহি—নেহি রাজপুত্তুর—হামরা জান্ দিবে—সভ্‌বি দিবে লেকেন হামাদের এত্তো সাধের দেশ মায়িকো দুষমণের হাতে তুলিয়ে দিবে না।

মেঘনাদ। সাবধান গন্ধর্ব্বরাজ! যদি নিজের মঙ্গল চাও তো এখনি লঙ্কেশ্বর রাবণের বশ্যতা স্বীকার কর—নইলে তোমাদের তপ্ত শোণিতে হবে রাবণের বিজয় উৎসবের মাঙ্গলিক ধারা। বলো—বলো গন্ধর্ব্বরাজ! কি তোমার উদ্দেশ্য? জীবন বিসর্জ্জন—না আত্মসমর্পণ?

গন্ধর্ব্বরাজ। নেহি—নেহি রে রাজপুত্তুর! হামাদের ওহি বাত আছে—হামরা জান দিবে—লেকেন পরদেশী দুষমণের পায়ে মাথা লুটিয়ে তাদের মান ইজ্জত ধরম করম কব্‌ভি খোয়াতে পার্‌বে না।

মেঘনাদ। উত্তম! তবে রক্ষা কর জ্ঞানহীন উদ্ধত রাজা, কালের করাল কবল হ'তে তোমাদের গর্ব্বোন্নত সাধের স্বদেশভূমি। আক্রমণ কর সৈন্যগণ!

গন্ধর্ব্বগণ। জয় দেশমায়িকী জয়!

গন্ধর্ব্বরাজ। মার্—মার্ দুষমণদের মার্।

[যুদ্ধ গন্ধর্ব্বগণের পলায়ন এবং গন্ধর্ব্বরাজ পতিত হইল]

মেঘনাদ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! আরে আরে অহঙ্কারী গন্ধর্ব্বরাজ! এইবার চূর্ণ তব দর্প অহঙ্কার। বন্দি কর—বন্দি কর!

সৈন্যগণ কর্ত্তৃক গন্ধর্ব্বরাজকে বন্দি করিতে উদ্যত হইলে অস্ত্র করে বাসন্তিয়ার প্রবেশ।

বাসন্তিয়া। হুঁসিয়ার—হুঁসিয়ার রে দুষমণের দল! হামি এখুনো বাঁচিয়ে আছে। যদি ভালা চাস্‌তো তুহারা তুরন্ত্ চলিয়ে যা, নেহি তো হামি তুহাদের জান লিইয়ে তব্ ছোড়্‌বে রে শয়তান।

মেঘনাদ। একি—একি! মকরাক্ষ! বন্দি কর—বন্দি কর এই উন্মত্তা রমণীকে! এসেছে ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে বিরাট রক্ষ বাহিনীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে? বন্দি কর—বন্দি কর—

বাসন্তিয়া। তব্ আয় রে দুষমণ! দেখি কেমোন করিয়ে তুহারা হামাদের বাঁধিয়ে লিস্? জান দিবে—লেকেন্ হামাদের রেজাকো বাঁধিয়ে লিতে দিবে না। [যুদ্ধ ও পতন] উঃ—উঃ! রেজা! রেজা!

মেঘনাদ। বন্দি কর—বন্দি কর দুইজনকেই। [মকরাক্ষ দু'জনকে বন্দি করিল] নিয়ে চলো লঙ্কার রাজসভায়। চির অহংকারী গন্ধর্ব্বরাজ! এইবার মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব কর রাবণ পুত্র মেঘনাদের শক্তি কত প্রবল—কত মর্ম্মন্তুদ—কত জ্বালাময়।

[প্রস্থান।

মকরাক্ষ। এস গন্ধর্ব্বরাজ!

গন্ধর্ব্বরাজ। হ্যাঁ যাবে—যাবে। হামি দেখ্‌বে তুহাদের রেজার কেমোন বিচার আছে? তব্ চলিরে মায়ি—হামি তুহার মান বাঁচাতে পার্‌লো না—হামায় তু মাপ করিস্ মায়ি!

বাসন্তিয়া। রেজা রেজা—কি হোবে রেজা? হামরা তো যাবে লেকেন হামাদের ছোটা লেড়্‌কাটার কি হোবে? হামি তাহারে ছোড়িয়ে কেমন করিয়ে থাক্‌বে রেজা? আরে কে আছিস্—রাজ-পুত্ত্‌রকো হামার পাশে দিয়ে যা!

[একজন গন্ধর্ব্ব বালিকা আসিয়া শিশুপুত্রকে বাসন্তিয়াকে দিয়া গেল]

মকরাক্ষ। এইবার চলো।

গন্ধর্ব্বরাজ। হ্যাঁ, চল্—চল্ হামাদের যেথায় লিইয়ে যাবি হামরা সেথায় যাবে। আর হামাদের কুচ্ছু দুখ্যু নেহি আছে। মায়ি! মায়ি! হামার লাগিয়ে তু কাঁদিস্ নে মায়ি! হামি গেলে হামার

মাফিক্ তুহার হাজার হাজার লেড়্কা আছে—তাহারা তুহার সব মান বজায় রাখ্‌বে। চল্—চল্ রাণী! ভগবানজীকো নাম লিইয়ে—আঁখির পাণি উহার পায়ে ঢালিয়ে দে। দেখ্‌বি সেই দয়াল ঠাকুর হামাদের সব দুখ্যু—দরদ্—সব জ্বালা দুর করিয়ে দিবে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজসভা।

রাবণ, কালনেমি ও বিভীষণ।

রাবণ। অনুরোধ করো না বিভীষণ, কোন ফল হবে না। এ অপরাধের মার্জ্জনা নেই—আমি এর বিচার কর্‌তে চাই। অপরাধীর শাস্তি বিধান ক'রে রক্ষ জাতীর মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে চাই। ওঃ, কি অসীম সাহসীকতা—অবাধ স্বেচ্ছাচারের কি অপ্রতিহত গতি! একটা বিরাট অন্তর্দাহে আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত দগ্ধ হ'য়ে যাচ্ছে। হোক্ সে পুত্র—হোক্ সে আমার শত বাঞ্ছিত সৌভাগ্য—তবু আমি তাকে ক্ষমা কর্‌তে পার্‌বো না। রাবণের কঠোর রাজনীতি কখনো পক্ষপাতিত্বের কালিমায় কলঙ্কিত হবে না।

কালনেমি। আহা, সে কথা একশোবার। আমার এমন ভাগ্যের রাজনীতি কি কখনো কলঙ্কিত হয়? আহা রাজনীতি নয়—যেন ভাগিরথী গঙ্গাজল।

বিভীষণ। তবু তাকে ক্ষমা করতে হবে দাদা! তুমি যে তার পিতা। পুত্রের শত অপরাধ পিতার নিকট যে চির মার্জ্জনার। ভুলে যাও কেন দাদা! তার প্রতি শৈশবের কত স্নেহ বিনিময়—হৃদয়ের অফুরন্ত ভালবাসা—অন্তরের উন্মুক্ত আবেশময় মধুর উচ্ছ্বাস! নিরস্ত হও দাদা! প্রতিহিংসায় ক্ষিপ্ত হ'য়ে একটা বিরাট অন্তর্দাহকে সাদরে ডেকে এনো না, এই আমাদের অনুরোধ।

রাবণ। না কোন অনুরোধ শুনতে চাই না। যতদিন রাবণ—রাবণের প্রতিহিংসাও ততদিন। যে পুত্রের আচরণে পিতার গৌরব-গরিমা মলিন হ'য়ে যায়—সে পুত্রকে মার্জ্জনা করা সম্পূর্ণ নীতি বিরুদ্ধ। তুমি জানো না বিভীষণ—রাবণের কতখানি কলঙ্ক সেখানে ছড়িয়ে দিয়ে এসেছে। পারেনি কাপুরুষ বন্দি ক'রে নিয়ে আসতে সেই দর্পীত দেবরাজকে। মুক্তি দিয়ে এসেছে শুধু—একটা নারীর অগ্নিময় রক্ত চক্ষু দেখে। বাঃ! চমৎকার বীরত্বের গৌরবময় দৃষ্টান্ত! আমি যদি এই লঙ্কার আসনে ব'সে শুনতুম—দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধে মেঘনাদের মৃত্যু হ'য়েছে—তখন এ হৃদয় উৎসাহে—আনন্দে শতগুণ বর্দ্ধিত হতো—বীর পুত্রের অক্ষয় কীর্ত্তি স্মরণ ক'রে।

কালনেমি। যাক্—ছেলেমানুষ যা ক'রে ফেলেছে তারতো আর হাত নেই—আবার যুদ্ধের আয়োজন কর, আমিই না হয় এবার সেনাপতি হ'য়ে যাব। ইন্দ্র ব্যাটাকে হিড়্ হিড় ক'রে টানতে—টানতে নিয়ে আসবো।

বিভীষণ। তুমি চুপ কর মাতুল! আমাদের এই রাজনৈতিকতার মধ্যে তোমার এরূপ অসংলগ্ন প্রস্তাব শোভা পায় না। এ তোমার অনধিকার চর্চ্চা।

কালনেমি। না—না আমি আর কি বলছি বাবাজী? তবে

তোমাদের স্নেহ করি কি না? তাই যা কিছু বলি—আর যা কিছু করি—সবই তোমাদের মঙ্গলের জন্য। তাহ'লে আমি এখন চল্লুম। তোমরা ভায়ে ভায়ে যা হয় কর। [স্বগত] উচ্ছন্নয় যা—উচ্ছন্নয় যা তোরা—আমি শিগ্‌গির শিগ্‌গির আমার বিকটা সুন্দরীকে রাণী ক'রে আমিই এই লঙ্কায় রাজা হ'য়ে মনের আনন্দে দিন কাটাই।

[প্রস্থান।

বিভীষণ। দাদা! দাদা! তবে কি—

রাবণ। দ্বিরুক্তি করোনা বিভীষণ! স্মরণ রেখো আভিজাত্যের প্রবল বন্যায়—ভ্রাতৃস্নেহের সুদৃঢ় বাঁধ আপনা হ'তেই ভেঙ্গে চূর্ণ হ'য়ে যাবে। কি করবো? নিরুপায় আমি। পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘনের যোগ্য শাস্তি তাকে গ্রহণ করতেই হবে।

মেঘনাদের প্রবেশ।

মেঘনাদ। মেঘনাদ তাতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নয় পিতা! পিতৃদত্ত শাস্তি আশীর্ব্বাদের মত সে মাথায় তুলে নেবে—তবু স্বার্থের উন্মাদনায় ক্ষিপ্ত হ'য়ে তার বিবেক ধর্ম্ম কলুষিত করতে পারবে না।

রাবণ। সত্য! কিন্তু রাজনীতি শাস্ত্রের ন্যায়-বিচারে আজ রক্ষ-কুলের গৌরব-গরিমা বিলুপ্ত ক'রেছ—রাবণের চির উন্নত মস্তক তোমারি একটা স্বেচ্ছাচারিতায় ভূলুণ্ঠিত হ'য়েছে।

মেঘনাদ। না পিতা! লঙ্কেশ্বর রাবণের উন্নত শির চিরদিনই উন্নত থাকবে। ইন্দ্রকে মুক্তি দিয়ে মেঘনাদ তার পিতৃমুখ কলঙ্কিত করেনি—জাতির গৌরবও নষ্ট করেনি—ছত্রে ছত্রে ফুটিয়ে তুলেছে রাবণের কীর্ত্তি—যশ—বীরত্বের অমর কাহিনী—ধন্য ক'রেছে রক্ষ জাতীকে তার কর্ম্মের আদর্শ মহিমায়!

রাবণ। অথচ সেই স্বার্থপরায়ণ হীনমতি দেবরাজ— যার পৈশাচিক নির্ম্মম নিষ্ঠুরতায় একদিন তোমার জীবন বিপন্ন হ'য়েছিল ?

মেঘনাদ। স্মরণ আছে পিতা—দেবতাদের সেই কলঙ্কিত অতীত কাহিনী। তবু তাকে মুক্তি দিয়ে এসেছি শুধু এক অলৌকিক মহিমা মণ্ডিত উজ্জ্বল আলোকের প্রতিভাময়ী দীপ্তি দেখে। সহসা সেই রক্ত তরঙ্গের মাঝখানে এলায়িত কুন্তলা অসি করে মায়ের আবির্ভাব। মায়ের সেই ভীষণা মূর্ত্তি দেখে—মায়ের সেই রোষ-কষায়িত নেত্রযুগের অনল উদ্গিরণ দেখে—মায়ের সেই কোমল করধৃত শাণিত কৃপাণের ঘন ঘন নর্ত্তন দেখে—মেঘনাদের প্রতিহিংসা-দীপ্ত অসি সভয়ে হাত হ'তে খসে প'ড়্লো—পার্‌লুম না পিতা! আর বীর গর্ব্বে স্ফীত বক্ষে তার সম্মুখে দাঁড়াতে। চক্ষে অন্ধকার দেখ্‌লুম—বক্ষে ভীতির স্পন্দন জেগে উঠ্‌লো—আবেগ কম্পিত কণ্ঠে মা মা ব'লে তখনি তাঁর চরণপ্রান্তে লুটিয়ে পড়্‌লুম।

রাবণ। আরে আরে পিতৃদ্রোহী কুলাঙ্গার, কে—কে সে কুহকিনী, যাকে তুমি মাতৃ সম্বোধন ক'রেছ ?

মেঘনাদ। দেবরাজ মহিষী শচী।

রাবণ। শচী ? শক্রপত্নী ? তাকে মায়ের আসনে বসিয়ে—

মন্দোদরীর প্রবেশ।

মন্দোদরী। এই মায়ের বুকখানা চুরমার ক'রে দিয়েছে। রাজা! রাজা! কুলাঙ্গার পুত্রকে দণ্ড দাও—আমি মা হ'য়ে স্বচক্ষে দেখ্‌বো তার অবাধ্যতার পরিণাম। একবিন্দু অশ্রু ঝরবে না—একটা তপ্ত নিঃশ্বাসও পর্য্যন্ত পড়্‌বে না। মেঘনাদ! মেঘনাদ! ওরে বীরপুত্র! একি তোর দুর্ব্বলতার পরিচয় ? চলে এলি শত্রুকে মুক্তি দিয়ে ?

এর চেয়ে তোর মৃত্যুই ছিল ভাল। ধিক্—ধিক্—শতধিক্ তোর বীরত্বের সাধনায়।

বিভীষণ। একি! একি! লঙ্কেশ্বরী! তুমিও কি প্রতিহিংসার উন্মাদনায় ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠেছ? তুমি যে এর গর্ভধারীণী—এ যে তোমার পুত্র।

মন্দোদরী। হ্যাঁ দেবর! মেঘনাদ আমার পুত্র! পুত্র ব'লেই তো অন্তরে এতখানি ব্যথা দিয়েছে। রাজা! রাজা!

রাবণ। আমিও তাই সঙ্কল্প ক'রেছি রাণী। মেঘনাদ! মেঘনাদ! আমি তোমায় দণ্ডিত করতে চাই—তুমি আমার আদেশ উপেক্ষা ক'রেছ। এখনি এই মুহূর্ত্তে ইন্দ্রানীকে বন্দি ক'রে নিয়ে এস।

মন্দোদরী। আমারও আদেশ তাই। কে সেই শত্রুপত্নী? যার জন্য এত বড় একটা কর্ত্তব্যের গুরু দায়িত্ব উপেক্ষা ক'রে ভক্তির ব্যাকুল উচ্ছ্বাসে মা ব'লে তার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়েছ?

মেঘনাদ। মা—মা! আবার বল্‌বো উচ্চকণ্ঠে শত্রুপত্নী—মা—মা! শত্রু হোক্—মিত্র হোক্ তা দেখ্‌বার আবশ্যক নেই। যে নারীর সর্ব্বাঙ্গ হ'তে সুবিমল মাতৃস্নেহ গলে পড়ে—সে নারীকে জগতের শত সহস্র সন্তান আবেগ-প্লাবিত কণ্ঠে মা মা ব'লে ডাকুক। দাও—দণ্ড দাও পিতা! বীরত্বের মর্য্যাদা রক্ষা ক'রে এসেছি—মায়ের পূজা ক'রে এসেছি—সে জন্য যদি পিতৃমুখ কলঙ্কিত হয় হোক্—বংশের গৌরব যদি নষ্ট হয় হোক্—

রাবণ। আরে—আরে অহঙ্কারী পুত্র! [অসি নিষ্কাশন]

বিভীষণ। [বাধা দিয়া] কর কি—কর কি দাদা! পুত্র বলিদান?

মেঘনাদ। পুত্রের বলিদান হোক্। এই আমি শির পেতে দিলাম—নিক্ষেপ কর আমার মাথায় তোমার ঐ সুতীক্ষ্ণ তরবারি।

মা—মা! তুমিও দাও তপ্ত অভিশাপ ঢেলে—পুত্র নীরবে পিতা মাতার দান দেবতার নির্ম্মাল্যের মত মাথায় তুলে নেবে—তবু পুত্র পারবে না মাতৃনামের মর্য্যাদা নষ্ট করতে।

রাবণ। বিভীষণ—বিভীষণ! বধ কর—বধ কর ওই বংশের কুলাঙ্গারকে।

বিভীষণ। ক্ষমা কর দাদা! বিভীষণ ধর্ম্মের সেবক—কর্ত্তব্যের দাস, সে নির্ম্মমতার উপাদানে গঠিত নয়।

[প্রস্থান।

রাবণ। মকরাক্ষ! মকরাক্ষ! [মকরাক্ষের প্রবেশ] বন্দি কর মেঘনাদকে—রেখে এসো নির্জ্জন কারাগারে। যতদিন সেই দর্পীত পুরন্দরকে না পাই ততদিন মেঘনাদের কারাবাস।

[প্রস্থান।

মন্দোদরী। মেঘনাদ! মেঘনাদ! অকৃতজ্ঞ পুত্র! চিন্তা কর এইবার সেই মায়ের পুণ্যময়ী প্রতিমূর্ত্তি অন্ধকার কারাকক্ষে বসে!

[প্রস্থান।

মেঘনাদ। ভগবান! একি তব নিষ্ঠুর বিধান?
স্বার্থের আগারে পশি
ভুলে যদি কেহ করে
মধুর সে মাতৃ সম্বোধন—
তবে কেন বিধি!
মার সৃষ্টি ক'রেছ সংসারে?
মায়ের সন্তান যদি
মাতৃ নামে হয় আত্মহারা—
তবে কেন দেব—বিনিময়ে তার

রেখেছ সঞ্চিত করি
তীব্র হলাহল ?

প্রমীলার প্রবেশ।

প্রমীলা। স্বামী ! স্বামী !

মেঘনাদ। কে প্রমীলা ! মেঘনাদ
হৃদয়-তোষিণী ! যাও—যাও—
চ'লে যাও ! স্বামী তব বন্দি আজি
পিতার আদেশে !
তবে কেন এলে কাঁদিতে এখানে—
চঞ্চল করিতে মোরে
অশ্রুস্নাত আঁখি দুটী ল'য়ে ?
যাও প্রিয়ে !
ফিরে যাও অন্তঃপুরে—
নিরালায় বসি সিক্ত করি
ধরাবক্ষ নয়ন ধারায় কাঁদগে প্রেয়সী !
মুক্তি পাবে স্বামী তব—
যতদিন দেবরাজ বন্দি নাহি হয়।

প্রমীলা। ওগো ! একি মোর ভাগ্যের লিখন ?
ঊষার তরুণ ছটা—না ছড়াতে
ধরণীর গায়—এলো সন্ধ্যা
কাঁদাতে আমারে।
চলো—চলো স্বামী—আমিও রহিব
তব সাথে নির্জ্জন কারায়—

বক্ষে ধরি সতীর পরম তীর্থ
ওই চরণ যুগল।

মেঘনাদ। না—না পারিবে না সতী!
সহিবারে কারার সে দুঃসহ যন্ত্রণা।
সরসী শোভিতা তুমি ফুল্লকমলিনী—
অকালে কেন গো সেথা
পড়িবে ঝরিয়া? যাও প্রিয়ে!
নাহি হও অন্তরায় মোর
কর্ত্তব্য পালনে!
অন্যায় নির্ম্মম হোক্ পিতার আদেশ—
তীব্র বিষ হোক্ প্রিয়ে
মায়ের আকাঙ্ক্ষা—
উপেক্ষার নাহি শক্তি মোর!
আমি যে সন্তান—
জন্ম মোর উহাদের সেবার কারণ।

[মকরাক্ষ সহ প্রস্থান।

প্রমীলা। স্বামী! স্বামী! [মূর্চ্ছিতা হইল]

গীতকণ্ঠে তরণীর প্রবেশ।

গীত।

তরণী।—

কেন কাজল আঁখি সজল হলো
নিভলো কেন দিনের আলো।

জানি না হায় কাহার তরে
মনের বাঁধন ছুটে গেলো॥
বনে ফুল ফুটে মরে, অলিতো চায় না ফিরে,
শেষে হায় মনের দুখে
পুষ্পরাণী ঝরে গেলো॥

প্রমীলা। তরণী! তরণী!

তরণী। একি! বৌদি তুমি কাঁদ্‌ছো কেন? বলো কি হ'য়েছে তোমার?

প্রমীলা। আমার মাথায় বাজ পড়েছে ভাই—আমার সুখের স্বপ্ন আজ ভেঙ্গে গেছে! তোমার দাদা বন্দি—

তরণী। বন্দি আমার দাদা! কেন—কেন বৌদি, দাদা বন্দি হলো কেন?

প্রমীলা। স্বর্গ জয় করতে গিয়ে দেবরাজকে বন্দি ক'রে আন্‌তে পারেনি ব'লে তোমার জ্যাঠামশায় তাকে বন্দী করেছে।

তরণী। বটে, আচ্ছা আমি এখুনি জ্যাঠামশায়ের কাছে যাচ্ছি। নিশ্চয় দাদাকে মুক্ত ক'রে আন্‌বো। তুমি ভেবোনা বৌদি—এই আমি চল্লুম! আমি তো এর কিছুই জানিনে—তাই তো জ্যাঠামশায় তো ভারী নিষ্ঠুর!

[প্রস্থান।

প্রমীলা। নিষ্ঠুর—নিষ্ঠুর! পিতা মাতার স্নেহ এতখানি উগ্র—এ যে কল্পনাতীত! ভগবান! জানি না আমি তোমার চরণে কি অপরাধ করেছি। আমায় এমন ভাবে কেন কাঁদালে প্রভু?

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

অমর প্রাসাদ।

শচী উপবিষ্টা অপ্সরাগণ গাহিতেছিল।

গীত।

অপ্সরাগণ।—

ওই কুহু কুহু কোকিলের
পঞ্চম তানে।
কে লো বাজায় বীণা গোপনে গোপনে॥
আঁধারে জ্বালিয়া আলো সেকি লো বাসিবে ভালো,
আয় আয় দেখি চল্ কোথা গেল প্রিয় বল্,
আজি যে মোদের হিয়া রসিত মদনে
উ-হু-হু জ্বলে প্রাণ বাণে বাণে॥

[প্রস্থান।

শচী। এমন শান্তির দেশে
অশান্তির কেন সৃষ্টি কর দয়াময়!
তুমিই দিয়াছ যদি—
অমরার সিংহাসন দেবেন্দ্র বাসবে—
কেন বা বঞ্চিত কর
মাঝে মাঝে জাগায়ে প্রলয়?
না পারি বুঝিতে তব

সৃষ্টির মহিমা—
কি ভাবে চালিত কর বিশাল ব্রহ্মাণ্ড !
কে ?

ছদ্মবেশিনী প্রমীলার প্রবেশ ।

প্রমীলা। ভিখারিণী।

শচী। ভিখারিণী? এত রূপ—
সৌন্দর্য্য ছড়ায়ে পড়ে কনক আভায় !
মনে হয় নহে ভিখারিণী—
উচ্চ বংশ কুলোদ্ভবা—দৈবভাগ্যে
আজি ভিখারিণী।
হেরি তব বিশুষ্ক বদন—
অশ্রু সিক্ত আয়ত লোচন
প্রাণ মন উঠে লো কাঁদিয়া !
যৌবনের আধ ফোটা
ফুল্ল কমলিনী—কহলো ভামিনী !
এ বয়েসে ভিখারিণী
কে সাজালো তোরে ?

প্রমীলা। অদৃষ্ট।

শচী। অদৃষ্ট? সত্যই লো ভিখারিণী !
অদৃষ্ট হইলে বাদী—
নাহি সাধ্য কারো
রক্ষিবারে আপন সম্পদ্।
রাজারে যে ভিখারী সাজায়—

লক্ষ্মী শূন্য করে কোষাগার !
অদৃষ্ট প্রসন্ন হ'লে
ভিখারীর করে দেয় অতুল ঐশ্বর্য্য !
এতো কালের নিয়ম।
বুঝিয়াছি বালা ভাগ্যদোষে
তুমি ভিখারিণী।
কহ কিবা ভিক্ষা তব ?

প্রমীলা। ভিক্ষা মোর স্বামীর জীবন।
বিপদে পতিত মোর জীবন সর্ব্বস্ব
ফুরাইবে সব আশা—দারুণ বৈধব্য
দেবী হইবে সহিতে।
তুমি যদি ইচ্ছ দেবী—
পার গো রক্ষিতে মোর স্বামীর জীবন !

শচী। কহ—কহ গো ব্যথিতা !
কি ভাবে রক্ষিতে পারি
স্বামীর জীবন তব ?
যদি মোর থাকে কিছু অমূল্য সম্পদ—
তাও আজি দিব তোরে
হবিনে বঞ্চিতা।
স্বামীর জীবন রমণী অমূল্য রতন !
না—না; ফিরিবে না মনোদুঃখে
বুকে ল'য়ে উপেক্ষার শেল।

প্রমীলা। তবে দেবী সত্য কর
ফিরাবে না মোরে ?

শচী। কেন ভয়? স্বর্গেশ্বরী
যবে তোরে দিয়েছে অভয়
লো দুহিতা! কেন ভীতা—
পূরিবে কামনা তোর।
বিশ্বাস না হয় যদি
তবে সত্যে বন্দি—

ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। সত্যে বন্দি হয়ো না ইন্দ্রাণী!
পরিণামে অশ্রুজল হবে সার।
সৌভাগ্যের বিমল উষায়—
গোধূলীর ম্লান হাসি উঠিবে ফুটিয়া।
সত্য রক্ষা বড়ই ভীষণ।

শচী। কিন্তু হের দেবরাজ!
কি সাজে এসেছে এই
দীনা ভিখারিণী—দুয়ারে আমার
কত আশা ল'য়ে—ওর
মর্ম্মভাঙ্গা ক্ষুদ্র দগ্ধ প্রাণে।
হের—হের স্বামী!
জলভরা আঁখি দু'টী নীরস বদন
উন্মাদিনী দীনা হীনা
কাঙ্গালিনী প্রায় এসেছে ছুটিয়া
রক্ষিবারে স্বামীর জীবন।
স্বামী! স্বামী! দিওনাকো বাধা,

বাঁধা আমি পড়িয়াছি
হেরি ওই মর্ম্মদগ্ধ অশ্রুসিক্ত
মলিন বয়ান।
নাহি ভয় ওলো ভিখারিণী!
সত্যে বন্দী হইল ইন্দ্রানী।
তব স্বামীর জীবন তরে
যা চাহিবে পাবে সুনিশ্চয়—
বিফল হবে না তব অভিষ্ট কামনা।

প্রমীলা। তবে দেবী! স্বামীরে তোমার
মম করে করহ অর্পণ।

শচী। সে কি ভিখারিণী!
বুঝিতে পারি না তব
প্রার্থনার জটিল রহস্য।

প্রমীলা। শোন দেবী!
লঙ্কেশ্বর দশানন পুত্রবধূ—
পতি মোর বীর মেঘনাদ।

ইন্দ্র। শচী! শচী! বিতাড়িত কর ত্বরা,
মায়াবিনী এই শত্রুপত্নী মোর—
আসিয়াছে দেবতার অনিষ্ট সাধনে।

শচী। শত্রুপত্নী হ'লেও তোমার—
আমার যে পুত্রবধূ চির আদরের।
মা ব'লে যে ডাকিয়াছে বীর মেঘনাদ,
দিয়ে গেছে ভক্তি অর্ঘ্য—
ক'রে গেছে মাতৃপূজা তার।

গিয়াছ কি ভুলে তাহা
স্বর্গের ঈশ্বর ?

ইন্দ্র। দেবেন্দ্রাণি !

শচী। স্বামী, কর ত্বরা সত্য রক্ষা মোর।

ইন্দ্র। এ যে অতি বিস্ময়ের কথা !
সত্যরক্ষা তরে পাঠাইতে চাহ আজি
স্বামীরে তোমার—
দুরন্ত সে রাক্ষস আবাসে ?
একি তব স্বামী ভক্তি দেবী—
একি তব সত্যের গৌরব ?

শচী। কিন্তু স্বামী !
ব্যথিতার অশ্রুজলে কাঁদিল পরাণ।
কি করিব—নারী আমি,
সহিব কেমনে নারীর বেদন ?
দেবরাজ ! মিনতি আমার—
পূর্ণ কর অধিনীর আশা।

ইন্দ্র। অসম্ভব আশা তব দেবী !
অরি পুত্র তরে রক্ষ করে
করি যদি আত্ম সমর্পণ
তাহে সতী বিশ্বমাঝে
দেবনামে রটিবে কলঙ্ক।

শচী। বাড়িবে গৌরব !
দেবেন্দ্রের মহত্ত্বের বাজিবে বিষাণ।
মুগ্ধ হবে ধরা—

শক্র তরে দুঃখের বরণ হেরি
দেবারি নিকর—দেবতার
পদতলে দিবে পুষ্পাঞ্জলি।

ইন্দ্র। তবে তাই হোক্ শচী—
স্বার্থ হিংসা দিয়ে বলিদান
ধর্ম্মের মাহাত্ম্য করিতে উজ্জ্বল
রাখিতে জীবন্ত কীর্ত্তি ত্রিদিব-মণ্ডলে
বিনিময়ে মোর মুক্ত হোক্
রক্ষপুত্র বীর মেঘনাদ—
দেবতার বাড়ুক মহিমা।
চল নারী আশা তব করিব সফল।
[প্রমীলা সহ প্রস্থানোদ্যত]

বৃহস্পতির প্রবেশ।

বৃহস্পতি। নিয়ে যাও হে দেবেন্দ্র
যাত্রাকালে আশীর্ব্বাদ মোর।
এতদিনে বুঝিলাম
যথার্থই তুমি হও স্বর্গ অধিপতি।
এমন উন্নত হৃদি
যদি দেবতার নাহি থাকে কভু
তাহ'লে যে দেবনামে হইবে কলঙ্ক।
যাও ইন্দ্র—নির্ভয়ে চলিয়া যাও—
ওই পথে নাহি পাবে
একটি আঘাত।

মহত্ত্বের পথ
চির মুক্ত কণ্টক বিহীন।

ইন্দ্র। প্রণাম চরণে দেব! করহ আশিস্!
আমা হ'তে হয় যেন
জননীর সফল কামনা।

বৃহস্পতি। যাও সুররাজ!
বীর গর্ব্বে কনক লঙ্কায়
ধর্ম্মের মহিমা করিতে উজ্জ্বল।
সার্থক হউক মোর
নীতি শিক্ষা দান। [প্রমীলা সহ ইন্দ্রের প্রস্থান।
দেবেন্দ্রানি! মহীয়সি জননী আমার!
কীর্ত্তি তব হউক অমর!
ধন্য—ধন্য তব উদার হৃদয়।
আশীর্ব্বাদ বৃহস্পতি খুঁজিয়া না পায়।
কায়মনে করি আশীর্ব্বাদ
স্বামী ল'য়ে চির সুখী হও। [প্রস্থান।

শচী। শিরোধার্য্য তব মঙ্গল আশিস্।
দয়াময়! করুণা নিদান!
তব পদে শুধু এই আকিঞ্চন—
নিঃস্বার্থ এ আত্মদানে
স্বামীর আমার
অক্ষয় অমর হোক্—
দেবতার পুণ্য কীর্ত্তি
জাতীয় সম্মান। [প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কারাগার।

চিন্তামগ্ন মেঘনাদ।

মেঘনাদ। ওঃ, ভগবান! জীবনের এ কি বিষময় পরিণাম! পিতামাতার ক্রুদ্ধ অভিশাপের মাঝখানে পড়ে এমনিভাবে আর কতদিন থাক্‌বো? আমি তো কোন অন্যায় করিনি। ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে আজ আমি জগতের বুকে ইন্দ্রজিৎ। রক্ষকুলের মহাকীর্ত্তির বিজয় মন্দির প্রতিষ্ঠা ক'রে এসেছি স্বর্গে; কিন্তু তার পরিণাম কারাবাস। চমৎকার সৃষ্টির বিধান! ওই কে কাঁদ্‌ছে না? প্রমীলা—প্রমীলা! তুমি কাঁদ্‌ছো প্রেয়সী? বুকভরা বেদনা নিয়ে ওই যে প্রমীলা আমার—না না—আমি কোথায়? এ যে কারাগার! আমি বন্দি—তবে কি—স্বপ্ন দেখ্‌ছি? না না—ওকি—ওকি! কিসের আলাপন! কে গায় এই নীরব প্রকৃতির বুকে—

গীতকণ্ঠে তরণীর প্রবেশ।

গীত।

তরণী।—

আঁধার পথের অদূরেতে কে তুমি গো আলোক ধর।
বুকের ব্যথা মুছিয়ে দিতে কতই তুমি আদর কর॥
তুমি যদি দয়াল আমার,
দেখা কেন যায় না তোমায়,
তোমার রূপে হৃদয় আলো জগৎ আলো
কাছে এসে দুঃখ হর॥

মেঘনাদ। কে? কে?

তরণী। তরণী।

মেঘনাদ। তরণী—তরণী এসেছিস্! আয়—আয়! আমি যে অকুল সাগরে পড়েছি, আমায় পার কর ভাই।

তরণী। দাদা! [কাঁদিয়া ফেলিল]

মেঘনাদ। কাঁদছিস্ কেন—কাঁদছিস্ কেন তরণী?

তরণী। তোমার জন্য। তোমার জন্য আরও একজন বড় কাঁদ্‌ছে দাদা!

মেঘনাদ। আমার জন্য আর কে কাঁদ্‌বে লঙ্কায়?

তরণী। কাঁদছে বৌদি।

মেঘনাদ। প্রমীলা। হাঁ—হ্যাঁ সে আছে, সে আমার জন্য কাঁদ্‌বে। তার যে কোন আশাই এখনো পূর্ণ হয়নি। বসন্তের মেদুর বাতাসে পুষ্পরাণী সবে মাত্র ফুটে উঠেছে। হ্যাঁ তরণী! লঙ্কার কি সংবাদ আমায় বল্‌তে পার?

তরণী। শুন্‌লাম জ্যেঠামশায় মিথিলায় গিয়েছিলেন, কাল ফিরে এসেছেন।

মেঘনাদ। কেন?

তরণী। মিথিলায় রাজা জনকের হরধনু ভেঙ্গে তাঁর মেয়েকে বিবাহ করবার জন্য। শুনলাম জ্যেঠামশায় ধনুক ভাঙ্গতে পারেনি। এমন কি পৃথিবীর অনেক বীরও পারেনি। পেরেছে—অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র রাম। তার সঙ্গে জনক রাজার মেয়ের বিবাহ হ'য়ে গেছে।

মেঘনাদ। রাম! জানি না সে কত বড় বীর।

তরণী। এস দাদা! তুমি কারাগার থেকে চলে এস। কারারক্ষী

খুব ঘুমুচ্ছে। আমি আস্তে আস্তে তার চাবিকাটি খুলে নিয়ে তোমায় দেখ্‌তে এসেছি। এস—জ্যেঠামশায় কিছু বল্‌বেন না।

মেঘনাদ। তা কি হয় তরণী! আমি পুত্র হ'য়ে পিতার মর্য্যাদা নষ্ট করতে পার্‌বো না।

রাবণের প্রবেশ।

রাবণ। কিন্তু তুমি পিতার সম্মান নষ্ট করেছ কুলাঙ্গার দেবরাজ ইন্দ্রকে মুক্তি দিয়ে। শোন মেঘনাদ! আমি এসেছি তোমায় একটা কথা বল্‌তে। যদি তুমি সেই দেবরাজ পত্নী ইন্দ্রানীকে আমার কাছে এনে দিতে পার তবেই—

মন্দোদরীর প্রবেশ।

মন্দোদরী। তোমার মুক্তি! নতুবা মুক্তি পাবে না পুত্র। আমি সেই দর্পীতা ইন্দ্রানীকে আমার পদসেবিকা দাসী করবো। বল—বল পার্‌বে কি! তোমায় পার্‌তেই হবে। তুমি পুত্র—মায়ের আদেশ পালন কর্‌তে পার্‌বে না?

মেঘনাদ। মা—মা! পিতা—পিতা!

রাবণ। আমাদের আদেশ!

মন্দোদরী। তোমায় প্রতিপালন কর্‌তেই হবে। কেন পার্‌বে না! রাক্ষসকুলে জন্মগ্রহণ করেছ—কোথায় তোমার সে উন্মাদনা! বীর পুত্র তুমি—রক্ষকুলের বীরত্ব গরিমা কি এতটুকু সীমাবদ্ধ।

মেঘনাদ। পারি—পারি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা ওলোটপালট ক'রে আবার একটা নূতন রাজত্ব গ'ড়ে দিতে—পারি ওই সুবিশাল সপ্তসিন্ধু বারি শূন্য কর্‌তে—পারি ওই সূর্য্যকে পথভ্রষ্ট কর্‌তে—পুত্র পারে পিতামাতার

জন্য তার সর্ব্বস্ব বলিদান দিতে; কিন্তু সেই বিশ্বভোলা মায়ের উপর অত্যাচার করতে পারবো না।

মন্দোদরী। কি—পারবে না—পারবে না? ওরে—ওরে অকৃতজ্ঞ পুত্র—আমি কি তোর মা নই? আমি কি তোকে বুকের সুধা নিংড়ে দিইনি? তোর জন্য আমার সুদীর্ঘ রজনী পলকহীন নেত্রে কেটে গেছে—কত নিদারুণ ব্যথা ভুলে গেছি। কিন্তু আজ সেই পুত্র—ওঃ—ওঃ! লঙ্কেশ্বর! লঙ্কেশ্বর! হত্যা কর—হত্যা কর। ও পুত্রে আমার আবশ্যক নেই—স্নেহ নেই—আকর্ষণ নেই।

রাবণ। পারবে না—পারবে না মেঘনাদ! স্বজাতীর গৌরব কি তুমি এই ভাবেই পুড়িয়ে ফেলবে! দেবরাজ—কে দেবরাজ? কে দেবেন্দ্রানী? তারা আমাদের শত্রু।

মেঘনাদ। শত্রু ব'লেই আমি তাদের ক্ষমা ক'রে এসেছি পিতা! আমি যে ক্ষমার পথে আর প্রতিহিংসার অনল জ্বালতে পারবো না।

মন্দোদরী। এখনো—এখনো!

মেঘনাদ। হ্যাঁ এখনো মা! আমরণ এমনি ধারায় থাকবো! তোমার দানের বিনিময়ে কিছু না থাকলেও পুত্র কথঞ্চিৎ দিতে পারতো; কিন্তু এ ভাবে—এ পথে পিতামাতার ঋণ পরিশোধ করতে পারবো না।

রাবণ। বটে! উদ্ধত পুত্র! আমি তোকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করবো।

মেঘনাদ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! দশানন পুত্র মেঘনাদ আনন্দে সে দণ্ড গ্রহণ করবে। পারবে না পিতা, প্রাণের ভয় দেখিয়ে পুত্রের পরকালের পথ রুদ্ধ ক'রে পুত্রকে পিশাচ সাজাতে।

রাবণ। ঘাতক! ঘাতক!

তরণী। সাবধান জ্যেঠামশায়! তরণী এখানে!

রাবণ। একি—একি তরণী!

তরণী। তরণী থাক্‌তে যাত্রী জলে ডুব্‌বে! না—না—না তা ডুব্‌বে না জ্যেঠামশায়! তরণী আজ প্রাণ দিয়ে তার দাদাকে রক্ষা করবে। জ্যেঠামশায় তুমিতো ভারী নিষ্ঠুর। নিজের ছেলেকে কেটে ফেল্‌বে।

রাবণ। বাঃ—বাঃ! চমৎকার। রাবণের কঠোর নীতি যে আজ করুণায় গলে যাচ্ছে। তরণী! তরণী! আমি তোর এই বীরত্বের অভিযান দেখে মুগ্ধ—আত্মহারা। মন্দোদরী—মন্দোদরী! মেঘনাদকে তুমিই দণ্ড দাও—আমি তোমায় অধিকার দিয়ে যাচ্ছি। আয়—আয় তরণী, তুই আমার বুকে আয়—তুই আমার বুকে আয়। লঙ্কায় এমন তরণী থাক্‌তে আমি কেন পারের জন্য ভেবে আকুল হই।

[তরণীকে লইয়া প্রস্থান।

মন্দোদরী। পার্‌লে না—পার্‌লে না লঙ্কেশ্বর, পুত্রকে দণ্ড দিতে পার্‌লে না। স্নেহে কাতর হ'য়ে চলে গেলে। যাও—যাও—কিন্তু লঙ্কেশ্বরী কাতর হবে না। অকৃতজ্ঞ পুত্রকে আজ দণ্ডিত করবো। ঘাতক—ঘাতক—

প্রমীলা সহ ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। ঘাতকের আর আবশ্যক নাই লঙ্কেশ্বরী! যার জন্য তোমার এই আয়োজন—যার জন্য সৃষ্টির বক্ষে করুণাময়ী মা নির্ম্মমা—হৃদয়হীনা—পাষাণী—সেই আজ তোমার সম্মুখে।

মেঘনাদ। একি! দেবরাজ ইন্দ্র, সঙ্গে প্রমীলা।

মন্দোদরী। ইন্দ্র—ইন্দ্র! একি!

ইন্দ্র। সত্যই আমি ইন্দ্র! শুনলাম আমার জন্য মেঘনাদের জীবন বিপন্ন, তাই ছুটে এসেছি লঙ্কেশ্বরী—তোমার পুত্রের মহত্ব দানের বিনিময় দিতে। এস আমায় বন্দি কর—ইচ্ছা মত দণ্ড দাও—কিন্তু আমার জন্য বিশ্বের এমন একটা উজ্জল রত্নের বিনাশ ধ্বংসসাধন হ'তে দেবো না। মেঘনাদ—মেঘনাদ! বীর—ভয় নেই। আমি তোমার শত্রু হ'লেও আমার সে শত্রুতা ভুলিয়ে দিয়েছে—এই বেদনা কাতরা মায়ের সকরুণ মুখখানিতে। এস—এস আজ উভয়ের বক্ষ বিনিময়ে ভীতিবিহ্বলা রক্ষ কারায় মিলন শঙ্খ বেজে উঠুক। [মেঘনাদসহ আলিঙ্গন]

মেঘনাদ। ধন্যবাদ—ধন্যবাদ দেবরাজ তোমার দেবত্বকে। আমি দুঃখিত তোমার এই পরহিত ব্রতের আকাঙ্ক্ষা দেখে।

ইন্দ্র। লঙ্কেশ্বরী! এইবার আমায় বন্দি কর—পুত্রকে মুক্তি দাও—অবাক্ হ'য়োনা দেবী! মুক্তি দাও—দেবতা চিরদিনই দেবতা।

মন্দোদরী। রক্ষী! রক্ষী! [রক্ষীর প্রবেশ] দেবরাজকে বন্দী কর! যাও মেঘনাদ, এইবার তুমি মুক্ত।

মেঘনাদ! তাহ'লে এইবার আমায় একখানা অস্ত্র দাও মা!

মন্দোদরী। কেন?

মেঘনাদ। আমি তোমায় হত্যা করবো। তোমার অন্তরে যে পিশাচীটা আছে—তার রক্ত দর্শন করবো। দেবরাজকে বন্দি করবার উদ্দীপনা তোমার অন্তরে জেগে উঠছে। কি অপূর্ব্ব আত্মদান—কি মহিমার জলন্ত ত্যাগের ছবি—কি মহাপ্রাণতার সম্মিলন—এখানে কি কঠোরতা থাকতে পারে মা!

মন্দোদরী। পারে—পারে কঠোরতা থাকতে পারে। আমি পুত্রকে মুক্তি দেবো না। এইবার—এইবার শচীকেও চাই! প্রতিশোধ—প্রতিশোধ চাই। রক্ষী বন্দী কর!

পুনঃ রাবণের প্রবেশ।

রাবণ। না মন্দোদরী! আর এই প্রতিহিংসা সাধনায় আবশ্যক নেই। তরণী আমার সমস্ত নির্ম্মমতা কেড়ে নিয়েছে। সত্যই আমি এতদিন ভ্রান্তির অন্ধকারে ছিলুম। যাও—যাও দেবরাজ মুক্ত তুমি! শত্রুকে করতলে পেয়ে তার উপর প্রতিশোধ নিতে দশাননের সম্পূর্ণ স্বভাব বিরুদ্ধ। মেঘনাদ! মেঘনাদ! এস—এস পুত্র—এস বীর—এস লঙ্কার উজ্জ্বল রবি—নির্ম্মম পিতার হৃদয়হীন নির্ম্মমতার মাঝখানে এসে কোমলতার হিমাদ্রী ক'রে গড়ে তোল। [মেঘনাদকে বক্ষে ধারণ]

[প্রহরীর প্রস্থান।

মেঘনাদ। পিতা! পিতা!

রাবণ। এখন আমি যথার্থই পিতা। ইন্দ্র! তুমি মুক্ত। দেবরাজ—দেবরাজ! বিস্মিত হ'য়েছি আমি তোমার ত্যাগ ধর্ম্মের গরিমায়—চমৎকৃত করেছে আমায় তোমার ওই অপূর্ব্ব নিঃস্বার্থ আত্মদানের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়ে। যাও, যদি রক্ষকুল বিনাশের কোন অভিলাষ অন্তরে থাকে—তবে যেন দেখ্‌তে পাই তোমায় অস্ত্রে শস্ত্রে ভূষিত হ'য়ে রণক্ষেত্রে—যেন পাই না গুপ্ত তস্করের বেশে আর দেখ্‌তে।

মন্দোদরী। সেকি রাজা! মুক্তি দেবে শত্রুকে হাতে পেয়ে? এরই জন্যই যে পুত্রকে কারাগারে রুদ্ধ করেছিলে।

রাবণ। হ্যাঁ, করেছিলুম মন্দোদরী—মাত্র একটা প্রতিহিংসায় আত্মহারা হ'য়ে। কিন্তু আজ প্রকৃত ন্যায়ের প্রভায় আত্মহারা হ'য়ে তোমাকেও হয়তো কারারুদ্ধ কর্‌তে পারি।

মন্দোদরী। সে কি রাজা?

ইন্দ্র। আসি লঙ্কেশ্বর! সত্যই তুমি লঙ্কেশ্বর রাবণ। ধন্য তোমার রাজনীতি শাস্ত্রের অপূর্ব্ব সূক্ষ্ম বিচার।   [প্রস্থান।

রাবণ। এস বীর পুত্র আমার—আর তুইও আয় মা? আমার একদিকে বীরত্বের অমূল্য আকর—অন্যদিকে কোমলতার স্বচ্ছ সরোবর মুক্তিময়ী সারল্যের স্নিগ্ধ প্রতিমা বেদনাতুরা জননী আমার—চল আজ তোদের কাঁদার পথে হাসির উৎসব ফুটিয়ে দিইগে চল।

ব্যস্তভাবে কালনেমির প্রবেশ।

কালনেমি। বাবাজি! বাবাজি! এই যে বাবাজি। আঃ!

রাবণ। কি—কি মাতুল কি সংবাদ?

কালনেমি। দাঁড়াও বাবাজি! একটু হাঁপ ছেড়ে নিই। [কিছুক্ষণ পরে] বাবাজী! ওদিকে যে ভীষণ কাণ্ড বেধে গেছে। এইমাত্র আহা স্বর্পণখা ভাগ্নী আমার পঞ্চবটী বন হ'তে কি রূপের ডালি নিয়ে ফিরে এসেছে। সত্যই দেখ্‌লে পেটের ভেতর হাত পা সেঁধিয়ে যায়।

রাবণ। কি হয়েছে মাতুল স্বর্পণখার?

কালনেমী। আরে বাবাজী দেখ্‌বে এস! মা আমার একমেটেতে কি রকম হাস্‌ছেন। শোন তবে বলি—পঞ্চবটী বনে রাম লক্ষ্মণ ব'লে দুটো ছোঁড়া নাকি আহা, তাকে ধরে ভাগ্নীর আমার নাক আর কান দু'টি কুচ ক'রে কেটে নিয়েছে। আহা-হা, মা আমার কি কাঁদাই না কাঁদ্‌ছে একবারে হাত পা ছড়িয়ে। ওহো-হো মায়ের মুখপানে আর তাকায় কার সাধ্যি। চোখ ফেটে হুড়্‌ হুড়্‌ ক'রে জল আসে।

রাবণ। ভগ্নীর্‌ নাসাকর্ণ ছেদন! তুচ্ছ মানবের এত শক্তি! রক্ষকুলের ঘোর কলঙ্ক। চলো—চলো মাতুল দেখিগে চল—তারপর রাবণ তার চরম প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। সেই দর্পিত নরের রক্তে প্রতিহিংসার তর্পণ করবে। চলো—চলো মাতুল, এস—এস পুত্র, আবার বুঝি লঙ্কার বুকে প্রলয় আগুন জ্বলে উঠ্‌লো।

গীতকণ্ঠে বিরূপাক্ষের প্রবেশ।

গীত।

বিরূপাক্ষ।—

এবার উঠ্‌বে জ্বলে প্রলয় আগুন
সে আগুন আর নিভ্‌বে না।
কনক লঙ্কা শ্মশান হবে কেউতো বেঁচে থাক্‌বে না॥
হয়োনা আর আত্মহারা,
ঐ শোন রে মেঘের সাড়া,
দেওনা আর ভুল ক'রে আর অন্ধকারে
পথ খুঁজে আর পাবে না॥

[প্রস্থান।

রাবণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! উঠুক—উঠুক জ্বলে উঠুক মহাপ্রলয়ের দাবানল—হোক্ স্বর্ণলঙ্কা শ্মশান—ভগ্নীর নাসাকর্ণ ছেদন? আরে—আরে দুর্ব্বল নর—দাঁড়াও—দাঁড়াও ক্ষিপ্ত মাতঙ্গ, এইবার তোদের শান্তির উপবন দলিত মথিত করবো। চলো—চলো মাতুল, এস মেঘনাদ! তুচ্ছ নর—তুচ্ছ নর—হাঃ-হাঃ-হাঃ!

মেঘনাদ। চলো—চলো পিতা! আমি হবো তোমার ওই অভিযানের পথে প্রধান সহায়।

[মন্দোদরী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

মন্দোদরী। হলো না—হলো না আশা পূর্ণ হলো না! মন্দোদরীর এত আয়োজন সবই ব্যর্থ হ'ল।

শচীর প্রবেশ।

শচী। ব্যর্থ হবে না লঙ্কেশ্বরী!

মন্দোদরী। কে ?

শচী। স্বর্গেশ্বরী।

মন্দোদরী। স্বর্গেশ্বরী! তা এখানে ?

শচী। লঙ্কেশ্বরীর আশা পূর্ণ করতে।

মন্দোদরী। উপহাস! আচ্ছা—আচ্ছা যদি পথ ভুলে সিংহিনীর গহ্বরে এসে পড়েছ—তবে তার উপযুক্ত ফল ভোগ কর। আমি মহত্বের পূজায় তোমায় আর ছাড়বো না। তুমি বন্দিনী!

শচী। স্বেচ্ছায়।

মন্দোদরী। এখনো দর্প!

শচী। দর্প দেখাতেই তো স্বর্গেশ্বরী শচী আজ রাক্ষস পুরীতে একাকিনী এসেছে। প্রতিশোধ নেবে—নাও। আমি সেইজন্যেই তো তোমার কাছে এসেছি মন্দোদরী!

মন্দোদরী। তবে এস! দেখবে মন্দোদরীর প্রতিশোধ কত ভীষণ

শচী। চল লঙ্কেশ্বরী, আমিও দেখি এর পরিত্রাণ কোথা।

[শচীকে লইয়া প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

পঞ্চবটী বন।

গীতকণ্ঠে পুরুষ ও রমণীর প্রবেশ।

গীত।

পুরুষ।— ও মাগী! বন ছেড়ে আজ পালাই চল
কাজ নেই আর এই বনে।
শেষে নাক কানটা যাবে লো তোর
হচ্ছে যে ভয় ক্ষণে ক্ষণে॥

রমণী।— সে রোগ তো নেইকো আমার,
ভাব্না কিরে তবে আর,
এই বয়সে কেলেঙ্কারী কর্‌তে আর চায় না মন॥

পুরুষ।— বলিস্ কি রোগ সেরেছে,
না না না আরো বেড়েছে,
রাত দুপুরে আমায় ফেলে কোথায় যাস্ বলতো ধনি॥

রমণী।— আন্‌তে ফুলের টাট্‌কা মধু তোমার তরে গুণমণি।
রাগ করো না ওরে যাদু আমি কি আর বিয়ের কনে॥

[উভয়ের প্রস্থান

ধনুর্ব্বাণ হস্তে দ্রুত রামের প্রবেশ।

রাম। ওই—ওই স্বর্ণমৃগ
যায় পলাইয়া।
একি! কোনমতে পারি না ধরিতে।
বন হ'তে বনান্তরে যায়—

কভু বা অদৃশ্য হয়—
কভু দেখা দেয় নৃত্য করে
কত রঙ্গে দূরে থাকি মোর !
কই—কই—কোথা গেল—
কোথা গেল ! ওই—ওই—

[দ্রুত প্রস্থান ।

[নেপথ্যে] লক্ষ্মণ ! লক্ষ্মণ ! আয়—ছুটে আয় ভাই—
পড়িয়াছি রাক্ষস কবলে ।

পুনঃ রামের প্রবেশ ।

রাম । একি—একি শুনি
মোর কণ্ঠস্বরে কে ডাকিল
লক্ষ্মণে আমার !
মায়া—মায়া—দুষ্ট রাক্ষসের মায়া ।
নহে মৃগ—নহে মৃগ নিশ্চয়ই
মায়াবী রাক্ষস কোন
মৃগবেশে আসিয়াছে
শ্রীরামের অহিত সাধনে ।
আরে আরে মায়াবী রাক্ষস—
এই বাণে মায়াশক্তি
চূর্ণ হোক্ তব । [বাণ ত্যাগ]

[নেপথ্যে—ওঃ ! ওঃ ! মুক্ত হ'ল দুর্জ্জন মারীচ ।]

সত্যই তো নিশাচর মায়াবী মারীচ !
উঃ ! একি দৈব বিড়ম্বনা ।

দ্রুত লক্ষ্মণের প্রবেশ ।

লক্ষ্মণ । আর্য্য ! আর্য্য !

রাম । লক্ষ্মণ—লক্ষ্মণ ! কেন এলি ভাই
একাকিনী বিজন কুটীরে
রাখিয়া সীতায় ?

লক্ষ্মণ । তুমি যে ডাকিলে মোরে
কাতর কণ্ঠেতে—
না আসিয়া থাকিতে কি পারি ।
কহ আর্য্য কোথা গেল মৃগ
কি বিপদে পড়িলে তুমি !

রাম । রে লক্ষ্মণ ! নহে মৃগ—
তারকা নন্দন মায়াবী মারীচ ।
বধেছি পামরে । সেই দুষ্ট
মোর স্বরে ডাকিল যে তোরে ।
কিন্তু রে লক্ষ্মণ !
জাগিছে আশঙ্কা প্রাণে
মায়াবী রাক্ষস ছলে তোরে
পাঠায়ে এখানে—
একাকিনী সীতারে পাইয়া
করে যদি কোন অত্যাচার—

লক্ষ্মণ । পরিত্রাণ আছে কি তাহার ?
জ্বালিব কালের বহ্নি—
বাণে বাণে বিদ্ধ করি
সমুচিত শিক্ষা দেবো তারে ।

রাম। চল্—চল্ তবে ভাই !
দেখি গিয়ে চল্—
কি লিখিল অদৃষ্টে বিধাতা ! [উভয়ের প্রস্থান।

সীতার কেশাকর্ষণ করিয়া রাবণের প্রবেশ।

সীতা। রঘুনাথ ! রঘুনাথ !
কোথা রঘুনাথ—
রক্ষা কর সীতারে তোমার !

রাবণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ !
কে করিবে রক্ষা লো সুন্দরী !
লঙ্কেশ্বর দশানন আমি—
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল
মোর নামে কাঁপে থর থর।
কি করিবে স্বামী তব
তুচ্ছ নর—বধের অযোগ্য।

সীতা। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও মোরে—
করো নাকো নারী নির্য্যাতন !

রাবণ। ভগ্নির নাসা-কর্ণ ছেদন
করিল যে হীনমতি নর—
লব তার পূর্ণ প্রতিশোধ।
চলো—চলো মোর কনক লঙ্কায়
হবে তুমি লঙ্কার ঈশ্বরী !

সীতা। রঘুনাথ ! রঘুনাথ !
[গহনা খুলিয়া ফেলিতে লাগিল]

রাবণ।　　হাঃ—হাঃ—হাঃ !
কনক লঙ্কার এবার বাড়িবে গৌরব

জটায়ুর প্রবেশ

জটায়ু।　　আরে আরে নারী চোর
দুষ্ট নিশাচর !　কোথা যাস্
সীতারে লইয়া ?
ত্যাগ কর—ত্যাগ কর
নতুবা এ বৃদ্ধ বয়সে
জটায়ু দেখাবে তার বংশের গৌরব।

রাবণ।　　কে—কেরে তুই নির্ভীক বিহঙ্গ !
এত শক্তি আছে তোর
রাবণের কর্ম্মে দিতে বাধা ?
সরে যা—সরে যা—
মরিবার কেন রে প্রয়াস ?

জটায়ু।　　আরে—আরে নারী চোর !
পর ভার্য্যা চুরী করি
ল'য়ে যাস্ কোথা ?
শীঘ্র ছাড়্ পরদার—
নতুবা এ নখে ওষ্ঠে
তুলে নেবো হৃদ্‌পিণ্ড তোর।

রাবণ।　　বটে—বটে রে বিহঙ্গ !
রাবণে দেখাতে চাস্ আরক্ত লোচন ?
মর্ তবে স্থবির উন্মাদ ! [যুদ্ধ ও জটায়ুর পতন]

হাঃ—হাঃ—হাঃ—রে দুষ্ট !
কর্ ফল ভোগ।

[সীতাকে লইয়া প্রস্থান

জটায়ু। ওঃ—ওঃ ! নারিলাম
রক্ষিতে মায়েরে। ভগবান্ !
কি করিলে ? রাম—রাম
কোথা তুমি রাম—দেখা দাও
অন্তিম সময়ে !

রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ।

রাম। সীতা ! সীতা ! সীতা !
গহন কান্তার—বন উপবন—
সকলেই সীতা—সীতা
বেদনায় তুলিছে ঝঙ্কার !
রে লক্ষ্মণ একি হ'লো ভাই !
কে হরিল সীতা রত্নে মোর ?
স্বামী সোহাগিনী জনক-নন্দিনী—
ঐশ্বর্য্য সম্ভার ত্যজি এসেছিল
সতী রাঘবের সাথে !
কিন্তু হায়—একাকিনী
পাইয়া তাহারে কে হরিল
সীতারে আমার।
বল্—বল্ ওরে তরুলতা—
বল্ রে বিহঙ্গ—বলো তুমি
স্রোতস্বিনী—কোথা গেল

ফুল্ল কমলিনী—রাম সোহাগিনী
জানকী আমার ?
ওরে লক্ষ্মণ ! বুঝি এতদিনে
বিমাতার আশা পূর্ণ হ'ল।
কই—কই কোথায় জানকী ?
কোথা গেল একাকিনী
ত্যজিয়া কুটীর ?
খুঁজিলাম চারিদিক্
কিন্তু ভাই ! কোথা মোর সীতা ?
সীতা ! সীতা !

লক্ষ্মণ। কাঁদ—কাঁদ আর্য্য
সীতা সীতা রবে
সিক্ত করি কমল লোচন !
ওরে কাঁদ্—কাঁদ্ তোরা স্থাবর জঙ্গম
সীতা—সীতা ব'লে !
আলো করা পঞ্চবটী বন আজি—
ঢেকে দিল ঘন অন্ধকারে।
একি ! হের—হের আর্য্য !
অপূর্ব্ব বিহঙ্গ এক বেদনায় জর্জ্জরিত
শোণিত তরঙ্গ বহে অঙ্গে
পড়ে আছে অরণ্যের পথে !

জটায়ু। ওঃ—ওঃ ! কে—কে তোমরা ?
তোমরা কি শ্রীরাম লক্ষ্মণ ?

লক্ষ্মণ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমরাই দুটী ভাই

শ্রীরাম লক্ষ্মণ। কহ—কহ
কিবা প্রয়োজন ?

জটায়ু। সীতা—আর যে পারি না কহিতে।

লক্ষ্মণ। সীতা ?

রাম। দেখেছ কি পক্ষীরাজ সীতারে আমার ?

জটায়ু। দেখিয়াছি রাম! ক'রেছিনু প্রতিকার—
পেনু এই ফল। সর্ব্বাঙ্গ রুধির সিক্ত
এসেছে মরণ যন্ত্রণা ভীষণ।

লক্ষ্মণ। প্রতিকার ? কেন—কেন ?
সীতা তরে কেন তব এ হেন দুর্দ্দশা ?

জটায়ু। শোন—শোন হে শ্রীরাম!
গরুড়ের বংশধর জটায়ু আমার নাম—
পিতৃ বন্ধু তব। সীতা চুরি করি
ল'য়ে গেল লঙ্কার রাবণ—

রাম, লক্ষ্মণ। লঙ্কার রাবণ ?

জটায়ু। রাবণ। পড়িল সম্মুখে মোর!
দিনু বাধা কাড়ি নিতে সীতা।
হ'ল যুদ্ধ—কিন্তু বার্দ্ধক্য বয়স হেতু
নারিলাম হইতে বিজয়ী।
উঃ—উঃ! অবসন্ন হ'য়ে আসে তনু
মৃত্যু মোর হবে এইবার।
দিয়ে মোরে পদধূলি রাম রঘুবর!
পক্ষী জন্ম হ'তে মোরে করহ উদ্ধার।

রাম। সীতা ল'য়ে গেল সেই লঙ্কেশ রাবণ ?

লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ!
জ্বালারে প্রলয় বহ্নি রাবণ বিনাশে।
সীতা তরে সৃষ্টি স্থিতি করিব বিলয়—
ধ্বংস—ধ্বংস আজি করিব জগৎ।
আরে—আরে দুষ্ট দশানন!
শ্রীরামের বিশ্বনাশী এই বাণে
ধ্বংস হোক্ বিশাল ব্রহ্মাণ্ড।
চাই—চাই সেই সীতারে আমার!

[বাণ ত্যাগে উদ্যত]

ব্রহ্মা। [নেপথ্যে] রক্ষা কর সৃষ্টি স্থিতি
রাম গুণমণি!
ধাতার মিনতি রাখো।

রাম। ধাতা! ধাতা! একি মোর
অদৃষ্ট রচনা?
অতুল ঐশ্বর্য্য হ'তে হইনু বঞ্চিত—
দিবানিশি নিবিড় অরণ্যে ভ্রমি
সহি কত দুঃসহ যন্ত্রণা।
তবু তব মনস্কাম হয় না সফল?
পিতৃবন্ধু জটায়ু ধীমান!
তব ঋণ নহে শুধিবার।
যাও—যাও হে মহান্!
করি আশীর্ব্বাদ—
মুক্ত হও পক্ষী জন্ম হ'তে।

জটায়ু। আঃ—সার্থক জনম। [মৃত্যু]

রাম। রে লক্ষ্মণ!
পিতৃবন্ধু ত্যজিল জীবন।
পিতৃতুল্য এ বিহঙ্গ! চল ভাই!
দুই ভায়ে দাহ করি
পিতার সুহৃদে—
তারপর যাব মোরা সীতার সন্ধানে।
সীতা! সীতা! সীতা!
মরতের দেবী তুমি—
স্বর্গের সুরভি—
অযতনে বনমাঝে
হারালো শ্রীরাম।

[জটায়ুকে লইয়া উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

লঙ্কাদ্বার।

যুদ্ধ করিতে করিতে মারুতি সহ চামুণ্ডার প্রবেশ।

মারুতি। হাঃ—হাঃ—হাঃ !
চামুণ্ডার শত শক্তি
চূর্ণ আজি করিবে মারুতি।
শীঘ্র ছাড়ো দ্বার—প্রবেশিতে
দাও দেবী লঙ্কাপুরী মাঝে।
নররূপী শ্রীরামের ভার্য্যা
জানকী সীতারে দুষ্ট দশানন
পঞ্চবটী বন হ'তে আনিয়াছে হরি।
শোন—শোন গো জননী !
ওই কাঁদে রাম রঘুমণি—
কাঁদিছে সৌমিত্রী রামের সোদর—
কাঁদে স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল সীতার কারণ !
ছাড়ো দ্বার কহি বার বার
নতুবা তোমার দেবী—
লাঞ্ছনার হবে অবশেষ।

লাঙ্গুলে বাঁধিয়া তোমা
ফেলে দেবো সুদূর কৈলাসে।
একি! তবু করুণার নাহিক উদয়?
রক্ত খড়্গ নাচিছে উল্লাসে—
মারুতির প্রবেশের হ'তে অন্তরায়?
আরে—আরে মায়াহীনা
নির্ম্মমা পাষাণী!
রাবণের করে হবে সীতা নির্য্যাতন—
অপলকে তুমি তাহা হেরিবে নয়নে?
না—না বিনয়ে হবে না নত।
আয়—আয় তবে রাবণের
পুররক্ষয়িত্রী—পাষাণী রাক্ষসী!
কত শক্তি দেখ এই রাম দাস
মারুতির করে।

চামুণ্ডা। হাঃ—হাঃ—হাঃ! [যুদ্ধ]

মারুতি। একি—একি! এত শক্তি তোর?
মারুতির হয় পরাজয়।
পারি না যুঝিতে আর
প্রাণ বুঝি যায়!
রঘুনাথ—রঘুনাথ!
বিশ্বমাতা অন্তরায়—
নাহি হবে সীতার উদ্ধার!
জননী গো—পদে ধরি
কৃপা করি ছাড়ো দ্বার!

তুমি যদি হও মা বিরূপা
কার সাধ্য সীতায় উদ্ধারে।
দিনু এই শির পাতি
ফেল খড়্গ সন্তানের শিরে—
নয় দাও মোরে পশিতে লঙ্কায় !

[শির পাতিয়া দিল]

চামুণ্ডা। তুষ্ট—তুষ্ট আমি তোমা প্রতি।
যাও বীর—যাও পুত্র—নির্ব্বিবাদে
পশহ লঙ্কায় !
রাবণের ধ্বংসকাল হ'য়েছে আগত।

[অন্তর্দ্ধান]

মারুতি। জয় রাম ! জয় রাম ! জয় রাম !
এতক্ষণে লভিলাম
মাতৃ আশীর্ব্বাদ।
এইবার স্বর্ণলঙ্কা করিব শ্মশান !
জাগাবো প্রলয়—টলাবো রাবণে !
জানকীর করিয়া সন্ধান—
রাবণে করিতে ধ্বংস লঙ্কায় আনিব
সেই শ্রীরাম লক্ষ্মণে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বৃহস্পতির আশ্রম।

গীতকণ্ঠে দেববালাগণের প্রবেশ।

গীত।

দেববালাগণ।—

নমি নমি স্বর্গ চির সুখ শান্তি।
বসন্ত বিরাজিত কোকিল কুজিত
শান্তি সুখ ভরা অপরূপ কান্তি॥
বহিছে মন্দা তরঙ্গে ভঙ্গে,
মেদুর বাতাসে নাচিছে রঙ্গে,
হাসিছে চন্দ্রমা সুনীল আকাশে,
ঝরিছে সুধাধারা তারকা হাসে,
তুমি মা বরদে তুমি মা সুখদে
কর মা দূর কর হিয়ার ক্লান্তি॥

[প্রস্থান

বৃহস্পতির প্রবেশ।

বৃহস্পতি। বিষাদ—বিষাদ—সবই বিষাদ!
বিষাদের কৃষ্ণ ছায়া
আবরিছে স্বর্গের সুষমা!
বিহগী থামায়ে তার মনভোলা সুর
গভীর বেদনা বুকে নীরব কুলায়

কাঁদে যেন মন্দাকিনী—
আকুল তরঙ্গে—তরু হ'তে
ঝরে ফুল মর্ম্মে ব্যথা ল'য়ে !
কেন—কিবা হেতু
অমরার হেন রূপান্তর !

গীতকণ্ঠে স্বর্গলক্ষ্মীর প্রবেশ।

গীত।

স্বর্গলক্ষ্মী।—

কাঁদিয়া বেড়াই আমি নয়ন জলে।
জানিনা কি পাপে মোর এমন ফলে ॥
পুড়ে যে আশার ঘর,
উঠে আবার কত ঝড়,
সাধের সাজানো হাট ভেঙ্গে বুঝি যায় গো
কে আছে মুছাবে জল আপন বলে ॥

[প্রস্থান।

বৃহস্পতি। নাহি জানি স্বর্গলক্ষ্মী
কেন কাঁদে আকুল ব্যথায় !
কি ঘটিল স্বর্গ রাজ্যে পুনঃ ?
কেন বা প্রকৃতি বক্ষে
বেদনা ঝঙ্কার ?

ইন্দ্রের প্রবেশ

ইন্দ্র। স্বর্গেশ্বরী শচীর বিহনে দেব !
বৃহস্পতি। স্বর্গেশ্বরী স্বর্গে নাই ?

ইন্দ্র । নাই—নাই—স্বর্গেশ্বরী স্বর্গে নাই !
তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজি
এ তিন ভুবন—তবু তার
দরশন না মিলিল দেব !
কেহ নাহি দিতে পারে
শচীর সন্ধান ।
নারিল মরুত সর্ব্ব স্থানে
গতি যার—নারিল তপন
দৃষ্টি যার সর্ব্বত্র পতিত—
নারিল বরুণ বিশ্বের জীবন ।

বৃহস্পতি । সে কি ইন্দ্র !
এ যে বড় বিস্ময়ের কথা !
স্বর্গে নাই শচী দেবী ?
কোথা গেল তবে সেই
অমরার গৌরবময়ী স্বর্ণ প্রতিমা ?

ইন্দ্র । তাহারি বিহনে গভীর যাতনা ল'য়ে
ওগো দেব—সহিতেছি
নিশিদিন আর যে পারি না !
অন্ধকার স্বর্গধাম—
মরুময় নন্দন কানন ।
আঁখি হ'তে ঝরে জল
অবিরল শ্রাবণ ধারায় ।
কহ—কহ দেব ! কোথা শচী ?
তবে কি হরিল তারে

দুরন্ত দানব কোন
মুগ্ধ হ'য়ে সৌন্দর্য্যে তাহার ?

বৃহস্পতি। নহেক সম্ভব তাহা।
দেব দ্বেষী দানব নিকর—
পারে তারা সাধিবারে
এ হেন শত্রুতা ?

ইন্দ্র। পারে। কিন্তু দেবগুরু !
কে দানিল সে শক্তি তাদের ?
দানিল দেবতা।
হইয়া স্বজাতী—স্বজাতীর নিগ্রহ কারণ।
তপস্যায় তুষ্ট হ'য়ে
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর
যুগে যুগে ভুলিয়া স্বজাতির প্রীতি
স্নেহ অনুরাগ ! দানব দৈত্যেরে
বরদানি কাঁদায় ইন্দ্রেরে।
উঃ—একি দেব শত্রুতা সাধন।
কাজ নাই—কাজ নাই
স্বর্গাসনে আর ! বারবার
নাহি পারি হেন ভাবে
সহিতে যাতনা।
জান না কি তুমি দেব !
দুরন্ত দানব হ'তে কতদিন
কত ভাবে ইন্দ্রাদি দেবগণ
হইল লাঞ্ছিত।

স্বর্গাসন থাকুক পড়িয়া।
যাব বনবাসে—
কি হইবে দুশ্চিন্তা জড়িত
এই স্বর্গের আসনে
নাহি যেথা শান্তির আবাস।

বৃহস্পতি। দেবরাজ! ধৈর্য্য ধর
দুঃখের কি আছে তায়।
প্রবাহিত কর্ম্মসিন্ধু
সৃষ্টির বুকেতে।
দেবতা দানব নর গন্ধর্ব্ব কিন্নর
ভূচর খেচর আদি যত জীবগণ
সকলেই কর্ম্মের অধীন
স্রষ্ট কর্ম্ম যার তিনিও কর্ম্মের দাস।
কেন হও হত আশা?
সেই কর্ম্ম পথে আছে সুখ দুঃখ—
চক্রবৎ ঘুরে তারা বিরাম বিহীন।
দেবতা দানিল বর দানব দৈত্যেরে—
নহে তাহা স্বজাতির নিগ্রহ কারণ।
ভাব দেখি পুরন্দর!
কি ভাবে লভেছে তারা বিশ্বজয়ী বর?
সহস্র বরষ—বর্ষা বারি
প্রখর মার্ত্তণ্ড তাপ ধরিয়া শিরেতে—
কখনো বা অগ্নিকুণ্ড মাঝে
অনশনে অর্দ্ধাশনে

কঠোর সাধনা মন্ত্রে
টলাইল বরদাতা জনে ।
সে হেন কর্ম্মের ফল
কর্ম্মি যদি নাহি পায়—
তাহ'লে যে দেব-নামে
রটিবে কলঙ্ক !

ইন্দ্র । বাঃ—চমৎকার !
এই কি উদার উন্মুক্ত পথ রক্ষিবারে
দেবতার ধর্ম্মের মাহাত্ম্য !
স্বজাতী কাঁদুক—বৈরী করে
স্বর্গমাতা বন্দি থাক নয়ন ধারায়—
তবু চায় কলঙ্ক মোচন !
না—না শুনিব না কোন কথা ।
লহ—লহ এই সুবর্ণ মুকুট—
দাও দেব যোগ্য জনে নাহি প্রয়োজন ।
আজি হ'তে হবে ইন্দ্র পথের ভিখারী ।

[মুকুট পদতলে স্থাপন]

বৃহস্পতি । স্থির হও—স্থির হও
কেন হও বিচঞ্চল এত ?
কোথা যাবে শচী দেবী স্বর্গের ঈশ্বরী ?
কেবা তারে রাখিবে লুকায়ে
ত্রিদিব মাঝারে ?
কুসুম সুগন্ধ, ভস্ম ঢাকা
বহ্নি কভু থাকে না গোপন ।

আপনি প্রকাশ পায়
হইলে সময়।

ইন্দ্র। সময়ের প্রতিক্ষায়
বুক ভরা বেদনা লইয়া
থাকিবে না ইন্দ্র আর
বিষাদ আঁধারে—
কাঁদিবে না মরুর বুকেতে।
গুরু! গুরু!
অধম সন্তান আমি
দুঃখ মোর কর অবসান।

বৃহস্পতি। স্থির হও প্রিয়তম হয়োনা চঞ্চল!
বৃহস্পতি এইবার
দেবেন্দ্রানীর লইবে সন্ধান।
থাকে যদি সিন্ধুর সলিলে
মন্ত্র বলে শুষিব জলধি—
রহে যদি অনলের বুকে
বারিরূপে নির্ব্বাপিত করিব তাহারে।
থাকে যদি দানবের
নির্ম্মম কারায়—
প্রলয় অনল সৃষ্টি করিয়া সেখানে
ব্রহ্ম শক্তি মহাশক্তি
করিয়া বিস্তার—
আনিব স্বর্গেতে পুনঃ
পৌলমীরে।

জয়ন্তের প্রবেশ ।

জয়ন্ত । পিতা ! পিতা !
জননীর পেয়েছি সন্ধান ।

ইন্দ্র । পেয়েছ সন্ধান পুত্র !
কোথা—কোথা শীঘ্র কহ মোরে ।

জয়ন্ত । মাতা মোর বন্দিনী লঙ্কায়
রক্ষ পুরি মাঝে । আর—

ইন্দ্র । উঃ ! থাক্—থাক্ আর না কহিতে হবে ।
শুনিলে হৃদয় মোর
শত খণ্ডে হইবে বিচূর্ণ !

বৃহস্পতি । একি শুনি অদ্ভুত কাহিনী
স্বরগের শচীদেবী বন্দিনী লঙ্কায় ।
দশানন—দশানন হরিয়াছে তারে !
না না—প্রত্যয় না হয় কভু ।

ইন্দ্র । অসম্ভব কিছু নাহি তার !
কিন্তু দেব দেখ ভাবি
আজ তোমারি কারণ
শচী গেছে রক্ষপুরী মাঝে
শচী হারা স্বর্গের ঈশ্বর ।
যবে সেই মেঘনাদে
গিয়েছিনু বধিবারে
সাগর সৈকতে
কিন্তু হায়—অন্তরায় তুমি

হ'লে তার ! তারপর স্বেচ্ছায়
লঙ্কায় গেনু রাক্ষসের মঙ্গল সাধনে।
হের দেব—
আজি তার কিবা বিনিময়।
কাল সর্পে নাহিক বিশ্বাস,
তোমারি কারণ আজি এই
ইন্দ্রের রোদন।

বৃহস্পতি। নহে আমারি কারণ ইন্দ্র !
তব প্রাক্তনের ফল।

জয়ন্ত। পিতা ! পিতা !

ইন্দ্র। প্রাক্তনের ফল ! বাঃ—বাঃ,
থাক্—থাক্ স্বর্গ সিংহাসন
নাহিক কামনা। চল্—চল্‌রে জয়ন্ত
কাঁদিতে কাঁদিতে ছাড়ি এই
প্রিয়ভূমি অমর মায়েরে
চল্ পিতাপুত্রে যাব বনবাসে।
শচীর উদ্ধার হবে অসম্ভব !
প্রকারে অমর সেই নিকষানন্দন
বিরিঞ্চির শক্রতা সাধন।

জয়ন্ত। সেকি পিতা ! একি শুনি
তব মুখে অসম্ভব বাণী ?
বীর তুমি,
দেবতার রাজা তুমি,
কেন আজি হও শক্তিহীন।

কাঁদিবে জননী মোর
রাক্ষস কারায় সহিবে নিদারুণ ব্যথা
বক্ষ মাঝে তার
আর তার স্বামী পুত্র
থাকিবে নীরব—নাহি করি
কোন প্রতিকার ?
না না—হয়ো না কাতর।
জ্বলে ওঠ দাবানল সম
বীর করে লয়ে বজ্র সুভীষণ
বায়ু বারি অগ্নি যম
আর লয়ে অমর নিকরে
ঘূর্ণীবায়ুরূপে আজি
ছুটে চলো রাক্ষস সংহারে।
আমিও তনয়
করিয়াছি মাতৃদুগ্ধ পান—
লভিয়াছি জননীর অনন্ত করুণা
পুত্রের কর্ত্তব্য পথে
তুলে ধরি ভক্তির নিশান
করে লয়ে শাণিত কৃপাণ
মা মা—রবে ছুটে যাই
হুহুঙ্কারে দিগন্ত কাঁপায়ে।

ইন্দ্র। তবে—তবে তাই চল্ পুত্র!
বাজুক—বাজুক পুনঃ সমর দামামা,
ছুটুক শোণিত সিন্ধু ত্রিদিবের বুকে।

অস্ত্রে বাণে বজ্রের মিলনে
যুগান্তর হোক্ এই ধাতার রাজত্বে !

বৃহস্পতি। সত্য—সত্য যদি দুরন্ত রাবণ
চুরি করি ল'য়ে গিয়ে
স্বর্গের সম্পদে
নির্য্যাতনে করে যদি শ্রীহীনা তাহারে—
স্থির জেনো ইন্দ্র, পরিত্রাণ
নাহিক তাহার !
বিশ্বনাশী ব্রহ্মতেজে স্বর্ণলঙ্কা করিব শশ্মান।
রাক্ষসের ইতিহাস
ভুলে যাবে যত জীবগণ।
চিহ্ন মাত্র না রহিবে সৃষ্টি বক্ষে আর !
এস—এস দেবরাজ পশ্চাতে আমার
আর লয়ে এস দিগপালগণে
আনিতে দেবীরে হেথা
দেবতার বীরত্বের দিয়ে পরিচয়।

[প্রস্থানোদ্যত ও ফিরিয়া]

হাঁা, শুন হে দেবেন্দ্র !
দেখি যদি তথা—
মাতাপুত্র মধুর সম্বন্ধ মাঝে
যদি করে বাস
অনন্ত আশিস্ বারি
ঢেলে দিয়ে রাক্ষসের শিরে
মহত্বের দিব প্রতিদান।

ইন্দ্র। সে কি—সে কি দেব!

বৃহস্পতি। বিশ্বমাঝে চির সত্য যাহা!
তাহাই যে ব্রাহ্মণের জাতির গৌরব।
দেবতার দেবত্ব বিকাশ।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

অশোক কানন সান্নিধ্য।

গীতকণ্ঠে রাক্ষস রাক্ষসীর প্রবেশ।

গীত।

রাক্ষসী।— মরেছে মিন্সে এবার ছুঁড়িটায় দেখে।
ভাঙ্গলো বুঝি কপাল আমার
বাঁচবো গো আর কোন সুখে॥

রাক্ষস।— আহা কি সুন্দর চেহারা তার নামটী আবার সীতা
মুখখানি তার দেখলে পরে ভক্তি ভরে নুইয়ে পড়ে মাথা
মনে হয় ঐ মুর্ত্তি দিন রাত্রি রেখে দিই বুকে॥

রাক্ষসী।— ভোলাবি আমায় কিরে ফেলেছি তোকে ধরে,
আমায় বুঝি চোখে লাগে না আর

রাক্ষস।— এমন তোমার ঢলু ঢলে মুখ আকুল করা নয়ন লো
ভালত লেগেই আছে আমার

রাক্ষসী।— তবে কেন এলি হেথা, খেতে আমার সুখের মাথা

রাক্ষস ।— মায়ের মত দেখতে খাসা
তাইতো আমার হেথা আসা
তার কাছে কি লাগিস্ তুই
সে যে সীতা বিশ্বমাতা বল্‌বো কি আর মুখে ॥

[উভয়ের প্রস্থান ।

কালনেমির প্রবেশ ।

কালনেমি । ওরে বাপ্ রে—গেছিরে গেছিরে আর একটু হ'লেই উপুড় হয়ে প'ড়ে পিলে ফেটে মারা যেতুম রে । হনুমান—বীর হনুমান ! বাপ্, বেটার কি চেহারা । আমায় দেখেই একেবারে দাঁত খেঁচিয়ে পেছু পেছু তাড়া করেছে । বাপ্, খুব বেঁচে গেছি । আঃ ! আঃ ! কি ক'রে জান্‌বো যে হঠাৎ অমন ভাবে ব্যাটার পাল্লায় পড়্‌বো । মনে করেছিলুম ভাগ্নে বাবাজীর নতুন আমদানী সেই মানবী সুন্দরীকে ফাঁকের ঘরে একবার চুপি চুপি দেখে যাই—খুব নাকাল পেয়েছি বাবা অশোক কাননে এসে ।

দ্রুত বিকটার প্রবেশ ।

বিকটা । হ্যাঁ গা—হ্যাঁ গা ! তুমি এখনো বেঁচে আছ ! ওমা একি কাণ্ড ! তুমি মরনি ?

কালনেমি । একি নিদারুণ বাণী
শুনি তব মুখে ! আমি যদি
মরে যাই অকালে বিকটা—
তাহ'লে সকালে বিকালে
কাহারে করিবে তুমি

ঝাঁটার প্রহার—
আঁটকুড়ো ভালো থেকো
সাধু ভাষা কহিবে কাহারে!
কি করিয়া হবে তুমি
লঙ্কার ঈশ্বরী!

বিকটা। হ্যাঁ গা, মরতে পারলে না! কত রাক্ষস রাক্ষসী যে মরে গেল।

কালনেমি। সে কি—সে কি বিকটা সুন্দরী!

বিকটা। ওমা, তাও কি জান না! একটা বড় হনুমান এসে লঙ্কায় খুব উপদ্রব করছিলো। কেউ কেউ বলছে সেটা সেই সীতা ছুঁড়ীর কে আপনার লোক। সে অনেক রাক্ষস রাক্ষসীকে মেরে ফেলেছে। আমি মনে করেছিলুম সেই সঙ্গে তোমাকেও বোধ হয় মেরে ফেলছে, তাই ছুটে দেখতে এনু। ওমা তুমি মরনি গা? এখনো বেঁচে রয়েছ আমায় জ্বালাতে।

কালনেমি। জ্বলবেনা—জ্বলবেনা!
ঘড়া ঘড়া ঢেলে দেবো জল।
হইবে শীতল কত শান্তি হইবে তোমার।
রাজরাণী করিব তোমারে।

বিকটা। ওগো, আর শোন তোমার ভাগ্যে সেই হনুমানটাকে ধরবার জন্য মেঘনাদকে বলাতে মেঘনাদ নাগপাশে না তাকে বেঁধে রাজসভায় নিয়ে গেলো মারতে, তুমি এতক্ষণ ছিলে কোথায়! দেখগে যাওনা কি কাণ্ড লেগে গেছে। হনুমানটাকে যত বাঁধছে ততই বড় হচ্ছে—বড় বড় এই এত বড় হচ্ছে।

[হাত ছড়াইলে একটী হাত কালনেমির চোখে লাগিল]

কালনেমি। উ-হু-হু মাগি আমায় কাণা ক'রে দিলে!

বিকটা। কাণা হও খোঁড়া হও ক্ষতি নাই, কিন্তু দোহাই তোমায়—তুমি যেন কখনো বুড়ো হ'য়ো না।

কালনেমি। বটেই তো! এই তো বীরবালার মত কথা। তাই হবে—তাই হবে গিন্নী! আশীর্ব্বাদ কর, এইবার যেন তপস্যা ক'রে চির-যৌবন লাভ করতে পারি।

বিকটা। বাবা হনুমানটার গায়ে কি ক্ষমতা!

কালনেমি। আরে রেখে দাও তার ক্ষমতা
কি তার ক্ষমতা প্রিয়ে!
ক্ষমতা আমার—
পারি আমি এক বাণে
নাশিতে ব্রহ্মাণ্ডে
অঙ্গুলি হেলনে?
পারি থর থর কাঁপাতে মেদিনী
ফাটাইতে হাঁড়ি কুঁড়ি যত কিছু।
সুন্দর হাতের টিপ্ মোর—
ছেলে বেলায় এক ঢিলে
মেরেছিনু একটী চড়াই পাখী।
হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[যণ্ডক হনুমানরূপে আসিয়া মাঝখানে পড়িয়া কালনেমির ঘাড় ধরিল।]

যণ্ডক। উঁপ্! উঁপ্!

বিকটা। ওরে বাবারে—সেই হনুরে!

[প্রস্থান।

কালনেমি। উ—হু—হু! মৃত্যুযোগ! মৃত্যুযোগ! [পতন] জয় রাম—জয় রাম—

ষণ্ডক। [মুখ খুলিয়া] মামা! ও মামা! চিন্‌তে পার?

কালনেমি। ওরে ব্যাটা গর্ভস্রাব ষণ্ড অণ্ড দাঁড়া শালা।

ষণ্ডক। কি—ভাগেকে শালা!

কালনেমি। বল্‌বো—বল্‌বো খুব বল্‌বো—আবার বল্‌বো। আমার সঙ্গে ঠাট্টা! উঃ! সেদিন প্রহরী সেজে আমায় কি দুঃখই না দিয়েছিলি, আজ আবার বানর হ'য়ে এসে আমার সঙ্গে ঠাট্টা। উঃ! উঁপ্ ক'রে এসে ঘাড় ধর্‌লি—বল্‌তো কি রকম ধড়াস্ ক'রে পড়ে গেছি শালা!

ষণ্ডক। আবার শালা—দেবো এখনি আচ্ছা ক'রে কানমলা।

কালনেমি। কি—কি সরে আয়—সরে আয় হারামজাদা, আজ তোকে লঙ্কা ছাড়া ক'রে দিই। আমার সঙ্গে ঠাট্টা। পড়ে গিয়ে যদি সত্যই মরে যেতুম—তা হ'লে তোর মামীর কি হ'ত! অমন সতী লক্ষ্মী যে কেঁদে মর্‌তো! অহো কি সতীত্ব।

ষণ্ডক। তাইতো মামা! যাক্ মনে কিছু ক'রোনা। চলোনা মামা, সীতা ছুঁড়িটাকে একটু দেখে আসি।

কালনেমি। বটে—আবার ঠাট্টা! মার এবার নিশ্চই খাবি ষণ্ডে! খবদ্দার ও কথা বলিস্‌নে, সতী লক্ষ্মী শুনলে কেঁদে খুন হবে যে রে। আমার বাড়ী ঢোকা যে বন্ধ হবে রে আহাম্মুক।

ষণ্ডক। তাহ'লে আমি গিয়ে মামীকে বলিগে, মামা অশোক কাননে গিয়ে সীতার সঙ্গে কথা কইছিলো!

কালনেমি। ওরে—ওরে বাপ্—ষণ্ড! শোন্—শোন্। আর তোকে কিছু বল্‌বো না গোপাল! আচ্ছা তোকে আমি কত ভালবাসি

বল্‌তো ! ও কথা তোর মামী শুনলে আর রক্ষা আছে। সতীর মত দক্ষযজ্ঞে দেহ পাত করে ফেল্‌বে।

যণ্ডক। না, আমি বল্‌বো।

কালনেমি। আবার বলে বল্‌বো। ছেলেমানুষী গেল না? চল—চল মাণিক, আজ তোমায় ভাল ক'রে তাই দেবো।

যণ্ডক। তাই কি—তাই কি ?

কালনেমি। আয়—আয়—কানে কানে বলি।

যণ্ডক। আচ্ছা বলো। [কাছে আসিল]

কালনেমি। [ধরিয়া] এইবার রে শালা যণ্ডক।

যণ্ডক। ছাড়ো—ছাড়ো ! বাগে পেয়ে চালাকি হচ্ছে। [যণ্ডক কালনেমিকে ধরিয়া উভয়ে ঠেলাঠেলি]

কালনেমি। ছাড়্—ছাড়্ বল্‌ছি ভাগ্নে !

যণ্ডক। ছাড়ো—ছাড়ো বল্‌ছি মামা ! [নেপথ্যে পুড়ে গেল পুড়ে গেল সব পুড়ে গেল]

চীৎকার করিতে করিতে বিকটার প্রবেশ।

বিকটা। হায়—হায়—হায় ! সব পুড়ে গেল ! একটী হাঁড়ি বড়ি, একঝুড়ি বেগুন, এককলসী পোস্ত; হায়—হায়—হায় ! কিছুই রইলো না গা। ও মিন্সে—বলি ও মিন্সে তুমি এখান হ'তে এক পা নড়নি। ওমা—ওকি হচ্ছে গো ? সুন্দ উপসুন্দ বধ হচ্ছে যে। ও মিন্সে ও মিন্সে—

[ধাক্কা মারিয়া কালনেমিকে ফেলিয়া দিল]

কালনেমি। উঃ-হু-হু ! এইবার সতী এসে অদ্ভুত সতীত্ব দেখিয়ে ছাড়্‌লে। গেছি বাবা—এইবার একেবারে গেছি—

বিকটা। ওরে—ওরে বাবা ষণ্ডক, তোরা যে মামা ভাগ্নায় লড়াই কর্‌ছিস্। ঘর বাড়ি যে সব পুড়ে গেল।

ষণ্ডক। বল কি মামী! চলো—চলো দেখিগে চলো। তাইতো পুড়্‌লো কি ক'রে মামী?

বিকটা। সেই মুখ পোড়া হনুমানটার লেজে আগুন ধরিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলো যে।

ষণ্ডক। য়্যাঁ—বল কি মামি! ওরে বাপ্‌রে কি হ'লো রে। চলো—চলো আমার মামীর রামছাগলটার কি হ'ল দেখি।

[উভয়ের প্রস্থান।

কালনেমি। ও বাবারে একি হ'ল রে! হায়—হায়—হায়! সব পুড়ে গেল! আ-হা-হা! ওই যে দাউ দাউ ক'রে লঙ্কার ঘর বাড়ী জ্বল্‌ছে। যাই—যাই! দেখি আমার ছোট্ট কল্‌কেটা রক্ষা হ'ল কিনা জয় শম্ভু! জয় শঙ্কর।

[প্রস্থান।

প্রজ্জ্বলিত লেজে মারুতির প্রবেশ।

মারুতি। জয় রাম! জয় রাম!
হাঃ-হাঃ-হাঃ! ধ্বংস—ধ্বংস হোক্
স্বর্ণলঙ্কা প্রচণ্ড অনলে।
জ্বলে উঠ—জ্বলে উঠ
বৈশ্বানর দ্বিগুণ জ্বালায়,
এস—এস পিতা প্রভঞ্জন
যোগাতে ইন্ধন!
ধ্বংস হোক্ স্বর্ণলঙ্কা—

ধ্বংস হোক পাপী দশানন—
ধ্বংস হোক্ পুত্র পৌত্রাদি
আত্মীয় স্বজন ! আরে—আরে
নারি চোর দুষ্ট দশানন
চেয়ে দেখ—চেয়ে দেখ
কি দৃশ্য ক'রেছি আজ কনক লঙ্কার !
ওই—ওই জ্বলে দাউ দাউ
প্রাসাদ কুটিরে ঘন ঘন
ওঠে আর্ত্তনাদ ! হাঃ-হাঃ-হাঃ !
নাচ—নাচরে মারুতি—
নাচো পিতা অনলের সাথে।
পূর্ণ প্রতিশোধ—পূর্ণ প্রতিশোধ—
পাইলাম মায়ের সন্ধান
ধন্য মোর সাগর লঙ্ঘন !
জয় রাম ! জয় রাম ! জয় রাম !

মকরাক্ষ ও রাক্ষসগণের প্রবেশ।

মকরাক্ষ। ওই—ওই যায় পলাইয়া—
ঘর পোড়া—বধ কর—বধ কর ওরে।

রাক্ষসগণ। মার্—মার্—

মারুতি। আয়—আয়রে পতঙ্গের দল
আয় তবে মরণ প্রয়াসি সব—
রাম দাস মারুতির
দেখ তবে অসীম ক্ষমতা।

ধ্বংস—ধ্বংস আজি

করিব তোদের চক্ষুর নিমেষে।

মকরাঙ্ক। বধ কর—বধ কর।

[যুদ্ধ করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রুদ্ধকক্ষ।

শিশু পুত্রকে সঙ্গে লইয়া বাসন্তিয়া ও গন্ধর্ব্বরাজের প্রবেশ।

বাসন্তিয়া। কেত্তো দিন—কেত্তো দিন হামরা এই রকম আটক থাক্‌বো রে রেজা! আউর হামরা রাজ্যি হারিয়ে কেত্তো দিন থাক্‌বো?

[কাঁদিয়া ফেলিল]

গন্ধর্ব্বরাজ। কাঁদছিস্‌ রাণী! কাঁদছিস্‌ কেন—কাঁদবার কি আছে! এ তো সব ভগবানজীর লীলা! তু কাঁদিস্‌নে রাণী! তুহার আঁখে পানি দেখ্‌লে হামার পরাণটা ফাটিয়ে যায়।

বাসন্তিয়া। রেজা! দেখ—দেখ, লেড়কাটাকে একটীবার দেখ কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে! একরত্তি দুধ বাছা হামার পায়না, খেতে না পেয়ে হামার কলিজার দুধভি শুকিয়ে গেলো! কি হবে? কি করিয়ে হামার এই আসমানের চাঁদটুকু বাঁচ্‌বে রে রেজা?

গন্ধর্ব্বরাজ। মরিয়ে যাবে—মরিয়ে যাবে রাণী মরিয়ে যাবে। কি ক'র্‌বি বোল্‌তো। ওঃ! রাবণ রেজাটা কি পাষাণ আছে রাণী।

হামাদের—হামাদের খেতে না দেয় তো কি হোবে, লেকেন এই লেড়কাটায় এক ফোঁটা করিয়ে যদি দুধ দিতো !

বাসন্তিয়া। বাঁচবে না—বাঁচবে না রেজা, সোনার চাঁদ হামার বাঁচবে না। ওরে—ওরে হামার কলিজা, ওরে হামার পরাণ, ওরে হামার জোড়া আঁখি তু চলিয়ে যাবি। নেহি—নেহি হামি তুহাকে যেতে দিবে না। তুহার লাগি হামি যে বহুত দুখ দরদ পাইয়েছি।

গন্ধর্ব্বরাজ। দুনিয়ার মালিক! তু একি করলি। দে—দে এক ফোঁটা দুধ আমায় দে—হামাদের লেড়কার পরাণটা বাঁচা। কই—কই দিলি না—দিলি না, হামি যাবে সেই রাক্ষসটার কলিজাটা ফাঁড়িয়ে ফেল্‌বে। ভাঙ্গি—ভাঙ্গি দুয়ারটা ভাঙ্গিয়ে ফেলি—ভাঙ্গিয়ে ফেলি। না—না, দুয়ার যে বন্ধ করিয়ে রাখিয়েছে, কেমন করিয়ে যাবে। ওঃ! ও! বাসন্তিয়া হামার মাথাটা যে ঘুরিয়ে গেল। হামি আর বাঁচবে না। [মস্তকে হাত দিয়া পতন]

বাসন্তিয়া। রেজা—রেজা! ভগবানজী একি করলো! হামার আউর কেত্তো কাঁদাবে। রেজা—রেজা! ওঠ্‌—ওঠ্‌, হামি আউর তুহাকে কিচ্ছু বল্‌বে না।

গন্ধর্ব্বরাজ। দে—দে ভগবান্‌জী! এক ফোঁটা—এক ফোঁটা দুধ দে। হামার কচি লেড়কাটাকে বাঁচিয়ে দে- রে দেউতা! [ক্রন্দন]

দুগ্ধপাত্র হস্তে গীতকণ্ঠে তরণীর প্রবেশ।

গীত।

তরণী।—

তুমি কাঁদিও না ওরে ব্যথাতুর।
পাষাণ দেবতা সজাগ হ'য়েছে
করিতে বেদনা দূর॥

মুছরে নয়নাশ্রু বলো জয় রাম,
আঁধারে জ্বলিবে কনক ইন্দু
ঝরিবে অমিয় অবিরল,
পুলকে নাচিবে ঐ যে সিন্ধু
কল্লোলে তুলি মধুর স্বর॥
বলো জয় রাম বলো জয় রাম
বলো জয় রাম ভরপুর॥

গন্ধর্ব্বরাজ। কে রে—কে রে তুই লেড়কা?

তরণী। এই নাও গন্ধর্ব্বরাজ দুধ নাও, তোমার ছেলেকে খাওয়াও। আমার সরমা মা এই দুধের বাটী দিয়ে এখানে পাঠিয়ে দিলে। আহা গন্ধর্ব্বরাজ! তোমার ছেলেটি যে কতদিন দুধ খেতে পায়নি! এই নাও।

গন্ধর্ব্বরাজ। বাসন্তিয়া—বাসন্তিয়া! দেখ্‌ছিস্—দেখ্‌ছিস্, দেখ্—দেখ ভগবানজীর কেমন করুণা দেখ্! হামরা ভাবিয়ে আকুল হচ্ছি। ভগবানজী! তুহার এত্তো করুণা! দে—দে—দে লেড়কা দুধ দে! হামার লেড়কাটাকে বাঁচিয়ে দে।

তরণী। এই নাও। [দুগ্ধ দিল]

গন্ধর্ব্ব। রাণি! রাণি! নে—নে—লেড়্‌কাটার মুখে জল্‌দি জল্‌দি ঢালিয়ে দে।

বাসন্তিয়া। দে—দে রেজা। [দুগ্ধ গ্রহণ]

রাবণের প্রবেশ।

রাবণ। স্থির হও!
রাখ ওই দুগ্ধ পাত্র।

কেবা দিল কাহার সাহস এত
বন্দি প্রতি দেখাতে করুণা ?

তরণী। দশানন ভ্রাতুষ্পুত্র—
বিভীষণের পুত্র তরণীর সাহস এত
বন্দি প্রতি দেখাতে করুণা।
আর কার হবে জ্যেষ্ঠতাত !

রাবণ। তরণী ! তরণী ! একি রে বালক !
একি তোর ঘটিল দুর্ম্মতি ?

তরণী। তরণীর নহেক দুর্ম্মতি হে রাজন !
অনাহারে মরিছে বন্দি ও বন্দিনী—
মরে ওই শিশু পুত্র
এক বিন্দু দুগ্ধের বিহনে।
তাদের প্রতি করুণা প্রদানে
হয় যদি কারো দুর্ম্মতি ধরায়—
সে দুর্ম্মতি হউক সবার।
তোমার সুমতি কিবা কহ জ্যেষ্ঠতাত !
বন্দি ও বন্দিনীর প্রতি নির্য্যাতন করা
হয় বুঝি সুমতি তোমার ?
তাই সুমতির বশে তপস্বীর বেশে
এনেছ হরিয়া রামের সীতারে
আপন আলয় !
ভাল—ভাল জ্যেষ্ঠতাত সুমতি তোমার !

রাবণ। ওরে—ওরে তরণী !
কোন সুমতির বশে এনেছি

সীতারে হরি—কি বুঝিবি তুই তার।
ক্ষুদ্র শিশু সরল অন্তর
রাবণের দুর্ভেদ্য নীতির দুর্গে
পশিবারে শক্তি আছে কার ?
রক্ষকের ইতিহাস করিতে অমর
হীন রক্ষ জন্ম হ'তে পাইতে উদ্ধার
বাল্মিকী রচিল তার অমর গ্রন্থেতে—
লঙ্কাকাণ্ড অপূর্ব্ব অক্ষরে।
ঐ যে মুক্তির অমিয় মাখা
বসন্ত হিল্লোল ভরা
শান্তিময় গোলোক ভুবন।
ঐ যে বসিয়া সেথা লক্ষ্মী নারায়ণ—
আর আমি কোথা ?
না না—একি !
সহসা রাবণের
অপরূপ স্বপ্ন ছবি জাগিল
তন্দ্রা বিজড়িত জাগ্রত নয়নে।
কই—কই কিছুই তো নাই—
অন্ধকার—সব অন্ধকার।

তরণী। জ্যেষ্ঠতাত !

রাবণ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তরণী ! তরণী !
করেছিস্ অবহেলা রাজ আজ্ঞা
দিব শাস্তি তোরে আজ।

তরণী। শাস্তি। হাঃ-হাঃ-হাঃ !

তুমি মোরে শাস্তি দেবে
লঙ্কার ঈশ্বর !
ভাবিয়াছ ত্রিদিব বিজয়ী—
রাবণের ভ্রাতুষ্পুত্র শক্তিহীন
কাপুরুষ নিতান্ত।
না—না জ্যেষ্ঠতাত !
তরণীর ক্ষুদ্র করে
দেখিতে পাইবে কত শক্তি আছে।
নহি আমি মেঘনাদ দাদা—
তাই বিনা দোষে
কারাগারে থাকি কাঁদিয়া মরিব !
বীরপুত্র আমি যে তরণী !
বিশ্বজয়ী রাবণের
ভ্রাতুষ্পুত্র আমি—
বীর কুলে লভিয়া জনম
রাখিবে অমর কীর্ত্তি
রক্ষকুলের অতুল গৌরব।

রাবণ। উত্তম ! তবে দেখি বালক
তব শক্তির প্রেরণা।
বন্দিনী—বন্দিনী ! ফেলে দাও—
ফেলে দাও দুগ্ধপাত্র।

তরণী। ফেলিও না দেবী !
তরণী দাঁড়ায়ে হেথা
কি ভয় তোমার।

গন্ধর্ব্বরাজ। ফেলিয়ে দে—ফেলিয়ে দে বাসন্তিয়া মাটিতে ফেলিয়ে দে। ওহি দুধের লেগে যে এমন সোনার চাঁদটি মরিয়ে যাবে। দেখছিস্ না চাঁদকে ধরতে রাহু ছুটিয়ে আসিয়েছে। ফেলিয়ে দে—ফেলিয়ে দে, হামাদের লেড়কা মরিয়ে যাক্ কুছু দুঃখ নেই। তবে কেন—কেন রাণী হামার লেড়কার লেগে এই রাজার লেড়কাটাকে মারিয়ে যাবে। আয়—আয় রে বেটা তু হামার কোলে আয়—হামি তুহার গায়ে কাঁটার আঁচড় লাগ্‌তে দিবে না। [তরণীকে কোলে করিল]

রাবণ। আরে আরে গন্ধর্ব্বরাজ, দেখ তবে লঙ্কেশ্বর রাবণের ক্ষমতা। [অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

তরণী। সাবধান জ্যেষ্ঠতাত,
নিশ্চল পাষাণ সম থাক এই ভাবে!
নহে এই তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে
মুণ্ড তব লুটাবে ধূলায়। [অস্ত্র উত্তোলন]

রাবণ। দুরন্ত বালক! [অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

দ্রুত মেঘনাদের প্রবেশ।

মেঘনাদ। তরণী যে ভাই মোর
সতত রক্ষার।
সাবধান লঙ্কেশ্বর,
দাঁড়াইবে মেঘনাদ প্রতিকূলে তব।

বৃহস্পতির প্রবেশ।

বৃহস্পতি। আর আছে বৃহস্পতির ব্রহ্মতেজ
বাধা দিতে নৃশংস আচারে।

ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। বজ্র আছে দুর্জ্জন দমনে।

[বজ্র উত্তোলন]

জয়ন্তের প্রবেশ।

জয়ন্ত। পুত্র আছে পিতার রক্ষায়।

[অস্ত্র উত্তোলন]

বিভীষণের প্রবেশ।

বিভীষণ। অধর্ম্ম আচার ভ্রষ্ট
হলেও অগ্রজ—
সে অগ্রজে রক্ষা করা
কনিষ্ঠের একান্ত কর্ত্তব্য।

[ইন্দ্র, জয়ন্ত ও বৃহস্পতিকে বাধা দিল]

রাবণ। বাঃ! বাঃ! চমৎকার—চমৎকার!
সংঘর্ষণ চলুক এবার।
বিভীষণ! বিভীষণ!
চেয়ে দেখ—চেয়ে দেখ
কিবা সম্মিলন। হাঃ-হাঃ-হাঃ!
মুক্তি—মুক্তি তব গন্ধর্ব্ব রাজন!
মুক্তি তব গন্ধর্ব্বের রাজলক্ষ্মী!
তনয়ের অপরাধ নিয়োনা জননী!
তরণী! তরণী!
তুই মোর অন্ধকারের উজল মণি

জ্ঞানের আঁধারে জ্ঞানের তপন—
তুই মোর বিপদের
অনন্ত অভয়—
কর্ম্মপথে সাথি তুই মোর ।
অযোগ্য রাবণ শাসক লঙ্কার !
ধর—ধর বৎস ! কনক কিরীট মোর
দেবতার শিরঃশ্চুম্বি ধন্য হোক্
পুণ্য হোক্ জনম ইহার ।

[তরণীর মাথায় রাজমুকুট দিয়া প্রস্থান ।

তরণী । না না—অযোগ্য তরণী জ্যেষ্ঠতাত !
বহিতে নারিবে এই গুরু ভার ।
গুরু তুমি—পূজ্য তুমি
ফিরে নাও—ফিরে নাও—
তরণীরে ডুবায়ো না অগাধ সলিলে ।

[রাজমুকুট লইয়া দ্রুত প্রস্থান ।

বিভীষণ । ধন্য—ধন্য বিভীষণ !
ধন্য গো সরমা ।
ধন্য মোরা দুইজনে
তরণীর জনক জননী হয়ে । [প্রস্থান ।

বৃহস্পতি । কই কোথা শচী
মাতৃভক্ত বীর মেঘনাদ ?

মেঘনাদ । আছে বন্দি ।

বৃহস্পতি । আছে বন্দি ?
আরে আরে অকৃতজ্ঞ !

মেঘনাদ । বন্দি নাহি লৌহ কারাগারে—
বন্দি আছে তনয়ের ভক্তির কারায় । [প্রস্থান ।

বৃহস্পতি । প্রাণভরা লহ আশীর্ব্বাদ !
দেখি চলো—
ইন্দ্রানীরে কি ভাবে পূজিছে
ওই রাক্ষস নিকর । [দেবগণের প্রস্থান ।

গন্ধর্ব্বরাজ । বাসন্তিয়া—বাসন্তিয়া ! চল্—চল্ রাণী ! হামরা তরণীর পাশে যাই চল্ ! তাহার মুখে রাম নাম শুনিয়েছে—আবার শুন্‌বে—আবার শুন্‌বে । জনম জীবন ধন্য ধন্য কর্‌বে । বড়া মিঠা নাম রাণী—বড়া মিঠা নাম । রাম—রাম—রাম !

[উভয়ের প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য ।

সাগর তীর ।

দেবদাস গাহিতেছিল ।

গীত ।

দেবদাস ।—

জয় রাম ! জয় রাম ! জয় রাম !
জয় সীতাপতি সুন্দর রাম অভিরাম ॥
জয় রঘুকুল উজ্জ্বল
নবঘন শ্যামল
ধরণীর দুখহারী সন্ন্যাসী ব্রতচারী
রাম প্রাণারাম ॥

সুরাসুর বন্দিত কোটী শশী নিন্দিত

ভার্গব শাসক ভবজল ভেলক,

রঘুপতি সীতাপতি রাম ॥

[প্রস্থান।

রামের প্রবেশ।

রাম। কাঁদে রাম অবিরাম নয়ন ধারায়—

আর কাঁদে অনুজ লক্ষ্মণ !

আকাশ বাতাস কাঁদে—

কাঁদে ওই অনন্ত সাগর—

সীতা—সীতা—সীতা !

কোথা সীতা রাঘব বণিতা ?

ওই যে রে প্রতিধ্বনি নিয়ে আসে

সীতার রোদন !

কই কোথায় জানকী ?

ওই যে উঠিছে স্বর ব্যথার বীণায়—

সীতা—সীতা—সীতা !

গীতকণ্ঠে পৃথিবীর প্রবেশ।

গীত।

পৃথিবী।—

সীতা—সীতা—সীতা !

অশোক কাননে রোদনে রোদনে

আমার বুকেতে জ্বালায় চিতা

সেই জনম দুখিনী সীতা ॥

মুছাও অশ্রু ওগো রঘুবর, আর যে ওঠে না কণ্ঠে স্বর,
দলেছে পাষাণ এই বুকখানা,
পারি না সহিতে আর যে পারি না,
কতই কাঁদিব বেদনার ঘাতে
সে যে হয় ধরা দুহিতা॥

[অন্তর্দ্ধান]

রাম। সীতা! সীতা! সীতা!
কাঁদিয়া জানায় ধরা
সীতার বারতা!
অশোক কাননে কাঁদিছে জানকী
রাবণের হইয়া বন্দিনী!
সীতা ফিরে দিতে
মিনতি জানায়ে পাঠাইনু
বালি পুত্র অঙ্গদ বীরেরে।
ফিরিল সুগ্রীব—ফিরিল মারুতি—
ফিরে এলো সবে! দুরন্ত রাবণ—
করিবে না সীতা প্রত্যার্পণ।
একি হায় অদৃষ্ট লিখন!
দীন রাঘবের প্রতি হে বিধাতা!
একি তব নির্ম্মম আচার?
সীতার বিহনে দিবারাত্র
ঝরে আঁখিধার—
শক্তি বল উৎসাহ আমার
একে একে হয় অন্তর্হিত।

শিথিল হ'য়েছে কর্—
ধনুর্ব্বাণ ধারণের নাহি শক্তি আর।

[ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ]

লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। একি আর্য্য অবসাদ তব?
বীরেন্দ্র কেশরী আজি
কেন ম্রিয়মান? ধনুর্ব্বাণ
কেন বা ধূলায়?
একি ভাব ভাবময় অগ্রজ আমার!

রাম। রে লক্ষ্মণ! কাজ নাই সীতার উদ্ধারে।
প্রবল রাক্ষস দল
হবে তার কত রক্তপাত—
কত অশ্রু ঝরিবে এখানে।
চল্ ফিরে—এতদিনে
বিমাতার মনোবাঞ্ছা হইল পূরণ।
পিতৃ সত্য করিতে পালন
এনু মোরা বনবাসে আনন্দ অন্তরে!
করি নাই এ জীবনে অধর্ম্ম আচার
তবে কেন এ বেদনা দানিছ দয়াল?
চল্ ফিরে ভাই!

লক্ষ্মণ। কি—কি কহিলে দাশরথি রাম?
ফিরে যাবো মায়ে মোর
না করি উদ্ধার?

হা রাম—হা রাম রবে মাতা মোর
অশোক কাননে সুভীষণা
চেড়ীর প্রহারে কাঁদে দিবানিশি—
মর্ম্মভাঙ্গা সুরে—না করি
উদ্ধার তার কোন্ মুখে
ফিরে যাবো সিন্ধুর পারেতে ?
কেন—কেন চিন্তা রঘুনাথ !
হোক্ তারা প্রবল ভীষণ—
মোরাও তো নহিক দুর্ব্বল ?
আছে নল নীল সুগ্রীব অঙ্গদ—
বীর শ্রেষ্ঠ পবন নন্দন—
আছ তুমি তাড়কা নিধনকারী
রক্ষ নিসূদন—আর আছে
মাতৃহীন স্নেহের অনুজ তব
সেবক লক্ষ্মণ !

রাম। নিরাশা তমসা ঘেরা
অদৃষ্ট মোদের।
হেরিতেছি স্পষ্ট ভাবে
অসম্ভব হবে ভাই সীতার উদ্ধার !

লক্ষ্মণ। কি কহিলে—হবে অসম্ভব
সীতার উদ্ধার ?
যাও—যাও তুমি ফিরে যাও—
প্রয়োজন নাহিক তোমায় !
লক্ষ্মণ একাই এই স্বর্ণলঙ্কা

করিবে শ্মশান।
যোজনা করিয়া শর কার্ম্মুকে তাহার
ল'য়ে তব পদধূলি—
মাতৃ নাম করিয়া স্মরণ—
মাতৃ পদে উদ্দেশে প্রণাম করি—
হুহুঙ্কারে ছুটে যাবে রাবণ বিনাশে।
শক্তি হীন নহে এ সৌমিত্রী!
তেজোদীপ্ত ক্ষত্রিয় শোণিত
প্রবাহিত শিরায় শিরায়।
পারি আর্য্য! বাণের ফলকে
শূন্যে তুলি রাবণের স্বর্ণলঙ্কা—
ফেলে দিতে সপ্ত সিন্ধু মাঝে।
ক্ষত্রিয় নন্দন হ'য়ে হেন ভাব
সাজে না তোমার!
ভয় কি—ভয় কি আর্য্য!
করহ আদেশ মোরে—
আনি মোর জানকী মায়েরে।

মারুতির প্রবেশ।

মারুতি। কাহাকেও নাহি প্রয়োজন
সীতার উদ্ধার তরে।
আছে এই পবন আত্মজ
একাই করিবে ধ্বংস দুষ্ট দশাননে।
লাঙ্গুলে বাঁধিয়া ওই কনক লঙ্কায়—

ঘুরাইয়া ফেলে দিব যোজন দূরেতে।
কিবা চিন্তা রঘুমণি !
ধর্ম্ম বলে বলীয়ান মোরা।
দেখাবো সে দুরন্ত রাবণে—
নর বানরের শক্তি হয়
কত ভয়ঙ্কর ! ধর প্রভু ধনুর্ব্বাণ—
হ'য়োনা চঞ্চল !

রাম। শক্তি নাই—শক্তি নাই—
সীতা তরে শক্তি হীন রাম।
সীতা শক্তি—সীতা প্রাণ—
সীতা যে সাধনা—
সীতাহারা রাঘবের
চূর্ণ বক্ষে নাহি আর শক্তি ও সাহস।
সীতা শক্তি—শক্তি বিনা
জয় কোথা তার ?

[সহসা পৃথিবী আবির্ভূতা হইয়া অশোক কাননে চেড়ীগণ সীতাকে প্রহার করিতেছে চিত্র দেখাইল]

সকলে। [সাশ্চর্য্যে] ওকি—ওকি ?

রাম। ওকি—ওকি ! অশোক কাননে সীতা
জনম দুখিনী !
পাষাণী চেড়ীর বেত্রে
হ'য়ে জর্জ্জরিতা—আকুলি
ব্যাকুলি কণ্ঠে করে আর্ত্তনাদ।
ঝর্ ঝর্ আঁখি হ'তে

ঝরিছে বরিষা ধারা—
কাতরে ডাকিছে ওই
রঘুনাথ রঘুনাথ রবে।
উঃ—উঃ! বুক জ্বলে যায়—
আঁখি বুঝি অন্ধ হয় মোর!
না না একি অত্যাচার—
একি অবিচার—
একি হায় সীতার লাঞ্ছনা?
রঙ্গে রঙ্গে উঠিছে নাচিয়া মোর
হিমানী শোণিত—
ঘুমন্ত ক্ষমতা মোর কাঁপায় অন্তর—
ফিরে এল—ফিরে এল
উদ্দীপনা মহাতেজ—
ফিরে এল বীরের কর্ত্তব্য
ক্ষত্রিয় আচার। ওই—ওই
পুনঃ পুনঃ করে আর্ত্তনাদ!
গেল—গেল মর্ম্মগ্রন্থী
ছিঁড়ে গেল মোর!
সৃষ্টি বুঝি গেল রসাতলে।
সীতা! সীতা! আরে—আরে
দুষ্ট দশানন—নির্ম্মম নির্দ্দয়!
ধরিল শ্রীরাম পুনঃ অলস কার্ম্মুক—
ধ্বংস—ধ্বংস কর দুর্ব্বার রাবণে।

[ধনুর্ব্বাণ ধারণ ও পৃথিবীর অন্তর্দ্ধান]

লক্ষ্মণ। চলো—চলো আর্য্য! তুলিয়া আবার
বজ্রের নির্ঘোষে—
নাশিতে রাক্ষসে। ভয় নাই
অনুজ লক্ষ্মণ তব রহিবে পশ্চাতে
প্রয়োজনে দিবে তার
প্রাণ বিসর্জ্জন।

মারুতি। জয় রাম—জয় সীতাপতি রাম!

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

পুষ্পোদ্যান।

প্রমীলা উপবিষ্টা সখিগণ গাহিতেছিল।

গীত।

সখিগণ।—

কলকলি তুই ফুটবি কবে
নাগর ফিরে যায়।
মন মাতালো কর্ না লো তুই গন্ধে
খুলে দে ঘোমটা লো তোর লজ্জামুখী
দোদুল দোলা দুলবি যদি আয়॥
ফুটে তুই আলো কর বন,
কর না আলো মন,

ছুঁড়ে দে পিচকারি তোর মধু ভরা
প্রিয় রে ডাকনা লো সই ইসারায় ॥
মরবি তখন মনের দুখে,
ডাকবি তখন কোন্ মুখে,
এসে যদি যায় সে ফিরে
করবি তখন হায় হায় ॥

[প্রস্থান ।

প্রমীলা। যুদ্ধ—যুদ্ধ—যুদ্ধ! জগৎ কেবলি চায় যুদ্ধ। যুদ্ধই যদি জগতের একমাত্র ধর্ম্ম কর্ম্ম সাধনা, তবে প্রেম—ভালবাসা—অনুরাগ এ সব তুমি কি জন্য সৃষ্টি করেছ দয়াময়? তোমার সৃষ্টির নিয়মতন্ত্র যদি এত কঠিন—এত নীরস তাহ'লে কোমলতার উপাদানে নারী সৃষ্টি করেছ কেন? কেনই বা দিয়েছ তাদের পুরুষকে ভালবাসবার অধিকার? দিনান্তে তার একটীবারও দেখা পাই না। কখনো যদিও আসে তখনই চলে যায়। একটু দাঁড়াবার অবকাশ নেই! ওঃ—কি নির্ম্মম!

গীত।

প্রমীলা।—

আমার জন্ম বুঝি বিফলে যায়।
এ ভরা যৌবন সরসী আমার
বুঝি বা শুখায় ॥
ফুটে ছিল কমলিনী,
কত আশা বুকে লয়ে,
আজি বা ঝরিয়া যায়
নিদারুণ ব্যথা সয়ে,
ভৃঙ্গ এল না তার আকুল তৃষ্ণায় ॥

মেঘনাদের প্রবেশ।

মেঘনাদ। প্রমীলা! প্রমীলা! একি তোমার বিলাস ব্যসনে দিন অতিবাহিত করা সুন্দরী? এখন আর লঙ্কায় বিলাস আনন্দের স্রোত বইতে পারবে না—লঙ্কার ভীষণ দুর্দ্দিন আগত। রক্ষ বৈরী ওই নর-বানর সাগর বন্ধন ক'রে লঙ্কায় এসে হুঙ্কার ছাড়্‌ছে। একটা মহারণের প্রলয় দামামা এইবার বাজ্‌বে—রক্তের বৈতরণী এই লঙ্কার বুকে বইবে প্রমীলা। হাহাকারে শোকের ঝঙ্কারে সমগ্র পৃথিবীটা ভরে যাবে। হয়তো এই মহারণের অন্তরালে সৃষ্টিকর্ত্তার কোন অভিনব কীর্ত্তির মহিমা লুকিয়ে আছে।

প্রমীলা। কি হবে? আমার অন্তরের সমস্ত আশা যে অপূর্ণ থেকে যাবে যুবরাজ। আমার আশার রচিত উপবন যে মরুময় হ'য়ে যাবে—আমার আধফোটা যৌবনের পথে যে হাহাকার জেগে উঠ্‌বে প্রিয়তম!

মেঘনাদ। আবার কেন ভুল করছো প্রমীলা? একদিন না তোমায় ব'লেছি স্বামী তোমার বীর—বীরত্বের পূজাই তার জীবনের গরিষ্ঠ সম্পদ। বীরাঙ্গনা তুমি ভয় পেয়োনা প্রমীলা, এবার আমাদের পারের ডাক এসেছে—অদূরে কর্ণধার—অস্ত্র ধর্‌তে হবে, লঙ্কার বুকে কেউ আর ঘুমন্ত থাক্‌বে না, সকলকেই পারে যেতে হবে মুক্তিযজ্ঞের যাত্রী সাজ্‌তে হবে। তুমিও অস্ত্র ধর প্রমীলা—স্বামীর পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটে চল স্বদেশকে রক্ষা কর—স্বদেশকে জাগিয়ে তোল, সুপ্ত প্রকৃতির আজ এই মহা দুর্দ্দিনে।

প্রমীলা। তাই জাগাবো প্রিয়তম! সমস্ত রক্ষনারীদের আজ হ'তে অস্ত্র শিক্ষা দেবো—আমি যে তোমার কাছে অনেক অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা

করেছি। তাদের রণসাজে সাজাব দেশের কীর্ত্তি মান রক্ষা করতে তাদের প্রাণে প্রাণে স্বদেশ অনুরাগের বীজ ছড়িয়ে দেবো। রক্ষ বৈরীকে দেখাবো দেশরক্ষায় রক্ষনারীর কি ভীষণ তেজোময় অপূর্ব্ব জাগরণ।

মেঘনাদ। চলো—চলো তবে জীবনসঙ্গিনী আমার, লঙ্কেশ্বর রাবণের কল্যাণ সাধনে সেবক সেবিকার সুমহান কর্ত্তব্যের দীপ্তি নিয়ে—

[প্রস্থানোদ্যত]

দ্রুত শচীর প্রবেশ।

শচী। ওরে—ওরে পুত্র আমায় বাঁচা—আমায় রক্ষা কর্—

বেত্র হস্তে মন্দোদরীর প্রবেশ।

মন্দোদরী। কে রক্ষা তোমায় করবে ইন্দ্রানী? লঙ্কেশ্বরী মন্দোদরীর কার্য্যে বাধা দেয় কে এমন শক্তিমান এ সংসারে আছে? আর মন্দোদরী কারো বাধা মানবে না, অবাধে তার প্রতিহিংসা নির্ব্বাণ করবে এই ভাবে তৃপ্তির শীতল বারি সিঞ্চনে।

মেঘনাদ, প্রমীলা। মা—মা!

মন্দোদরী। চুপ্—চুপ্ সরে যা—সরে যা তোরা, আমি একে কিছুতেই অব্যাহতি দেবো না। ভাবতো, এর স্বামীর জন্য আমার কি সর্ব্বনাশ সেদিন হ'তে বসেছিল? সরে যা মেঘনাদ—সরে যা মা—আমি দলিতা ফণিনী—ক্ষুধিতা সিংহিনী—চাই প্রতিশোধ—হাঃ-হাঃ-হাঃ।

মেঘনাদ। একি মা তোমার প্রতিশোধ নেবার উন্মত্ত লালসা? এই কি প্রতিশোধ? ইন্দ্রানীর তো কোন অপরাধ নেই? নারী হ'য়ে নারীর লাঞ্ছনা—ওঃ কি মর্ম্মন্তুদ।

মন্দোদরী। আর পুরুষ হ'য়ে যে নারীর লাঞ্ছনা করছে, কৈ তার কিছু প্রতিকার করেছ পুত্র? দুর্ব্বলা নারী এই মা—তাই তার উপর ক্ষমতার পরিচয় দিচ্ছো? কি ভাবছো মেঘনাদ? দেখনি কি বিশ্বজয়ী পিতা তোমার অশোক কাননে নারী নির্য্যাতনের কি মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য রচনা করেছে? যাও পুত্র, সেখানে শক্তির পরিচয় দাও গে। আজ স্বর্গেশ্বরীকে আমার পদসেবা করতেই হবে।

মেঘনাদ। মা! মা! তুমি যে মহিমময়ী করুণাময়ী মা! তোমার নামে যে বিশ্বের বুকে অমৃতের সাগর বয়ে যায়। নিষ্ঠুরতা নির্ম্মমতা অন্তর হ'তে দূরে চলে যায়—তুমি যে পৃথিবীর বুকে অতুলনীয়া—তোমার সেই বিশ্বজয়ী নামের পবিত্রতা আজকে তুমি নষ্ট করতে বসেছ? মনে ক'রে দেখ জননী! এই স্বর্গেশ্বরীর মুক্ত দানের পথের একদিন তোমার পুত্রের জীবন রক্ষা হয়েছিল। কাজ নেই মা আর সতী নির্য্যাতনে। কোমলতার উপাদানে গঠিত নারী তুমি—অমৃতের বিমল ধারা ঢেলে দিয়ে তোমার মাতৃত্ব রক্ষা কর। আর না হয় পুত্রের জীবন নাও—আমি এই দেবীর চোখের জল মুছিয়ে দিতে আমার জীবন বলিদান দিতেও কুণ্ঠিত হবো না।

মন্দোদরী। কি পুত্র—কি বললে? শত্রুপত্নীর রক্ষার জন্য তুমি জীবন বলিদান দেবে?

মেঘনাদ। অসম্ভব হবে না মা! মায়ের জন্য পুত্রের জীবন বলিদান এ তো জগতের নূতন দৃষ্টান্ত নয় মা।

মন্দোদরী। অহঙ্কারী পুত্র!

শচী। ওরে—ওরে পুত্র, বাধা দিস্‌নে। আর কাঁদিস্‌নে—মায়ের অভিশাপ কুড়িয়ে নিস্‌নে। চলো—চলো লঙ্কেশ্বরী আমার গর্ব্বের চূড়া আজ শতচূর্ণ ক'রে তোমার পদসেবাই করবো চলো। সেও

আমার শান্তির হবে, কিন্তু পুত্রের এই মর্ম্ম ব্যথায় আমরণ আমার প্রাণে প্রবল অশান্তির দগ্ধ যন্ত্রণা সইতে হবে।

মেঘনাদ। না না দেবী, তা হবে না। পুত্রের এই শাণিত অসি চির জাগ্রত থাকে মায়ের জন্য—

প্রমীলা। মা—মা! তোমার পায়ে ধ'রে বল্‌ছি তুমি শান্ত হও—লঙ্কেশ্বরী তুমি, তোমার কি এ হীনতা শোভা পায় মা?

মন্দোদরী। বটে? এতদূর তোমাদের স্পর্দ্ধা? ইন্দ্রানী! ইন্দ্রানী! নিশ্চয়ই তুমি এদের যাদুমন্ত্রে বশীভূত করেছ। মায়াবিনী! এই দেখ্ তোর মায়ার শক্তি আজ কিরূপভাবে চূর্ণ করি। [বেত্রাঘাত]

শচী। উঃ—উঃ! না না চোখের জল ফেল্‌বো না। পুত্রের অকল্যাণ হবে।

মেঘনাদ। মা! মা! রক্ষা কর মা! মার্জ্জনা কর মা।

মন্দোদরী। দূর হও—দূর হও অকৃতজ্ঞ স্বার্থপর সন্তান। যাও—যাও—আমি কোন অনুরোধ শুনবো না—আজ একাই সৃষ্টি ধ্বংস করবো।

[বেত্রাঘাত]

গীতকণ্ঠে বিরূপাক্ষের প্রবেশ।

গীত।

বিরূপাক্ষ।—

তুই মারিস্‌নে মা মারিস্‌নে সইবে কত বল।
ওই দেখ না নয়ন জলে ভাসে স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল॥
পরের প্রাণে দিস্‌নে ব্যথা,
খাস্‌নে মা তুই নিজের মাথা,
ব্যথিতের ওই ব্যথার শ্বাসে ঝরে কত হলাহল—
অন্ধকারে পথ হারিয়ে হারাস্ নে মা কামাফল॥

[প্রস্থান।

মন্দোদরী। তবু চাই প্রতিহিংসা দেবেন্দ্রানি! [বেত্রাঘাতে উদ্যত]

প্রমীলা, মেঘনাদ। মা—মা!

মন্দোদরী। দূর হও—দূর হও!

মেঘনাদ। মা—মা! একি তোমার হৃদয়হীন প্রকৃতির নির্ম্মম কশাঘাত? ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও জননী! অধর্ম্মের অত্যাচারে সাম্যের মন্দিরে আর পাপের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করো না। প্রতিহিংসার স্বার্থময় কুটীল দৃষ্টিতে বিধাতার স্বপ্নের শিল্প ধূলিসাৎ ক'রে দিও না। মা—মা এখনো ক্ষান্ত হও, নইলে—

বৃহস্পতি, ইন্দ্র ও দেবগণের প্রবেশ।

বৃহস্পতি। সেই সঙ্গে চূর্ণ হবে যত দর্প অহঙ্কারের হীন আভরণ বিশ্বনিয়ন্ত্রা ভগবানের একটী মাত্র নীরব ইঙ্গিতে।

মন্দোদরী। একি—একি দেবতার বিদ্রোহিতা? মনে রেখো দেবগণ—নারী হ'লেও দুর্ব্বলা নয়—ময়দানবের কন্যা—লঙ্কেশ্বর রাবণের সহধর্ম্মিণী আমি। এখনি তার শক্তির পরিচয় পাবে। এস—এস, এই আমি অস্ত্র ধ'রে দাঁড়ালুম—এইবার শচীকে এখান হ'তে নিয়ে যাও দেবগণ! দেখি তোমাদের অমৃত পানের সার্থকতা কিরূপ? [অস্ত্রধারণ]

রাবণের প্রবেশ।

রাবণ। অস্ত্র নামাও মন্দোদরী! রাবণের মুক্তি পূজার বোধন বসেছে—এ সময় আর বিপ্লবের সৃষ্টি করো না। নারী নির্য্যাতন ক'রে রাবণের নামে কলঙ্কপাত করোনা রাণি! শচীকে মুক্তি দাও—নতুবা সব ধ্বংস হবে।

মন্দোদরী। না—না—মুক্তি দেবো না। মন্দোদরী শুধু একা নারী নির্যাতন করেনি লঙ্কেশ্বর! তুমিও যে নারী নির্য্যাতন করছো—মনে নেই? কি জন্য শ্রীরামচন্দ্রের সীতা চুরি ক'রে এনে অশোক কাননে রেখে দিয়েছ? সেই সতী কি স্বামীর জন্য কাঁদছে না? দাও রাজা—তুমি সেই জনকনন্দিনী পতিপ্রাণা রামের বনিতাকে মুক্তি দাও—আমিও ইন্দ্রানীকে মুক্তি দিচ্ছি। শচীর শাপে যদি সব ধ্বংস হয়—সীতার শাপে রাক্ষসকুল কি অমর হবে লঙ্কেশ্বর?

রাবণ। সীতার নির্য্যাতনে রাক্ষসকুল চির অমর হ'য়ে থাকবে। তুমি জানো না মন্দোদরী রাবণের লক্ষ্য কি? রাবণ অসারের আকিঞ্চন করে না, সে বহু সাধনায় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সার রত্ন লঙ্কায় এনেছে। দেখবে সেই রত্নের মহিমায় স্বর্ণলঙ্কা গোলোক বৈকুণ্ঠ হবে। ইন্দ্রানীকে মুক্তি দাও—আমার অনুরোধ।

মন্দোদরী। অনুরোধ? অনুরোধ যদি মন্দোদরী রক্ষা না করে?

রাবণ। দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ রাবণ তার পুণ্যময় রাজনীতির মর্য্যাদা রক্ষায় তোমায় শাস্তি দিতেও কুণ্ঠিত হবে না।

মন্দোদরী। উত্তম, তবে আমিও দেখতে চাই লঙ্কেশ্বর—তোমার ওই কর্ম্মজীবনের রহস্যময় জটিল উদ্দেশ্য।

[প্রস্থান।

রাবণ। যাও—এইবার শচীকে নিয়ে যাও দেবগণ! এস—কর্ত্তব্যসেবক বীরপুত্র মেঘনাদ, এস মা লক্ষ্মী স্বরূপিণী মা আমার—দেশ ও দশের সেবায় আত্মোৎসর্গ করতে। আশীর্ব্বাদ করি জাতীয়তার গৌরব বৃদ্ধি করতে তোমাদের বুকের রক্ত যেন প্রতিনিয়ত উষ্ণ হ'য়ে ওঠে। [প্রস্থানোদ্যত]

বৃহস্পতি। দাঁড়াও দশানন! কে বলে তুমি হৃদয়হীন নিষ্ঠুর

পাষাণ? তোমার প্রাণ মহত্বের বিমল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত—ধর্ম্মের চেয়েও উচ্চ—দেবতার চেয়েও মহান, এস বীর—সাধক—তোমার অঙ্গ স্পর্শে ধন্য হোক্ আজ দেবতার প্রাণ। [আলিঙ্গন]

রাবণ। ধন্যবাদ দেবতার মহত্বে—দেবত্বে—কর্ম্মের প্রেরণায়।

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। এস শচী!

শচী। চল্লুম পুত্র মেঘনাদ—চল্লুম মা প্রমীলা! আমায় তোরা বিদায় দে! তোদের ছেড়ে যেতে আমার প্রাণ যে কেঁদে উঠ্ছে। কিন্তু না গেলেও যে উপায় নেই। ওরে জানি না তোরা আমায় কি বাঁধনে বেঁধেছিলি? আমি যে সে বাঁধন ছিঁড়ে যেতে পার্ছিনে।

মেঘনাদ, প্রমীলা। মা! মা!

শচী। আমি যে চোখের জলে পথ দেখ্তে পাচ্ছিনে। চল—চল দেবরাজ—নদীর বাঁধ ভেঙ্গেছে—আরও যে ভেঙ্গে যাবে।

মেঘনাদ, প্রমীলা। [প্রণাম করিল] আমাদের যেন ভুলে যেও না জননী।

শচী। না—না ভুল্বো না—ভুল্বো না। দূরে বা অদূরে থাক্লেও মা কখনো স্নেহের আকর্ষণ ভুলে যায় না। চল্লুম—বিদায়—

[দেবগণ সহ প্রস্থান।

মেঘনাদ। চলে গেল—চলে গেল প্রমীলা! মূর্ত্তিময়ী স্নেহ-করুণার অমূল্য সম্পদ চলে গেল। ওই ধেয়ে আসে পুঞ্জীভূত অন্ধকার—প্রবল ঝড়—বিরাট তুফান। গেল—গেল প্রেয়সী—সব গেল—সব গেল! মা! মা! ওই দেখ প্রমীলা! মা চলেছে ওই স্বর্গের পথে। দেখ দেখ মৃদু মন্দ বাতাসে মায়ের কনক আঁচলখানি কেমন উড়ছে। কি সুন্দর—কি মনোরম দৃশ্য! মা! মা! [প্রস্থানোদ্যত]

প্রমীলা। মা যে আর নেই।

মেঘনাদ। নেই—নেই—আর নেই—ওই গেল—গেল অদৃশ্যে বিলীন হ'য়ে গেল! আনন্দ কোলাহল পূজার মন্দিরে একি অশ্রুর বৈতরণী—নিদারুণ হাহাকার—মর্ম্মঘাতী করুণ উচ্ছ্বাস।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

পথ ।

গীতকণ্ঠে রাক্ষস রাক্ষসীর প্রবেশ ।

গীত ।

রাক্ষস ।— রাগ ক'রে তুই কোথায় যাস্ শোন্ না আমার দুটো কথা

রাক্ষসী ।— শুন্‌বো না—শুন্‌বো না রাগে আমার ঘুর্‌ছে মাথা ॥

রাক্ষস ।— রাগ কেন তোর প্রাণ,
কেন লো তোর অভিমান,

রাক্ষসী । মান ভাঙ্গাতে হবে না আর,
আর কি সেদিন আছে আমার,
নইলে কিরে ও মিন্সে বলিস্ আমায় যা তা ॥

রাক্ষস ।— ঘাট হয়েছে বল্‌বো না আর,
খাস্‌নে আমার মাথাটার,
আর যাব না তোকে ছেড়ে,

রাক্ষসী ।— গেছিস্ রে তুই বড় বেড়ে,
দেখ্‌বো এবার কেমন করে
ঘরে গিয়ে পাড়িস্ পাতা ॥

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অশোক কানন।

চিন্তামগ্না সীতা।

সীতা। রঘুনাথ! রঘুনাথ!
কোথা তুমি রঘুনাথ
রক্ষা কর সীতারে তোমার।
সহিতে পারি না আর চেড়ীর প্রহার—
সহিতে পারি না প্রভু তব অদর্শন।

বেত্রহস্তে চেড়িগণ গাহিতে গাহিতে আসিয়া সীতাকে প্রহার করিতে লাগিল।

গীত।

চেড়িগণ।—

সব গোয়ালি ও ছুঁড়ি তুই বুঝ্‌লি নাকো ভাল তোর।
তুচ্ছ নরের মত্ত নেশায় সুখের নিশি করিস্‌ ভোর॥
আমাদের রাবণ রাজার প্রতাপ ভারি,
হ'না লো তার প্রাণ কিশোরী,
রাজার রাণী হবি যখন দেখ্‌বি তখন কত জোর॥
ছুটেছে প্রেমের নদী,
ছেড়েছিস্‌ গন্ধ যদি,
বন্ধ কেন করিস্‌ দুয়ার রাখ্‌না খুলে রাত্রি ভোর॥

মন্দোদরীর প্রবেশ ।

মন্দোদরী । দূরহ ! দূরহ পাপের সঙ্গিনীগণ ।

[চেড়ীগণের পলায়ন ।

সীতা । কেগো তুমি করুণারূপিণী
আজি সম্মুখে আমার ?

মন্দোদরী । লঙ্কেশ্বর রাবণের সহধর্ম্মিণী
নাম মন্দোদরী ।

সীতা । কিবা চাহ লঙ্কেশ্বরী ?

মন্দোদরী । মুক্তি দিতে এসেছি তোমায় ।
চল্ ওলো পতিপ্রাণা
রাঘব-ঘরণী—দিয়ে আসি
তোরে আজি রঘুনাথ পাশে ।
তোমারি কারণ তিনি আগত লঙ্কায় ।
আহা দেবী কি দুঃখ তোমার !
অহর্নিশি ঝরে আঁখিনীর
কালিমায় ভরা আজি কনক প্রতিমা ।
ওগো দেবী ! তব দুঃখ নারি যে সহিতে ।

সীতা । লঙ্কেশ্বরী ! একি তব করুণা অপার ?
কিন্তু স্বামী তব রেখেছে বন্দিনী করি মোরে
অশোক কাননে ।
কেমনে দাঁড়াবে সতী পতির বিরুদ্ধে ?
কেন গো জননী কাঁদিবে গো দিবস রজনী
জীবনের শান্তি সুখে দিবে বলিদান
এই অভাগিনী সীতার কারণ ?

মন্দোদরী। ওগো দেবী! তোমার বেদনাসিক্ত
নয়নের জলে, নাহি হবে লঙ্কার মঙ্গল।
গভীর নিশায় হেরিয়াছি স্বপ্ন অমঙ্গল,
সীতা তরে স্বর্ণ লঙ্কা হইবে শ্মশান।
হারাইবে মন্দোদরী অনন্ত সম্পদ।
তাই দেবী মুক্তি দিতে এসেছি এখানে!
তোমারি কারণ দাঁড়াইব স্বামীর বিরুদ্ধে।
তুমি যে গো সতী নারী
সতী নির্য্যাতন হইতে দিব না আর
কনক লঙ্কায়।

সীতা। অদৃষ্ট আমার! কেন তুমি
হইবে বিরোধি তায়?
হায়! কাঁদিবে গো পরের লাগিয়া।
যাও—ফিরে যাও লঙ্কেশ্বরী!
শান্তির মন্দিরে তব
তুলিও না অশান্তির ঝড়।
স্বামী যে দেবতা হয়,
প্রাণে তাঁর দানিও না ব্যথা
নহে তাহা কর্ত্তব্য সতীর।

মন্দোদরী। না—না তব দুঃখ আর যে সহিতে নারি।
ওগো দেবী রাঘব ঘরণী!
যৌবন প্রারম্ভে—বিরহের
সুতীব্র অনলে—জীবনের
সবটুকু রহিবে অপূর্ণ তব।

কেঁদো না জননী! করিও না
অকল্যাণ লঙ্কার আমার।
চল দেবী! রেখে আসি
রাঘবের পাশে। দূর হোক্
স্বপ্নের দুশ্চিন্তা মোর।

রাবণের প্রবেশ।

রাবণ। একি তোমার স্বেচ্ছাচারিতা মন্দোদরী! প্রতি কার্য্যে স্বামীর অন্তরায় হ'য়ে তুমি পত্নীর কর্ত্তব্য দেখাচ্ছ? যাও এখান হ'তে।

মন্দোদরী। না—না লঙ্কেশ্বর, মন্দোদরী যাবে না। মন্দোদরী তার জীবনের সবটুকু শক্তির বলিদান দিয়ে লঙ্কার গৌরব রক্ষা করবে।

রাবণ। লঙ্কার গৌরব রক্ষা করবে স্বামীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে? চমৎকার তোমার গৌরব রক্ষার সূক্ষ্মনীতি! যাও, রাবণের সুপ্ত ক্রোধানলকে জাগিয়ে তুলোনা। ভবিষ্যতের কথা মনে রোখো মন্দোদরী।

মন্দোদরী। সেদিন না সেই স্বর্গেশ্বরীকে মুক্তি দেবার জন্য মহিমার বিকাশ দেখিয়েছিলে; কিন্তু এই সীতাকে কি জন্য বন্দিনী ক'রে রেখেছ লঙ্কেশ্বর? একি তোমার সতী নির্য্যাতন নয়? শীঘ্র সীতাকে মুক্তি দাও—নতুবা মন্দোদরী সীতার মুক্তির জন্য লঙ্কার বুকে একটা মহা বিপ্লব বাধিয়ে তুল্‌বে।

রাবণ। মন্দোদরী!

মন্দোদরী। মুক্তি দাও—মুক্তি দাও লঙ্কেশ্বর! ওই দেখ রাজা! এই সতী সীতার জন্য একটা বিরাট অন্ধকার লঙ্কার দিকে ছুটে আস্‌ছে। ওই দেখ নিয়তির অট্টহাসি—ওই শোন ধ্বংসের জয় ভেরী। যদি মঙ্গল চাও, সীতা ফিরিয়ে দাও।

রাবণ। সীতাকে ফিরিয়ে দেবার জন্য সুদূর পঞ্চবটী বন হ'তে লঙ্কায় নিয়ে আসিনি মন্দোদরী! সীতার মুক্তি অসম্ভব।

মন্দোদরী। অসম্ভব?

রাবণ। অসম্ভব। সীতার জন্য রাবণ সর্ব্বস্বত্যাগ করবে, কণক লঙ্কা শ্মশান করবে—তবু সীতা প্রত্যার্পণ ক'রে রাবণ তার লক্ষ্যের গতি ফিরুতে পারবে না। যাও—বিরক্ত ক'রো না! সীতা—সীতা, জান না মন্দোদরী সীতা কি উপাদানে গঠিত। সীতা যে অমূল্য রত্ন—ধনেশ্বর কুবেরের রত্ন-ভাণ্ডারে নাই। সেই মহার্ঘ রত্ন অযতনে পঞ্চবটী বনে পড়ে থাক্‌বে? তাও কি সম্ভব! রত্ন সমৃদ্ধি ভরা লঙ্কাই যে সীতার যোগ্য স্থান।

মন্দোদরী। তাহ'লে মন্দোদরী এইবার সেই ইন্দ্রানীকে তার পদসেবিকা দাসী করবার জন্য নিজেই স্বর্গজয় করতে বেরুবে। দেখ্‌বো রাজা কে বাধা দেয় মন্দোদরীকে। এ আমার দৃঢ় সঙ্কল্প।

রাবণ। ভুল ক'রেছ রাণী ইন্দ্রানীকে তোমার পদসেবিকা দাসী ক'রে। তাতে গৌরব বাড়বে না তোমার।

মন্দোদরী। গৌরব বেড়েছে শচীর নির্য্যাতনের জন্য পুত্র আমার আদর্শ পুত্র হ'য়েছে—স্বামীও আমার প্রকৃত জন্মের গৌরব দেখিয়েছে।

রাবণ। তুমি অনেক দূরে চ'লে গেছ মন্দোদরী।

মন্দোদরী। তা'হলে সীতাকে মুক্তি দাও।

রাবণ। হবে না। আমি যে সীতার জন্য উন্মাদ লঙ্কেশ্বরী সীতা ধ্যান—সীতা জ্ঞান—সীতাই আমার মোক্ষপথের স্বর্ণ সোপান—সীতাই আমার সব। এস—এস সীতা রাবণের মরুময় বুকে এস—শান্তি বারি বর্ষণ কর। [ধরিতে উদ্যত]

মন্দোদরী। রাজা!

সীতা। লঙ্কেশ্বর!

রাবণ। কে ডাকে—কে ডাকে স্নেহ বিজড়িত কণ্ঠে রাবণকে—কে ডাকে? কত সোহাগ—কত মধু—কত অনুরাগ। ডাক—ডাক আবার ডাক! না—না, একি ভ্রম!

গীতকণ্ঠে অদৃষ্টের প্রবেশ।

গীত।

অদৃষ্ট।—

কেন ভ্রমের বশে আনছ ডেকে বিপদ জাল?
রামের সীতায় দাওনা ফিরে—
ওই যে হাসে তোমার কাল।
চিন্‌লে যদি জ্ঞানের চোখে,
তবে কেন রাখছ তাকে,
এখনো হায় সময় আছে,
যাওনা ত্বরা রামের কাছে
থাক্‌বে তোমার সকল বজায়
সত্যি কথা চিরকাল॥

প্রস্থান।

রাবণ। ওরে উন্মাদ! নীতি শিক্ষা
কি দানিবি তুই লঙ্কেশ রাবণে?
কেবা সীতা, না চিনিত যদি লঙ্কেশ্বর
তাহলে কি সেই এক স্বর্পণখা
নারীর কথায় চৌর্য্যবৃত্তি—
করিয়া আশ্রয়—আনিত কি

হরিয়া সীতায় ?
সীতা হয় বৈকুণ্ঠ ঈশ্বরী।
রাবণের মুক্তি হেতু
জন্ম হ'ল জনকের লাঙ্গল শিরায়।
ওই যে—ওই যে রত্নাসনে
গোলোক বৈকুণ্ঠে বসি—
না—না কেবা আমি ? কেবা সীতা ?
খুঁজিয়া না পাই।
শোন রাণী শেষ কথা মোর !
পুনঃ যদি দাঁড়াও স্বামীর বিরুদ্ধে তুমি,
অব্যাহতি নাহিক তোমার।
মুক্তি নাহি দিব এ সীতার।

[প্রস্থানোদ্যত]

মন্দোদরী। মুক্তি নাহি দিবে নিষ্ঠুর পাষাণ ?

রাবণ। না—না রাবণের প্রতিজ্ঞাভীষণ।
সীতা প্রত্যার্পণ অসম্ভব—অসম্ভব !
জানোনা লো রাবণ সঙ্গিনী
সীতা মোর কত আপনার পূজার আধার।

মন্দোদরী। সীতা তব কে ? কে ?

রাবণ। সীতা ! সীতা ! হাঃ—হাঃ—হাঃ !
সীতা যে জননী মোর—
মুক্তি বিধায়িনী।

[প্রস্থান।

মন্দোদরী। লঙ্কেশ্বর ! লঙ্কেশ্বর ! দাঁড়াও—দাঁড়াও !

কি শুনালে অপূর্ব্ব কাহিনী
আরও শুনাও শুনি আমি
আত্মহারা হ'য়ে ।
সীতা হয় জননী তোমার ? [প্রস্থান ।

সীতা । দশানন ! দশানন !
পূর্ণ হোক মনোবাঞ্ছা তব ।
নারিলাম চিনিতে তোমারে
রঘুনাথ ! সীতানাথ !
ত্বরা করি করহ উদ্ধার এই
দুঃখিনী সীতায় ।

[প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

তরণীর পূজা মন্দির ।

তরণী ও বালকগণ গাহিতেছিল, গন্ধর্ব্বরাজ, বাসন্তিয়া পুত্রসহ তন্ময় চিত্তে গান শুনিতেছিল ।

গীত ।

তরণী ।— জয় রাম ব্রতচারী !
ভব ভয়হারি গোলোক বিহারী ॥
বালকগণ ।— লক্ষ্মী স্বরূপিণী দুঃখিনী সীতা,
বিশ্ব বিমোহিনী ধরণী দুহিতা,
অশোক কাননে কাঁদে বক্ষ বিদারি ॥

তরণী।— জয় নিত্য নিরঞ্জন রঘুকুল নন্দন,
তাড়কা নিসূদন রাম জটাধারি॥

বালকগণ।— সীতা সীতা রাম সোহাগিনী সীতা
নমি গো চরণে তাঁর গোলোক ঈশ্বরী॥

সকলে।— জয় রাম জয় সীতারাম জয় সীতারাম
পূজিব সীতারামে দিয়ে আঁখি বারি॥

[বালকগণের প্রস্থান।

গন্ধর্ব্বরাজ। বাঃ—বাঃ, বড়া মিঠা গান—বড়া মিঠা গান। গা—গা—থাম্‌লি কেনো? বাসন্তিয়া দেখ্‌ছিস্—আজ হামাদের কেত্তো আনন্দ। হামরা সীতারাম দেখ্‌বে—সীতারামের করুণা পাবে। জনম জীবন হামাদের ধন্নি করবে। তরণী—তরণী—ওরে বেটা হামাদের সীতারামকে দেখিয়ে দিবি তো?

তরণী। হ্যাঁ গন্ধর্ব্বরাজ! আমি তোমায় সীতারামকে দেখিয়ে দেবো।

রাবণের প্রবেশ।

রাবণ। একি—একি স্বেচ্ছাচারিতা? রাবণের লঙ্কায় সীতারামের পূজা! তরণী—তরণী!

তরণী। কেন জ্যেষ্ঠতাত?

রাবণ। একি তব হেরি স্বাধীনতা?
রাম সীতা মুরতি গঠিয়া—
কেন পূজা কর তার লঙ্কাপুরী মাঝে?
কেবা তোরে শিখালো তরণী—
পূজিবারে শ্রীরাম সীতায়?

তরণী। শিখায়েছে সরমা জননী মোর
শিখায়েছে আর—

বিভীষণের প্রবেশ।

বিভীষণ। বিভীষণ।
রাবণ। রে মূর্খ বিভীষণ!
একি পুত্রে নীতি শিক্ষা দান?
রক্ষ বৈরী রাম—বৈরী পত্নী সীতা
তাঁহাদের কেন রে অর্চ্চনা রক্ষক পুরীতে?
কলঙ্ক—কলঙ্ক রাবণের হইবে কলঙ্ক
নত হবে গর্ব্ব ভরা শির।
বিভীষণ। না লঙ্কেশ্বর! রামসীতা
নহে শত্রু, জগতের
পিতা মাতা মানব মানবীরূপে
অবতীর্ণ এ ধরায় নবলীলা করিতে প্রচার।
রাবণ স্তব্ধ—স্তব্ধ হ' রে বিভীষণ
শুনিব না কোন কথা তোর।
চূর্ণ চূর্ণ করিব রে আজ
রামসীতা গঠিত মূরতি।
তরণী। কি—ভাঙ্গিবে আমার এই
যত্নের বিগ্রহ? এত শক্তি ধর তুমি
জ্যেষ্ঠতাত? দেবতা নিগ্রহে
জানো না কি পরিণাম ফল?
রাবণ। বটে—বটে, দেখিব ক্ষমতা

আজি পিতা ও পুত্রের।
গন্ধর্ব্বরাজ কেন তুমি হেথা
পত্নী পুত্র লয়ে?
মুক্ত তুমি, কেন হেথা কিবা প্রয়োজন?

গন্ধর্ব্বরাজ। রেজা! রেজা! হামরা রাম সীতা দেখ্‌বে—জনম হামাদের ধন্যি করবে। হামরা আর দেশে ফিরবে না। দেখ্ দেখ্ কেমন রাম সীতার মূর্ত্তি! দেখ্‌লে পরাণ ঠাণ্ডা হইয়ে যায়। হামরা রাম সীতার পূজা করবে বলিয়ে এথানে রহিয়েছে।

রাবণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! রাম সীতার পূজা তুমি করবে গন্ধর্ব্বরাজ! তুমি উন্মাদ—তুমি বাতুল। হ্যাঁ, বিভীষণ! শীঘ্র এই রামসীতার মূর্ত্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে ফেল্। নতুবা আজ তোদের পিতা পুত্রের পরিত্রাণ নেই। রাবণ আজ তার সমস্ত কঠোরতা নিয়ে এখানে এসেছে, সে আজ কালের চেয়েও ভীষণ। আজ ভাই ভ্রাতুস্পুত্র স্নেহের সম্বন্ধ ভেবে রাবণ তার নির্ম্মমতার গতিরোধ করতে পারবে না। ভাঙ্—ভাঙ্ ভেঙ্গে ফেল্ ওই রাম সীতার মূর্ত্তি।

বিভীষণ। না—না দাদা! বিভীষণ তা পারবে না। চেয়ে দেখ কি সুন্দর মূর্ত্তি; কত মনোরম—কত পবিত্র! ও মূর্ত্তি ভেঙ্গে ফেল্‌তে তোমার চোখ দিয়ে কি এক ফোঁটাও জল পড়্‌বে না? পারবো না দাদা, আমি এই রামসীতার মূর্ত্তি বুকে জড়িয়ে রাখলুম, আগে বিভীষণকে তোমার নির্ম্মমতা দেখাও। তারপর—

[মূর্ত্তিকে বক্ষে ধারণ]

রাবণ। কি—কি, এত স্পর্দ্ধা? আরে আরে ভ্রাতৃদ্রোহী!

[অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

গন্ধর্ব্বরাজ। [বাধা দিয়া] রেজা, রেজা! এ কি তুহার ধরম?

এ কি তুহার বিচার? দেওতার মূর্ত্তি তুই ভাঙ্গিয়ে ফেল্‌বি? নেহি নেহি হোবে না—হোতে দেবো না—হামরা আজ দেওতাকে রক্ষা কর্‌তে হামরা পরাণ দিবে।

রাবণ। [স্বগত] অদ্ভুত গন্ধর্ব্বরাজ। [প্রকাশ্যে] গন্ধর্ব্বরাজ! তুমি প্রাণ দিয়ে দেবতাকে রক্ষা কর্‌বে, এতদূর তুমি শক্তি রাখো?

গন্ধর্ব্বরাজ। হাঁ—হাঁ রেজা! দেওতার জন্যে হামরা সব দিবে—হামার রাজ্যি দিবে।

রাবণ। তবে তোমার ওই শিশু পুত্রের তপ্ত শোণিতে ওই বিগ্রহের অর্চ্চনা কর। দেখি তোমার ভক্তি—দেখি তুমি কেমন ভক্ত!

বাসন্তিয়া। রেজা! রেজা!

তরণী। জ্যেষ্ঠতাত!

বিভীষণ। উঃ! দাদা, একি নৃশংসতা?

রাবণ। শীঘ্র হত্যা কর গন্ধর্ব্বরাজ!

বাসন্তিয়া। নেহি—নেহি, হামি দিবে না—হামি দিবে না; হামার কলিজার দৌলতকে মার্‌তে দিবে না। চল্—চল্ রেজা, হামরা পালিয়ে যাই চল্। আউর রাম সীতার পূজায় দরকার নেহি। চল্—চল্! যাবিনে? তবে হামি চল্‌লো। হামার পরাণটা দিতে পার্‌বে না। [পুত্রকে লইয়া প্রস্থানোদ্যতা]

গন্ধর্ব্বরাজ। [বাধা দিয়া] দাঁড়া—দাঁড়া! কোথা যাস্ বাসন্তিয়া? দে—দে, লেড়্‌কাকো দে; হামার পূজা সফল কর্‌তে দে। কি হোবে লেড়কায়? এ লেড়কাতো ওহি দেওতার দান! হামি দেওতাকে ফিরিয়ে দিচ্ছে। দুখ্ কি আছে রে রাণী?

বাসন্তিয়া। নেহি—নেহি, এ যে হামার পরাণ আছে রে রেজা!

গন্ধর্ব্বরাজ। হামারও পরাণ! কি কর্‌বি বল্? দেওতা যে

তাহার দান হামার কাছ হ'তে কাড়িয়ে লিচ্ছে। বোল্ রাণী! হামি তাহার দান কেন রাখিয়ে দিবে? আজ তাহারে ফিরিয়ে দিবে। দে—দে!

বাসন্তিয়া। ওরে—ওরে রেজ্জা! হামার পরাণ পাখীটা তু কাড়িয়ে লিস্‌নে।

বিভীষণ। উঃ—উঃ! নৃশংস হত্যার উদ্বোধন? লঙ্কেশ্বর, দাদা! করছো কি? পিতামাতার বক্ষ হ'তে তাদের অমূল্য রত্নকে ছিনিয়ে নিচ্ছো?

রাবণ। চুপ কর্ বিভীষণ! রাবণকে শিক্ষা দানের ক্ষমতা কারো নেই। কই—কই গন্ধর্ব্বরাজ!

তরণী। জ্যেষ্ঠতাত! জ্যেষ্ঠতাত! তোমার পায়ে ধর্‌ছি এদের ছেলেটীকে মেরে ফেলো না।

গন্ধর্ব্বরাজ। দে—দে বাসন্তিয়া—হামার জাতিকে ধন্যি কর্‌তে দে! [পুত্রকে কাড়িয়া লইল]

বাসন্তিয়া। উঃ! ভগবান্‌জী! তু এ কি কর্‌লি? [মূর্চ্ছিতা]

গন্ধর্ব্বরাজ। এই দেখ্—এই দেখ্ রেজ্জা! দেওতার জন্যে হামার কেমন পূজা দেখ্। নে—নে দেওতা! হামার পূজা তুই আদরে নে! তুহি হামার সব—তুহি হামার সব! [পুত্রহত্যায় উদ্যত]

প্রমীলার প্রবেশ।

প্রমীলা। আর এই পুত্রই যে আমাদের সব!

[গন্ধর্ব্বরাজের হাত হইতে পুত্রকে কাড়িয়া লইয়া দ্রুত প্রস্থান।

রাবণ। একি—একি বিদ্রোহিতা রাবণের পুরীতে? মেঘনাদ! মেঘনাদ!

প্রমীলাকে লইয়া মেঘনাদের প্রবেশ।

মেঘনাদ। বলো—বলো প্রমীলা! পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম পিতাহি পরমন্তপ; পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতা।

প্রমীলা। ওগো—না না, এ যে মায়ের ছেলে। একে হত্যা করলে মা কি আর বেঁচে থাকবে? না—না, দেবো না—এমন সোণার চাঁদকে অকালে মরতে দেবো না। ওই দেখ, দুঃখিনী মা এর কত কাঁদছে! তুমি দেখাও স্বামী তোমার পিতৃভক্তি—আমি কিন্তু তা পারবো না। পারবো না এই মরুভূমিতে ভক্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে।

বাসন্তিয়া। [মূর্চ্ছাভঙ্গে] মা—মা, দে মা! হামার লেড়কাকো হামার বুকে দে!

রাবণ। মেঘনাদ! মেঘনাদ!

মেঘনাদ। মেঘনাদ আজ হ'তে আর তোমার বিরুদ্ধাচরণ করবে না পিতা! ন্যায় হোক্—অন্যায় হোক্ মেঘনাদ পিতার সমস্ত আদেশ অবনত মস্তকে পালন করবে। তুমি জ্বালো ধ্বংসানল—আমিও যোগাই ইন্ধন। তুমি হও ভূকম্পন—আমি হই জলোচ্ছ্বাস। তুমি হও ধ্বংস-যজ্ঞের হোতা—আমি হই তন্ত্রধারক। মেঘনাদ আজ উন্মাদ—জ্ঞানহারা, সৃষ্টির বহুদূরে চ'লে গেছে। তার কাণে কাণে কে যেন এসে ব'লে দিয়ে গেলো, সেই হিরণাক্ষ্য, হিরণ্যকশিপুর মৃত্যুর কাহিনী। আনন্দে হৃদয় নেচে উঠেছে। মেঘনাদ কঠোরতার পথেই তার মুক্তি যজ্ঞের পূর্ণাহুতি দেবে।

রাবণ। ধন্য—ধন্য রে পুত্র আমার! তোমা হ'তেই রাবণের মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠবে। তবে আয় পুত্র! আজ হ'তে পিতা পুত্রে

মুক্তির উন্মাদনা জাগিয়ে রণদামামা বাজাই চল্। তুচ্ছ নরবানরকে লঙ্কা হ'তে বিতাড়িত ক'রে দিইগে চল্! সন্ধিক্ষণ—সন্ধিক্ষণ এসেছে, পেয়েছি সহায়—পেয়েছি বান্ধব—পেয়েছি অস্ত্র। সীতা হরণ ক'রে এনে রাবণ মুক্তিযজ্ঞের বোধন বসিয়েছে—আর তুইও এবার ওই রামসীতা মূর্ত্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে সে মহাসঙ্কল্পের মন্ত্র পাঠ কর্!

মেঘনাদ। তাই হবে—তাই হবে,
হোক্ তাই
সৃষ্টি যাক্ রসাতলে আজ।
দূর হ'তে রঙ্গে ভঙ্গে আসুক ছুটিয়া
সেই প্রাণস্পর্শী মুক্তির হিল্লোল।
হাঃ—হাঃ—হাঃ! শত চূর্ণ
হও আজি রক্ষ বৈরী যুগল মূরতি।
[রামসীতা মূর্ত্তি ভাঙ্গিতে উদ্যত]

সশস্ত্র বৃহস্পতি, ইন্দ্র ও দেবগণের প্রবেশ।

বৃহস্পতি। ইন্দ্র! ইন্দ্র! মহাবজ্রে
করহ পাতিত ওই দুরন্ত রাক্ষসে।
দেবতার পুণ্য মূর্ত্তি চূর্ণিবারে সাধ?
ধ্বংস কর—ধ্বংস কর—

মারুতির প্রবেশ।

মারুতি। জয় রাম—জয় রাম!
কে করিবে সীতারাম বিগ্রহ বিচূর্ণ?
যথা সীতারাম তথা এ মারুতি!

পরিত্রাণ নাহি রে দুর্ম্মতি !
ধ্বংস—ধ্বংস আজি করিব রাক্ষস কূল।

রাবণ। মেঘনাদ ! মেঘনাদ !
চূর্ণ কর—চূর্ণ কর, নাহি ভয় !
দেবতার, মারুতির অহঙ্কার
ঘুচাবে রাবণ। [অস্ত্রদ্বারা বাধা প্রদান]

বিভীষণ। প্রলয়—প্রলয় লঙ্কা বুকে জাগিল প্রলয়।
ওগো দেবী স্বর্ণলঙ্কা !
না জানি মা—কিবা তব প্রাক্তনের ফল !
আয়—আয় রে তরণী !
পলাইয়া যাই চল্—পাপের আঙিনা হ'তে।

[প্রস্থান।

তরণী। পাপে আজি করিব বিনাশ।
দাদা—দাদা ! আজি এ তরণী
দাঁড়াইবে বিরুদ্ধে তোমার।

[মেঘনাদকে অস্ত্রদ্বারা বাধা দান]

প্রমীলা। ওগো ভেঙ্গো না—ভেঙ্গো না দেব বিগ্রহ ভেঙ্গো না !

[বাধা দান]

গন্ধর্ব্বরাজ। ভাঙ্গিস্নে—ভাঙ্গিস্নে দুষমন্—দেওতার মুর্ত্তি ভাঙ্গিস্নে ! [মেঘনাদের পদধারণ] তু হামাদের মারিয়ে ফেল্।

মেঘনাদ। সরে যাও প্রমীলা—সরে যাও গন্ধর্ব্বরাজ—সরে যা তরণী ! এ যে রাক্ষসদের বংশগত কর্ম্মের মহিমা। ওই—ওই সেই বাণী—"পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম পিতাহি পরমন্তপ, পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্ব দেবতা"।

বৃহস্পতি। একি অনাচার! তবুও তুমি নীরব? তোমার পুণ্য মূর্ত্তি আজ দুরন্ত রাক্ষসে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে উদ্যত হয়েছে, আর তুমি তোমার মহিমার হস্ত কোথায় লুকিয়ে রেখেছ দয়াময়? এস—এস, তোমার মহিমা তুমিই রক্ষা কর।

মারুতি। আরে—আরে দুষ্ট দশানন!

ইন্দ্র। দেবগণ! বধ কর—বধ কর দুরন্ত রাক্ষসে!

রাবণ। ক্ষিপ্ত—ক্ষিপ্ত আজি হ'য়েছে রাবণ।
রে ইন্দ্র! রে মারুতি!
বৃথা হবে—বৃথা হবে রাবণ বিনাশ।

[রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ]

গন্ধর্ব্বরাজ। সীতারাম! সীতারাম!

[সহসা গরুড়ের আবির্ভাব ও চঞ্চু দিয়া রামসীতা বিগ্রহ লইয়া উড়িয়া গেল।]

সকলে। ওকি! ওকি!

রাবণ। কে—কে কেরে তুই
নির্ভীক বিহঙ্গ? ল'য়ে গেলি—
ল'য়ে গেলি বিগ্রহ কাড়িয়া
অতর্কিতে এসে।

গরুড়। [নেপথ্যে] গরুড়, রামের সেবক!

রাবণ। গরুড়! গরুড়! মেঘনাদ! মেঘনাদ!
এইবার ছাড়ো তব
নাগপাশ মহা অস্ত্র—
বন্দি কর—বন্দি কর দর্পীত অমরগণে।

মেঘনাদ। পিতৃ আজ্ঞা শিরোধার্য্য।
যাও—যাও নাগপাশ,
দেখাও—দেখাও তব
অতুল প্রতাপ।

[যুদ্ধ করিতে করিতে প্রমীলা, গন্ধর্ব্বরাজ ও বাসন্তিয়া ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

প্রমীলা। যাও—যাও, এইবার তোমরা স্বদেশে চ'লে যাও গন্ধর্ব্বরাজ—আর এই নিষ্ঠুরতার মরুভূমিতে থেকো না। তোমাদের হারানিধিকে নিয়ে চ'লে যাও। এ যে রাক্ষসের দেশ, রক্ষা করতে পারবে না।

[প্রস্থান।

বাসন্তিয়া। চল্—চল্ রেজা হামাদের রাজ্যিতে ফিরিয়ে যাই চল্।

গন্ধর্ব্বরাজ। তু লেড়্কা লিইয়ে চলিয়ে যা বাসন্তিয়া! হামি এখুন যাবে না। আগাড়ি হামি রামসীতাকে দেখ্বে। হামার পরাণটা যে আনন্দে নাচিয়ে উঠিয়েছে রাণী! তু চলিয়ে যা। হামি আউর ফির্তে পার্বে না। কে যেনো হামার পরাণে বলিয়ে দিচ্ছে, মুক্তি—মুক্তি তুহার মুক্তির দিন আসিয়েছে। হামি আউর ফির্বে না—সীতারামকে দেখ্বে—সীতারামের পদসেবা কর্বে।

[প্রস্থান।

বাসন্তিয়া। রেজা! রেজা! তু যে হামার দেওতার দেওতা আছিস্। হামি তো তুহারে ছোড়িয়ে থাক্তে পার্বে না।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

উদ্যান।

কালনেমির প্রবেশ।

কালনেমি। অনেকক্ষণ হ'লো ঘুমিয়ে গেছিনু বাবা, কেউ আমায় তুলে দেয়নি? দিবানিদ্রা কি করতে আছে? কি করি অধিক রাত্র জাগরণের জন্যই এতটা দিবা নিদ্রা। উপায়ও নেই—কারণ রাত্তির বারোটা তেরোটা না বাজ্‌লে আর বিকটার অন্তঃপুরে যাবার হুকুম নেই। জানিনা বাবা, সতীর কি সতীত্ব পূজা? গাটা যে বড় ম্যাচ্—ম্যাচ্ কর্‌ছে। ওরে ও ষণ্ডকচন্দ্র!

ষণ্ডকের প্রবেশ।

ষণ্ডক। কেন মামা! আজ অত সোহাগের ডাক্? বলি মতলবখানা কি?

কালনেমি। আর বাবা! অতক্ষণ ঘুমিয়ে গেছিনু—তা ডেকে দিতে হয় তো? দিব্যি আমার বাটীতে ব'সে মা লক্ষীর প্রহার কর্‌ছো—একটু ডেকে দিতে পারনি?

ষণ্ডক। তুমি কুম্ভকর্ণের মতো ছ'মাস ঘুমুবে তা আর কে জানে?

কালনেমি। অদ্ভুত ঘুম বাবা কুম্ভকর্ণের। কি নাক ডাকে! একদিন শুনেই তো আমার হ'য়ে গিয়েছিলো। যেন নদীতে গোঁ—গোঁ ক'রে বান্ ডাক্‌ছিলো। কুম্ভকর্ণ ব্যাটা নামেও যা—কাজেও তাই। একবারে নীরেট গর্দ্দভ! তিন ভায়ে ব্রহ্মার তপস্যা কর্‌লি—

ভাই কেমন বর নিলে! রাবণ তো এক রকম অমর—বিভীষণ তো খাঁটী অমর একটুও ভেজাল নেই। কুম্ভকর্ণটা বর নিলে কি না ছমাস ঘুমোবো। বাপ্‌রে বাপ্‌! ঘুমের জন্য কি সাধনা রে? ভাগ্যি রাবণ তখন বুদ্ধি ক'রে ওই ছমাস অন্তর একদিন জাগ্‌বার বরটা চেয়ে-নিয়েছিল তাই রক্ষে! নইলে ব্যাটা কি ঘুমই না ঘুমুতো। যাক্—দেখ বাবা! তোর মামী যেন জান্‌তে পারে না। অবেলায় উঠে শরীরটা বড় ম্যাচ ম্যাচ করছে; বল্‌তে কি বাপ্—কিছু টিছু আছে নাকি?

ষণ্ডক। তাই বলো মামা! তোমার মৌতাতের সময় হ'য়েছে? রসো—তার জন্য চিন্তা কি? এই নাও! [সুরা প্রদান]

কালনেমি। হে-হে-হে! মাইরী ষণ্ডক! তুই যেন কি। [সুরাপান]

ষণ্ডক। আমি কি?

কালনেমি। তুই যেন কি।

ষণ্ডক। আবার বলে কি? আমি কি?

কালনেমি। তুই যেন কি।

ষণ্ডক। তোমার মুণ্ডু কি! নাও—নাও সবটা খেয়ে ফেলো না যেন! এইবার তাহ'লে মামী ব'লে ডাক্‌বো।

কালনেমি! ওরে—ওরে ষণ্ডক! আমি বমি ক'রে ফেলি রে। কেন তুই আমায় খেতে দিলি রে? ওয়াক্—ওয়াক্, গলায় আঙ্গুল দিয়ে এখনি বমি ক'রে ফেল্‌বো। আমায় আবার কি বিপদে ফেল্‌লি বাবা! তোর মামীর সতীত্বের ঠ্যালায় আমার গা ময় যে ব্যথা হয়েছে রে চাঁদ! চুপ্‌কর্—চুপ্‌কর্।

ষণ্ডক। আচ্ছা—আচ্ছা! তুমি আমায় কিন্তু কোন কথা বল্‌তে পাবে না। যাক্—বেশ ফুর্ ফুর্ ক'রে হাওয়া দিচ্ছে মামা! ছুঁড়িদের ডাক্‌বো নাকি?

কালনেমি। নাহি ক্ষতি—নাহি ক্ষতি।
ডাক্—ডাক্‌রে ষণ্ডক
হংসডিম্বক ভাগ্যে আমার!
ডাক্—ডাক্ সেই নবীনা নিকরে।

ষণ্ডক। ডাকি—ডাকি, কই—কই সব তোরা নবীনা—নবীনা!

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

গীত।

নর্ত্তকীগণ।—

ভাদরে বাঁধ ভেঙ্গেছে প্রেমের নদীতে।
চোখা বাণ আর মেরো না ওগো বঁধু,
তোমার যুগল আঁখিতে॥
তুফানে দুল্‌ছে তরী, রওনা তুমি হাল ধরি,
দম্‌কা বাতাস হুম্‌কি লাগায়
চল্‌তি তরী লাগায় কোথায়,
তুমি যে শক্ত মাঝি আমরা জানি
আমাদের হিয়াতে হিয়াতে॥

[প্রস্থান।

কালনেমি। চমৎকার—চমৎকার ষণ্ডক!

ষণ্ডক। সত্যি মামা—সত্যি মামা!

কালনেমি। আরও এইবার চমৎকার হবে বাবাজী! রামের সঙ্গে রাবণের যুদ্ধ বেধে গেছে ব'লে কথা! সবাই রাবণের হ'য়ে যুদ্ধ করতে চলেছে—কেবল সেই মিছরীর ছুরী—বিভীষণ ছোঁড়াটা রাবণকে যুদ্ধ করতে বাধা দিচ্ছে। ব্যস্—বাবাজী ষণ্ডক!

ষণ্ডক। কি মামা?

কালনেমি। আরে এইবার কালনেমি লঙ্কার রাজা না হ'য়ে আর যায় না। রাবণ মরবেই বেদবতীর শাপ—রাবণ মেয়েমানুষের জন্যই মরবে। মেয়ে মানুষ সীতা! আর মহাদেবের চেলা নন্দী শাপ দিয়েছিল হনুমান হ'তে রাবণ সবংশে ধ্বংস হবে; ব্যস্ হনুমানও এসে গেছে। সব ঠিক্‌ঠাক্, ব্যস্ আমারি এবার জয়—ওরে বাবা আর একটু দে। মামীর নাম ক'রে তখন নেশার আমেজটা নষ্ট ক'রে দিয়েছিলি।

মণ্ডক। এই নাও। [মদ দিল]

কালনেমি। [মদ্য পানান্তে] আঃ! দেখ্ মণ্ডক, তুই যেন কি?

মণ্ডক। আবার বলে কি!

কালনেমি। তুই যেন কি!

মণ্ডক। ডাক্‌বো মামীকে?

কালনেমি। আঃ—ভাবে ব্যাঘাত দিস্‌নে। আহা সীতা ছুঁড়িটা কি সুন্দরী!

মণ্ডক। আমার চেয়েও?

কালনেমি। দুর্গা! দুর্গা!

মণ্ডক। এই দেখ মামা, আমায় মেয়ে মানুষ সাজালে কেমন মানায়। কোথায় লাগে সীতা! মাইরী তুমি চিন্‌তে পার্‌বে না মামা!

[মেয়েমানুষ সাজিল]

কালনেমি। বাঃ—বাঃ—বাঃ! বেশ তো তোকে মানিয়েছে বাপ ধন!

মণ্ডক। এর উপর আবার নাচ্‌তে গাইতেও জানি।

কালনেমি। য়্যাঁ! বলিস্ কিরে? তুই যে একবারে আলুর তরকারী। লাগাও তবে।

নৃত্যগীত।

ষণ্ডক।—

প্রেমিকে প্রেম দেবো বোলে।
আমি বেরিয়েছি জল আনার ছলে॥

বিকটার প্রবেশ।

বিকটা। হ্যাঁ গা—বাগানে এসে কি হচ্ছে গা?

কালনেমি। এইবার সেরেছে রে—

নৃত্যগীত।

ষণ্ডক।—

প্রেমিকে প্রেম দেবো বোলে।

বিকটা। হ্যাঁ গা—ওকি গো? বুড়ো বয়েসে এসব কি কীর্ত্তি গো? তুমি আবার আমায় লঙ্কার রাণী করবে রে মুখপোড়া মিন্সে? আমি তোমায় ঝাঁটা মারতে মারতে বাড়ী হ'তে তাড়াবো।

[দ্রুত প্রস্থান।

কালনেমি। ওরে—ওরে ও বাবা ষণ্ডক! তুই খোল্—খোল্—শিগ্‌গীর ঘোম্‌টা খোল! নইলে যে তোর সতী মামীর সতীগিরির ঠ্যালায় আমার যে আজ মৃত্যু হবে রে বাবা! খোল্—খোল্—

নৃত্যগীত।

ষণ্ডক।—

প্রেমিকে প্রেম দেবো বোলে।

কালনেমি। ওরে—ওরে বাপ্‌ধন! আর প্রেম দিতে হবে না—আর তোকে প্রেম দিতে হবে না। এখুনি তোর মামী এসে প্রেম একবারে শুখিয়ে দেবে। খোল্—শিগ্‌গির ঘোম্‌টা খোল্ বাবা!

পুনঃ ঝাঁটাহস্তে বিকটার প্রবেশ।

বিকটা। বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগ? ঘাটে পড়া মিন্সে! তুমি আমায় রাণী কর্‌বে? মার্—মার্! [কালনেমিকে ঝাঁটা প্রহার]

কালনেমি। উ-হু-হু! গেছি বিকটা—আর তুমি সতীত্ব দেখিও না!

[প্রস্থান।

বিকটা। পালিয়ে তুমি যাবে কোথায়? বুড়ো বয়েসে বাড়ীতে কেলেঙ্কারী?

ষণ্ডক। [বস্ত্র উন্মোচন করতঃ] মামী—ও মামী! এই দেখ আমি কে? [প্রস্থান।

বিকটা। ওমা! তুই ছোঁড়া রে? আহা-হা বুড়ো মিন্সে শুধু শুধু এই শনিবার দিন ঝাঁটা খেয়ে মলো গা? ষাট্—ষাট্—ষাট্!

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

রাজসভা।

রাবণ ও বিভীষণ।

রাবণ। হবে না—হবে না রে বিভীষণ
সীতা প্রত্যর্পণ।
অচল প্রতিজ্ঞা মম
নাহি হবে ভঙ্গ কভু
শত অনুরোধে।

বিভীষণ।　সীতা তরে কেন হে লঙ্কেশ !
লঙ্কাবক্ষে জ্বালিবে অনল ?
উঠেছে প্রবল ঝড়
ঘন ঘন নড়ে ওঠে স্বর্ণলঙ্কা ওই ।
শিবানী চীৎকার করে—
উড়িছে শকুনি ।
হায় দাদা ! পুত্র হ'য়ে
জননীরে কাঁদাইতে চাহ ?

রাবণ।　আবার—আবার মোরে
দিতে চাস্ নীতি উপদেশ ?
রাবণের আছে নীতি—আছে জ্ঞান
কি বুঝিবি তুই রে অনুজ !
যাক্ মোর স্বর্ণলঙ্কা—
যাক্ মোর পুত্র পৌত্র আত্ম পরিজন
সিন্ধুগর্ভে ডুবে যাক্
স্বর্ণলঙ্কা মোর !
তবু—তবু ওরে বিভীষণ !
সীতা প্রত্যর্পণ রাবণের
নাহিক কোষ্ঠীতে ।
যা—যা চ'লে যা রে বিভীষণ !
হুতাশনে ঘৃতাহুতি দিস্ নারে আর ।
সীতা রাম ! কেবা সীতা—
কেবা রাম জানে যে রাবণ
কি জানিবি তুই ?

বিভীষণ। কিছুই জানোনি দাদা!
জানিলে কখনো
হেন কুবুদ্ধি ঘটিত না তব।

রাবণ। কি—কি কহিলি?
আরে রে অনুজ—
কুবুদ্ধি আমার?

বিভীষণ। কুবুদ্ধি তোমার।
নিয়ে এলে পরনারী চুরি করি—

রাবণ। স্তব্ধ—স্তব্ধ হ' রে বিভীষণ!
ভুলে গেলি ভগিনীর
নাসা কর্ণ ছেদনের কথা?
তুচ্ছ নর—রাবণের অপমান করি
পাবে পরিত্রাণ?

বিভীষণ। স্বৈরিণী ভগিনী—তাহারি কথায়
পরনারী করিলে হরণ?
ধিক্ দাদা নীতিতে তোমার!

রাবণ। রে বিভীষণ! কি কহিলি
দুরাচার—স্বৈরিণী ভগিনী?

বিভীষণ। স্বৈরিণী ভগিনী—
উচ্চকণ্ঠে কবো বার বার।
রক্ষকুলে কলঙ্ক দানিতে
গিয়েছিল শ্রীরাম সকাশে।
কে না জানে?
কিন্তু তুমি প্রশ্রয় দিতেছ তারে।

যাক্—যা হবার হ'য়ে গেছে
ফিরে দাও রাঘবে সীতায়।

রাবণ। না—না, দূর হ'—দূর হ'
রে কাপুরুষ!
চাহিনা দেখিতে পাপ মুখ তোর।
পুনঃ কহি শোন্‌রে দুর্ম্মতি!
বার—বার করিলে বিরক্ত মোরে
ভাই বলি করিব না ক্ষমা।

বিভীষণ। ওগো অভিমানী লঙ্কেশ্বর!
স্বর্ণলঙ্কা করো না শ্মশান—
শান্তি ভরা মায়ের বুকেতে
অশান্তির জ্বেলো না অনল।
সীতা তরে ওই কাঁদে শ্রীরাম লক্ষ্মণ—
কাঁদিছে ধরণী—
কোটী কণ্ঠে কহিছে তোমারে
সীতা দাও—সীতা দাও
ফিরায়ে রাঘবে।
নতুবা যে সব যাবে সীতার শাপেতে।
হের দাদা! রাক্ষসের এসেছে দুর্ভাগ্য
লেলিহান ওই জিহ্বা বিকট ব্যাদন।
আর ওই শোন রাজলক্ষ্মী
লঙ্কার দুর্দ্দিন হেরি
কাঁদিয়া কাঁদিয়া হায়!
অবিরাম বেদনা জানায়।

গীতকণ্ঠে রাজলক্ষ্মীর আবির্ভাব।

গীত।

রাজলক্ষ্মী।—

সাঙ্গ আমার খেলা এবার
দাও গো বিদায় চ'লে যেতে।
থাকতে হেথায় পারবো না আর
যাচ্ছি চ'লে মুক্তি পথে॥
ওই যে আগুন উঠ্ছে জ্বলে,
নিভ্‌বে না আর কোনকালে,
আমার সোণার দেউল যাবে পুড়ে
থাকবো না আর জ্বালা পেতে॥

[অন্তর্দ্ধান]

বিভীষণ। রাজলক্ষ্মী চ'লে গেল দাদা—
রাক্ষসের অমঙ্গল হেরি।
কর দাদা হিংসা পরিহার
সীতা দাও রাঘবে লঙ্কেশ!

রাবণ। চ'লে যাক্ রাজলক্ষ্মী—
লক্ষ্মী মোর অশোক কাননে।
পণ—পণ—পণ—
রাবণের দৃঢ় পণ টুটিবার নয়।
উপরে আকাশ থর থর
কাঁপুক সঘনে,
বসুন্ধরা ডুবে যাক্ প্রলয় গর্ভেতে
চতুর্দ্দিকে হু-হু রবে জ্বলুক অনল,

তবু অচল হিমাদ্রী পণ—
নাহি হবে সীতা প্রত্যর্পণ।
যদি রাম জগৎপালক—
সীতা যদি কমলা আপনি
কিবা ভয় তবে?
কেন বা থাকিবে ভয়—
লক্ষ্মী নারায়ণ সমাগত পুরীতে যাহার?
ধন্য মোর স্বর্ণলঙ্কা—
ধন্য মোর কুল!
অকুলের কর্ণধার আমার ভবনে।

বিভীষণ। সীতা চুরী কলঙ্ক তোমার
ঘোষিবে সংসার।
কহিবে সকলে নারী চোর লঙ্কার রাবণ।

রাবণ। কি—কি নারী চোর লঙ্কার রাবণ?

বিভীষণ। হ্যাঁ—হ্যাঁ নারী চোর লঙ্কার রাবণ।
প্রতাপে যাহার কম্পিত ভুবন—
নামে যার শশঙ্কিত নর ও অমর—
সেই দশানন চুরী করি নিয়ে এল
নরের গৃহিণী—হীন ভিখারীর বেশে!
লজ্জা নাহি হয়?
পার নাই আনিতে সীতারে
শ্রীরামের সম্মুখ হইতে?
রক্ষকুল হইত উজ্জ্বল!

রাবণ। হয় নাই প্রয়োজন তার।

তাই ভিখারীর বেশে
দশানন আনিল সীতায় !
ভিখারী ছেলের প্রতি
যত হয় জননীর টান—
তত টান হয় কি রে
অপর সন্তানে ? সীতা—সীতা !
কিবা সাধ্য রাবণের আনিতে তাহারে ?
যার প্রতি লোমকূপে
বিরাজিত কোটী সূর্য্য—
নয়নে যাহার বহ্নির তরঙ্গ—
সেই জগৎ জননী মারে
কে আনিতে পারে বিভীষণ ?
অন্তরেতে থাকে যদি
কোন আবিলতা ?

বিভীষণ। তবু—তবু দাদা পদে ধরি তব !
সীতা দাও—সীতা দাও
ফিরায়ে রাঘবে।
স্বৈরিণী ভগিনী—তাহারি কারণ
সুবর্ণ প্রসূতা মাতা লঙ্কা মনোরমা
করিবে শ্মশান তারে ?
লঙ্কেশ্বর ! পদে ধরি
সর্ব্বনাশ করোনা লঙ্কার। [পদ ধারণ]

রাবণ। আরে—আরে ভ্রাতৃদ্রোহি
জাতিদ্রোহী ভীরু বিভীষণ !

স্বৈরিণী ভগিনী ?
আরে—আরে কুলের কলঙ্ক !
এই নে—এই নে পুরস্কার তার—

[পদাঘাত করতঃ প্রস্থান।

বিভীষণ। ওঃ—ওঃ চূর্ণ হ'ল বুক !
অনুনয়ে গলিল না দর্পী লঙ্কেশ্বর ?
পদাঘাত—পদাঘাত করিলে আমায় ?
ছিঁড়ে গেল মর্ম্ম গ্রন্থী মোর !
আরে—আরে চোর দশানন !
জাগাইলে ক্ষুধিত সিংহেরে।
জ্বলে ওঠ—জ্বলে ওঠ দাবানল
প্রতিহিংসা হিল্লোলে নাচিয়া।
উন্মাদনা জাগাও অন্তরে
তস্করের ভীম পদাঘাতে !
লঙ্কেশ্বর ! লঙ্কেশ্বর !
স্বর্ণলঙ্কা করিব শ্মশান।
বংশে তব দিতে বাতি
একজনে রাখিব না আর।
শ্রীরাম সেবক হ'য়ে
রক্ষকুল করিব নির্ম্মূল।
সাক্ষী—সাক্ষী তুমি দিন দীনমণি—
সাক্ষী থাকো ভূচর খেচর—
সাক্ষী থাক লঙ্কাপদ ধৌত
তুমি অনন্ত জলধি !

ধ্বংস—ধ্বংস—বিভীষণ
স্বর্ণলঙ্কা করিবে বিধ্বংস।

[প্রস্থানোদ্যত]

মন্দোদরীর প্রবেশ।

মন্দোদরী। কোথা যাও কনিষ্ঠ দেবর ?
বিভীষণ। জ্বালিয়া প্রলয় বহ্নি
স্বর্ণলঙ্কা করিতে শ্মশান।
মন্দোদরী। কনিষ্ঠের কর্ত্তব্য কি তাই ?
বিভীষণ। জানো না লঙ্কেশ্বরী !
কি ব্যথা দিয়েছে মোরে
লঙ্কেশ্বর আজি।
চূর্ণ অস্থি ভীম পদাঘাতে
প্রতিহিংসা উঠিছে জাগিয়া !
সরে যাও—সরে যাও
কোন বাধা মানিব না আর।
ছারখার স্বর্ণলঙ্কা প্রতিজ্ঞা আমার।
মন্দোদরী তুমি না ধার্ম্মিক ?
বিভীষণ। না—না, কে কহিল ?
নহিক ধার্ম্মিক, পাপী—পাপী
মহাপাপী আমি—
পাপমুক্ত হ'তে চলিয়াছি
মুক্তিনাথ শ্রীরামের হইতে সেবক।
মন্দোদরী। দেবর ! একি তব কর্ম্মের মহিমা ?

হইয়া কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ প্রতি রুষ্ট হ'য়ে
প্রতিহিংসা সাধনের তরে
ছুটিয়াছ উন্মত্ত উন্মাদ সম
কাঁদাইতে জন্মভূমি কনক-লঙ্কায় ?

বিভীষণ। বিভীষণে ভুলায়েছে
সে সম্বন্ধ পদাঘাতে আজ।
জানি, জন্মভূমি স্বর্ণলঙ্কা মোর—
জানি, তার ফলে জলে বেড়েছে জীবন।
কিন্তু আজ বিভীষণ—
হ'ল সুভীষণ !
ধ্বংস—ধ্বংস তার মহাব্রত
উদ্‌যাপন করিব তাহারে রাক্ষস শোণিতে।
প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা ! হাঃ-হাঃ-হাঃ !

[প্রস্থানোদ্যত]

দ্রুত তরণীর প্রবেশ।

তরণী। বাবা—বাবা, কোথায় যাচ্ছ বাবা ? মা যে শুনে কাঁদ্‌ছে। চল চল মাকে দেখ্‌বে চল ! আমাদের ছেড়ে কোথায় পালিয়ে যাচ্ছ বাবা ?

গীত।

তরণী।—

দলিয়া ওগো দলিয়া।
তুমি কাঁদায়ে মোদের যেও না চলিয়া।
ফিরে চল ওগো বাপা ভোলো

কাঁদাবে কেন গো লঙ্কা মায়েরে
কেন যাও তাহা ভুলিয়া।
তুমি যে তাঁহার আদরের ধন
মার মুখ দেখ চাহিয়া॥

বিভীষণ। সরে যা—সরে যা তরণী, আমার শুভ যাত্রার পথে আর বাধা দিস্‌নে। ওরে পুত্র! মা যে তার পুত্রকে চায় না। আমায় যেতেই হবে তরণী! স্বর্ণলঙ্কাকে ধ্বংস করতেই হবে। আমি যে লঙ্কার কাল—নিয়তি অগ্রদূত।

পুনঃ রাবণের প্রবেশ।

রাবণ। তবে যারে কুলাঙ্গার—দূর হ'য়ে যা! রাবণও তোকে আর চায় না—লঙ্কাও তোকে চায় না। তুই ভ্রাতৃদ্রোহী—মাতৃদ্রোহী—জাতিদ্রোহী! যা—যা, শ্রীরামের সেবক সেজে রাক্ষসকুলের ধ্বংসানলে ইন্ধন যুগিয়ে দে'গে। তার জন্য ত্রিলোক বিজেতা রাবণ বিন্দুমাত্র বিচলিত হবে না। তুই চ'লেছিস্ আত্মবিক্রয় ক'রে ভগবান দেখ্‌তে—কিন্তু আমি—ওরে ভীরু! আমি দেখ্‌ছি সেই ভগবানকে প্রতিনিয়ত দর্পের চক্ষুতে! পাবো তাঁর অনন্ত করুণা। দাও—দাও রাণী যেতে দাও—আর এনে দাও ওই গৃহশত্রু বিভীষণকে ভ্রাতৃবিনাশের সেই বিধিদত্ত মৃত্যুবাণটা। বিভীষণ সেটা নিয়ে যাক্, নইলে যে ভায়ের সর্ব্বনাশ করতে সমর্থ হবে না। এনে দাও।

বিভীষণ। সত্যই বিভীষণ আজ রক্ষকুল নির্ম্মূল করতে—ভায়ের সর্ব্বনাশ করতে চলেছে। উঃ, আমার বুকের অস্থি যে তুমি ভেঙ্গে দিয়েছ লঙ্কেশ্বর! চাই প্রতিশোধ—চাই প্রতিশোধ! দিকে দিকে—দেশে দেশে—সৃষ্টির বুকে চির অমর ভাবে প্রতিধ্বনিত হোক্ গৃহ-

শত্রু বিভীষণ—গৃহশত্রু বিভীষণ! তবু বিভীষণ নেবে প্রতিশোধ—প্রতিহিংসা!

রাবণ। দূরহ! দূরহ!

মন্দোদরী। করছো কি লঙ্কেশ্বর! জ্যেষ্ঠ হ'য়ে কনিষ্ঠকে স্নেহ হ'তে বঞ্চিত করছো?

রাবণ। কুলের পাবক—মহামুনি বিশ্বশ্রবার বংশের পিশাচের কঙ্কাল! যাক্—যাক্, চ'লে যাক্—গৃহশত্রু দূর হ'য়ে যাক্।

বিভীষণ। চল্লুম—বিদায়! তবে প্রস্তুত থেকো দাদা—কনিষ্ঠের প্রতিদান নেবার জন্য।

তরণী। বাবা বাবা! আমরা কোথায় থাকবো?

বিভীষণ। যার অন্নে—যার অনুগ্রহে—যার স্নেহ দানে তুমি বর্দ্ধিত সেই লঙ্কেশ্বর রাবণের কাছে থাকবে। কৃতজ্ঞতার পরিচয় দেবে—জীবন দিয়ে তাঁর মঙ্গল করবে। ধর দাদা—আমার এই বিদায় পথের শেষ পুষ্পাঞ্জলি তোমার চরণে সঁপে দিয়ে গেলুম। তুমিই এর সহায়—রক্ষক—সব।

[তরণীকে রাবণের পদতলে স্থাপন করতঃ প্রস্থান।

মন্দোদরী। চ'লে গেল দেবর? উঃ! আমার যে সব যাবে।

[প্রস্থান।

রাবণ। যাক্—যাক্, সব যাক্—তবু ভ্রাতৃদ্রোহিকে আর চাইনে মন্দোদরী! চলে যা—চলে যা ভীরু বিভীষণ! আমি পেয়েছি রে অকৃতজ্ঞ—তোর অদর্শন যন্ত্রণা ভোলবার অনন্ত সান্ত্বনা—তোরই রক্তে গড়া এই তরণী।

[তরণীকে বক্ষে করতঃ প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

শিবির।

রাম ও লক্ষ্মণ।

রাম। অসম্ভব—অসম্ভব হবে রে লক্ষ্মণ
সীতার উদ্ধার।
শুনিলাম একলক্ষ পুত্র রাবণের
সওয়া লক্ষ নাতি, শমন সদৃশ তারা।
তপস্যায় কেহ কেহ
লভিয়াছে সুভীষণ বর।
পারিব না বিনাশিতে বরদর্পীগণে।
বৃথা হ'ল বালি বধ—
বৃথা হ'ল সাগর বন্ধন,
অসম্ভব সীতার উদ্ধার।
কতবার সীতা ভিক্ষা—
চাহিলাম দশানন পাশে
কিন্তু তার পণ বিনা যুদ্ধে
নাহি দিবে সীতা।
উঃ—নির্ম্মম রাক্ষস রাখিল না
কোন অনুরোধ।

লক্ষ্মণ ।　তাই তার প্রতিশোধ
না করি গ্রহণ অসম্ভব
সীতার উদ্ধার ভাবি
কেন তুমি হতেছ চঞ্চল
বীর রঘুনাথ ?
সীতা—সীতা লক্ষ্মণের
পূজার প্রতিমা
কোন্ জন রাখিবে তাহারে ?
কোন্ জন দিবে না মায়েরে ?
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর
দিক্‌পালগণ সীতার উদ্ধারে
যদি হয় অন্তরায়
পরিত্রাণ নাহিক কাহারো।
মাতৃভক্ত লক্ষ্মণের সুতীক্ষ্ণ শরেতে
অন্তরায় হবে অন্তর্হিত।
আশা ভগ্ন হয়ো না রাঘব !
তোমারি চরণ দু'টী লক্ষ্য করি
যাব মোরা মায়ের উদ্ধারে।
ব্যর্থ নাহি হবে আর্য্য
আমাদের সেই অভিযান।

রাম ।　সত্য রে ধীমান্ ! সবই সত্য জানি।
কিন্তু এই নৈরাশ্য জড়িত হিয়া
নৃত্য নাহি করে আর আশার তরঙ্গে।
যেদিকে নেহারি

হেরি শুধু নৈরাশ্যের বিকট মুরতি।
কেমনে সমর্থ হবো
সীতার উদ্ধারে প্রিয় !
বিপুল সে রক্ষসিন্ধু মথিত করিয়া ?

বিভীষণকে ধরিয়া মারুতির প্রবেশ ।

মারুতি। আয়—আয় দুষ্ট মায়াবী রাক্ষস
পরিত্রাণ নাহি তোর আজ।
রাম, লক্ষ্মণ। একি ! একি !
মারুতি। দুষ্ট নিশাচর ! নাহি জানি
রঘুনাথ, পশিয়াছে কোন্ ছলে
শিবিরে মোদের !
মারুতির সতর্ক দৃষ্টিতে—
আশা পূর্ণ হয়নি দুষ্টের !
বিভীষণ। নহি দুষ্ট—শিষ্ট নিশাচর
আসিয়াছে দুষ্টের দমনে।
লক্ষ্মণ। আর্য্য ! আর্য্য ! ধর ধর ধনুর্ব্বাণ
দুর্ব্বৃত্তেরে করহ সংহার। [ধনুর্ব্বাণ ধারণ]
রাম। [বাধা দিয়া] স্থির হও !
রাক্ষসের আচার আকৃতি
দুষ্টতার পরিচয় নাহি দেয় ভাই।
ভয় নাই তব !
কহ নিশাচর কেবা তুমি—
কিবা হেতু পশিয়াছ শ্রীরাম শিবিরে

গভীর এ রজনীতে তস্করের প্রায়।
দেহ তব শিষ্টতার পরিচয় সত্যভাবে।

বিভীষণ। বিভীষণ নাম মোর—
রাবণের কনিষ্ঠ সোদর
আসিয়াছি শ্রীরামের
সেবার কারণ—
আর রক্ষ কুল করিতে নির্ম্মূল।
দেহ মোরে পদাশ্রয়
রাম রঘুবর, অধম কিঙ্করে তব
ক'রো না বঞ্চিত।

রাম। নির্ভয়! কহ কিবা হেতু—
স্বজাতি নিধনে এত
বদ্ধ পরিকর?

বিভীষণ। জান না হে রাম রঘুনাথ,
কি দুর্ব্বিসহ যাতনার শেল
বক্ষে মোর হানিয়াছে
নির্ম্মম লঙ্কেশ।
চূর্ণ অস্থি বেদনার
সহস্র ঝঙ্কার!
সীতা প্রত্যর্পণ হেতু—
জ্যেষ্ঠে মোর করিলাম
শত অনুরোধ পদে ধরি
বুঝালাম কত—
কিন্তু বড়দর্পী ছন্নমতি দুষ্ট লঙ্কেশ্বর।

বিনিময়ে নিদারুণ পদাঘাত
করিল বক্ষেতে।
তাই সেই দিন সবার সমক্ষে
করিনু প্রতিজ্ঞা রক্ষকুল
করিব নির্ম্মূল।
হব শ্রীরামের দাস
করহ বিশ্বাস, নতুবা হে রঘুবর—
এই গৃহশত্রু বিভীষণ বিনা
নাহি হবে তব সীতার উদ্ধার।

লক্ষ্মণ। কি কহিলে নিশাচর!
বিভীষণ বিনা নাহি হবে
সীতার উদ্ধার! আছে এ লক্ষ্মণ
শমন সদৃশ আছে পবন-নন্দন
সুগ্রীব অঙ্গদ নল নীল মহাবীরগণ।
কি ছার রাবণ—
কতটুকু শক্তি তার?
নাহি হবে সীতার উদ্ধার।

বিভীষণ। সীতার উদ্ধার যদি কভু হয়
হবে এই বিভীষণ হতে।
জান না হে শ্রীরাম অনুজ
রাক্ষসের ইতিহাস কিবা সুভীষণ!
জনে জনে তুষ্ট করি অমর নিকরে
লভিয়াছে মৃত্যুঞ্জয়ী বর।
নহে সবে অমর যগুপি

তবু তারা প্রকারে অমর।
জটীলতা ভরা রহস্য আবৃত মরণ তাদের।
বিভীষণ একে একে তাহাদের
মরণের গুপ্তদ্বার উদ্ঘাটন করি
সীতার উদ্ধারে হবে প্রধান সহায়।

রাম। রাবণ অনুজ! প্রত্যক্ষ নেহারি
নহ তুমি শত্রু মোর
তুমি মোর পরম বান্ধব।
পদতলে নহে তব যোগ্যস্থান
স্থান তব বক্ষে মোর।
এস—এস বক্ষে এস পরম সুহৃদ!
সীতার উদ্ধারে হও প্রধান সহায়।

[বিভীষণকে বক্ষে ধারণ]

আনন্দের জয়ধ্বনি
কর ওরে মারুতি লক্ষ্মণ
কটক সেনানি!
বিপুল নৈরাশ্য মাঝে
অযাচিতে লভিলাম
আশার আলোক।
এস মিত্র শিবির ভিতর
শুনিব সেথায় নির্জ্জনে বসিয়া
একে একে রক্ষকের মরণের গুপ্ত ইতিহাস।

মারুতি। জয় রঘুপতি শ্রীরামচন্দ্রের জয়।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উদ্যান।

প্রমীলা ও মেঘনাদ উপবিষ্ট নর্ত্তকীগণ গাহিতেছিল।

গীত।

নর্ত্তকীগণ।—

রণ দামামার অট্টরোলে
নাচ্‌বো মোরা তালে তালে
গাইবো কত গান।
আমাদের কণ্ঠ সুরে,
লঙ্কাপুরে বাজাব হর্ষে বিষান॥
অরিকুল চমকে যাবে,
আর কি জয়ের আশা রবে,
নাচ্‌বো মোরা প্রলয় নাচন,
বাজাব প্রলয় বাদন,
ছোটাব শোণিত বান॥

[প্রস্থান।

মেঘনাদ। দিগন্তের একটা কালো মেঘ ওই যেন হু-হু শব্দে ছুটে আস্‌ছে। প্রকৃতির বুকে যেন একটা হাহাকার গুম্‌রে গুম্‌রে ফুটে উঠ্‌ছে! ওই কণকলঙ্কা জননী কেঁদে যেন বল্‌ছে, যায়—যায় সব যায়! কে—কে ওই নারী এলোকেশী সুভীষণা। ওকি! ওকি! লেলিহান রসনা আমায় গ্রাস কর্‌তে ছুটে আস্‌ছে। ওঃ—ওঃ! এল—এল! প্রমীলা! প্রমীলা! অস্ত্র—অস্ত্র—

প্রমীলা। স্বামী! স্বামী!

মেঘনাদ। হ্যাঁ! তাইতো—প্রমীলা তুমি!

প্রমীলা। তুমি ওরূপ চমকে উঠ্‌লে কেন নাথ! আমার অন্তর যেন ব'লে উঠ্‌ছে, প্রমীলা—প্রমীলা! ও যুদ্ধ নয় তোর—না না অকল্যাণের কথা।

মেঘনাদ। প্রমীলা! আজ আমায় শ্রীরামের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যেতে হবে। হৃদয় আমার আনন্দে নেচে উঠ্‌ছে প্রমীলা। শুন্‌ছো, শ্রীরাম লক্ষ্মণ ভগবানের অংশাবতার। আমার পরম সৌভাগ্য যে, ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌বো।

প্রমীলা। পিতৃব্য নাকি রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে যোগদান করেছে!

মেঘনাদ। হ্যাঁ প্রমীলা! কিন্তু পিতৃব্যের সে আচরণকে আমি ক্ষমা কর্‌তে পারি না। শ্রীরামচন্দ্র ভগবান হ'লেও জ্ঞাতি বন্ধু-বান্ধব ত্যাগ ক'রে যাওয়া একি তার ধর্ম্ম সঙ্গত কার্য্য হ'ল! পৃথিবীর ইতিহাসে পিতৃব্যকে একটা ঘোর কলঙ্ক মাথায় ক'রে গৃহশত্রু বিভীষণ নাম নিয়ে বেঁচে থাকৃতে হবে।

রাবণ ও কালনেমির প্রবেশ।

রাবণ। আগে সেই গৃহশত্রু বিভীষণকে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে এস পুত্র। যেন তার সে শিক্ষায় জগত শিক্ষা করে জাতিদ্রোহিতা কত ভীষণ। যাও বীর পুত্র—রাক্ষস কুল উজ্জ্বল ক'রে এস।

কালনেমি। তা বইকি—তা বইকি বাবাজী! আমার মেঘনাদ ভায়া হ'তেই যুদ্ধ জয়।

মেঘনাদ। চল্লুম পিতা! আজই শ্রীরামচন্দ্রের সমর বাসনার অবসান ক'রে বিজয়ী হ'য়ে ফিরে আস্‌বো।

কালনেমি। সে কথা অন্ততঃ আমি একশোবার স্বীকার করি। অন্য কেউ করুক বা না করুক।

মেঘনাদ। জয় স্বর্ণভূমি লঙ্কার জয়!

মন্দোদরীর প্রবেশ।

মন্দোদরী। আবার বল পুত্র—আবার বল। তোমার ওই ওজস্বিনী ভাষার ঝঙ্কারে ভীতত্রস্তা লঙ্কার বুকে নব প্রেরণার সঞ্চার হোক্—লঙ্কার অধিবাসীর প্রাণে প্রাণে স্বদেশরক্ষার প্রদীপ্ত গরিমা ফুটে উঠুক।

চিত্রসেনের প্রবেশ।

চিত্রসেন। হামিও যাবে—হামিও যাবে—লঙ্কার জন্যে জান দিতে হামিও যাবে। হামিও শ্রীরামচন্দরজীর সনে যুদ্ধ করবে।

রাবণ। একি, চিত্রসেন এখনো তুমি লঙ্কায়?

চিত্রসেন। লঙ্কায়! ভগবান শ্রীরামচন্দজীর নাম শুনিয়ে হামার ফিরিয়ে যাওয়া হ'লো না শুনিয়েছে সে খুব বীর। [স্বগতঃ] হামি যে ভগবানজীর মূর্ত্তি দেখিয়ে হামার জনম ধন্যি করতে চায়।

রাবণ। তবে যাও লঙ্কার শুভাকাঙ্ক্ষী, তুমিও লঙ্কার গৌরব মান রক্ষা করতে ভগবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাও! আমি আনন্দে তোমায় আদেশ দিলুম।

মেঘনাদ। চল তবে গন্ধর্ব্বরাজ, মুক্তিদাতার মুক্তির প্রাঙ্গনে। ওই—ওই মুক্তির জয় ভেরি। জয় স্বর্ণভূমি লঙ্কার জয়!

[মেঘনাদ ও চিত্রসেনের প্রস্থান।

রাবণ। পিতৃমুখ উজ্জল ক'রে ফিরে এস পুত্র! দশাননের বুকখানা যেন গর্ব্বগরিমায় ফুলে উঠে! [প্রস্থান।

মন্দোদরী। আয় মা প্রমীলা! আনন্দ করবি আয়—আনন্দ করবি আয়। [প্রস্থান।

প্রমীলা। কিন্তু প্রমীলা যে চতুর্দ্দিক নিরানন্দের ছায়া দেখ্‌তে পাচ্ছে।

[প্রস্থান।

কালনেমি। আরম্ভ হোক্ বাবা—আরম্ভ হোক্—রাবণের চুনো পুঁটী রুই কাত্‌লা সব যেন যায়। কেবল বেঁচে থাকি আমি আর আমার সেই খুঁকুমণি বিকটা সুন্দরী। [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

সাগর তীর।

[রাক্ষসগণের কোলাহল]

রাম বিভীষণ লক্ষ্মণ ও মারুতির প্রবেশ।

রাম। বাজিল দামামা কাঁপিল সাগর
জীমুত আরাব সম
সৈন্য কোলাহল।
কোদণ্ড টঙ্কার বাণে বাণে
অন্ধকার ধরা।
কহ—কহ মিত্র!
কোন্ বীর এল রণে রাবণ আদেশে?

বিভীষণ। মেঘনাদ রাবণের বীর পুত্র !
দিগ্বিজয় কালে ইন্দ্রে পরাজিয়ে
ইন্দ্রজিৎ নামে খ্যাত অবনীমণ্ডলে।
বীরত্বে অতুল কাল সম ভয়ঙ্কর
ধর ধনুর্ব্বাণ সংহার উহারে।

মেঘনাদের প্রবেশ।

মেঘনাদ। কই—কই কোথা সেই
রক্ষবৈরী শ্রীরাম লক্ষ্মণ—
আর কোথা সেই
গৃহশত্রু বিভীষণ !
এই যে—এই যে !
হাঃ-হাঃ-হাঃ।
পরিত্রাণ নাহিকো কাহারো।
ভাল তুমি হে পিতৃব্য !
ভাল তব দাসত্ব জীবন।
দূর হও—দূর হও—
পাপ মুখ দেখিব না তব।
বিধি বরে হয়েছ অমর
নতুবা দেখিতে দুষ্ট—
কি ভীষণ পরিণাম হইত তোমার।

বিভীষণ। বধ—বধ দুষ্টে ! ক'রো না বিলম্ব।

মারুতি লক্ষ্মণ। জয় রাম—জয় রাম !

[যুদ্ধ করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

চিত্রসেনের প্রবেশ।

চিত্রসেন। কই—কই শ্রীরামচন্দরজী কই! হামি যে তাহাকে দেখ্‌বে ব'লে এখানে আসিয়েছে। কই—কই, ওই সে—ওই সে—ওই লড়াই বাধিয়েছে। যাই—যাই—হামিও যাই!

মারুতির প্রবেশ।

মারুতি। কে—কে কেরে তুই
কোথা যাস, শীঘ্র দে রে
পরিচয় তোর।

চিত্রসেন। হামি গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন, শ্রীরাচন্দরজীর সাথ লড়াই করতে এসেছি।

মারুতি। কি—কি আরে আরে গন্ধর্ব্বরাজ,
কে তোরে এখানে পাঠালে?

চিত্রসেন। রাবণ পাঠিয়েছে!

মারুতি। বটে! আয়—আয় দুষ্ট রণসাধ মিটিয়ে দিই।

[উভয়ের যুদ্ধ গন্ধরাজের পতন]

মারুতি। দুরাচার!

চিত্রসেন। ভগবান্ শ্রীরামচন্দজী, তুই কুথায় গেলিরে দেওতা হামার দেখা দে। হামি যে তুহায় দেখ্‌ব বলে যুদ্ধে আসিয়েছে।

রামের প্রবেশ।

রাম। অদ্ভুত—অদ্ভুত বীর!
যুদ্ধ করে মেঘের আড়াল হ'তে।
যত বাণ করিনু সন্ধান

সবই হায় হইল নিষ্ফল!
এঁ্যা! একি! একি!

মারুতি। রঘুনাথ! রঘুনাথ!
রাবণ প্রেরিত শত্রু
আসিয়াছে তব সহ
যুদ্ধ করিবারে।

চিত্রসেন। রাম! রাম! তু কি রামচন্দরজী? প্রভূ!

[পদতলে পতন]

রাম। একি! কে তুমি ভক্ত?

চিত্রসেন। হামি গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন! রাবণের ব্যাটা মেঘনাদ হামার রাজ্যি কাড়িয়ে লিয়ে হামারে লঙ্কায় বাঁধিয়ে রাখিয়েছেন। রাবণ রেজা কি ভাবিয়ে হামায় ছাড়িয়ে দিলে, কিন্তু হামি সেই সময় তুহার নাম শুনিয়ে তুহাকে দেখ্‌তে এখানে আসিয়াছে, এত্তোদিনে হামি ধন্যি হলেম।

রাম। কি চাও গন্ধর্ব্বরাজ?

চিত্রসেন। চাই তুহার দাস হইয়ে সেবা করতে।

রাম। তবে যাও গন্ধর্ব্বরাজ। আজ হ'তে যতদিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ শেষ না হয় ততদিন তুমি আহত সৈন্যদের সেবার ভার গ্রহণ করগে। মারুতি, শিবিরে নিয়ে যাও।

চিত্রসেন। জয় রাম—জয় রাম।

[মারুতি সহ প্রস্থান ।

লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। আর্য্য! আর্য্য!
কি ভীষণ মেঘনাদ বীর।

ব্যর্থ হয় সব বাণ—
কি হবে উপায় ?

বিভীষণের প্রবেশ।

বিভীষণ। রঘুনাথ ! রঘুনাথ !
আর রক্ষা নাই।
ওই—ওই হের সহস্র সহস্র ফণী
ছুটে আসে ভীষণ গর্জ্জনে।
রক্ষা নাহি আর—
এড়িয়াছে মেঘনাদ নাগ পাশ বাণ
এইবার সুনিশ্চয় পরাজয় প্রভু।
ব্যর্থ কর—ব্যর্থ কর—
নাগপাশ বাণ।
এস—এস শীঘ্র চলে এস।

[সকলের প্রস্থান

মেঘনাদের প্রবেশ।

মেঘনাদ। হাঃ—হাঃ—হাঃ !
এইবার নাগপাশে
বদ্ধ হও শ্রীরাম লক্ষ্মণ !
ওই—ওই ছুটে সুভীষণ নাগ।
তুচ্ছ নর দেখ রে দুর্ম্মতি
রাক্ষসের কত শক্তি ভুজে।

[প্রস্থান।

দ্রুত বিভীষণের প্রবেশ ।

বিভীষণ । ব্যর্থ নাহি হ'ল নাগপাশ ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বদ্ধ হ'ল
নাগের বন্ধনে ।

নাগপাশে বদ্ধ শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ ।

রাম । মিত্র—মিত্র ! তীব্র বিষ !
সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যায়—
পারিনা সহিতে আর ।
সীতা ! সীতা !
এইবার হয় বুঝি রাঘবের সব শেষ ।
ওরে ভাই প্রাণের লক্ষ্মণ
তোর দুঃখ নয়নে দেখিতে না পারি ।
কি করিব দৈবের লিখন ।
কেমনে পাইব উদ্ধার
নিদারুণ নাগপাশ হতে ?

বৃহস্পতির প্রবেশ ।

বৃহস্পতি । কেন দেব হ'তেছ চঞ্চল !
ভক্ত তব বিনতা-নন্দন
গরুড় ধীমান্ ।
করহ স্মরণ তারে—
মুক্ত হবে নাগপাশ হ'তে ।

রাম। প্রণাম চরণে! কে তুমি বান্ধব
আগত দুর্দ্দিনে?

বৃহস্পতি। দেবগুরু বৃহস্পতি
দেবতার শুভাকাঙ্ক্ষী। [প্রস্থান।

রাম। গরুড়! গরুড়! এস ভক্ত
রক্ষা কর নাগপাশ হতে।

[গরুড়ের আবির্ভাব নাগগণের পলায়ন]

গরুড়! গরুড়! প্রাণদাতা তুমি
চাহ ভক্ত মনোমত বর।

গরুড়। চাই প্রভু দেখিবারে
সেই মুর্ত্তি—যেই মূর্ত্তি ধরি
অবতীর্ণ হবে তুমি দ্বাপর যুগেতে।

রাম। যাও ভক্ত সাগর সৈকতে
হেরিবে আমার সেথা
দ্বাপরের বংশীধর
শ্রীকৃষ্ণ মূরতি

[প্রণাম করতঃ গরুড়ের অন্তর্দ্ধান।

লক্ষ্মণ। ওই—ওই আসে মেঘনাদ পুনঃ!
চল আর্য্য এইবার বধিব তাহারে।

[সকলের দ্রুত প্রস্থান।

মেঘনাদের প্রবেশ।

মেঘনাদ। নাগপাশ হ'তে মুক্ত হ'ল
শ্রীরাম লক্ষ্মণ।

অপূর্ব্ব দৈবের লিখন
কোথা হ'তে সর্ব্বভূক
বিনতা নন্দন এসে
চলে গেল মুক্ত করি শ্রীরাম লক্ষ্মণে।
আচ্ছা—আচ্ছা এইবার
অন্যভাবে হইব বিজয়ী।
মায়াসীতা করিয়া নির্ম্মাণ
কাটিব তাহারে আজি শ্রীরাম সম্মুখে।
বিদ্যুৎজিহ্বা! বিদ্যুৎজিহ্বা!
মায়াধর! শীঘ্র দাও মায়াসীতা
মায়া মন্ত্রে করিয়া নির্ম্মিত। [প্রস্থান।

নৃত্যগীত সহ বিদ্যুৎজিহ্বার প্রবেশ।

গীত।

বিদ্যুৎজিহ্বা।—

হাঃ—হাঃ—হাঃ—আমি মায়াধর।
মায়াতে মোর মুগ্ধ যে এই বিশ্ব-চরাচর॥
জলে আমি আগুন জ্বালাই
মরুতে করি নন্দন,
বিনা মেঘে বৃষ্টি নামাই
বিষকে করি চন্দন,
নামে আমার শঙ্কা জাগে প্রাণ করে থর থর॥
মায়াতে করি সৃষ্টি কত,
মায়া আমার শত শত
দেখে আমার শক্তি প্রতাপ কেঁপে ওঠে অমর॥

[প্রস্থান।

মায়াসীতা। [নেপথ্যে] রঘুনাথ ! রঘুনাথ !
রক্ষা কর—রক্ষা কর
রাক্ষস কবল হ'তে।

রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও মারুতির প্রবেশ।

রাম। রঘুনাথ ! রঘুনাথ !
রক্ষা কর—রক্ষা কর
কাতর কণ্ঠেতে কাঁদে ওই সীতা।
কোথা—কোথা তুমি সীতা ?
ওঃ ! ওঃ ! লক্ষ্মণ ! লক্ষ্মণ !

মায়াসীতার কেশমুষ্টি ধরিয়া কাটিতে কাটিতে
মেঘনাদের প্রবেশ।

মেঘনাদ। হাঃ—হাঃ—হাঃ !
পরিত্রাণ নাহি সীতা—
স্বামীর সম্মুখে আজি কাটিব তোমায়।

সকলে। ওকি—ওকি !

মায়াসীতা। রঘুনাথ ! রঘুনাথ !
রক্ষা কর—রক্ষা কর !

রাম। ওঃ ! সীতা—সীতা !
জনম দুখিনী সীতা !
[মূর্চ্ছিত প্রায় মারুতি ধরিল]

লক্ষ্মণ। আরে—আরে দুরন্ত রাক্ষস !
ছাড় ছাড় মোর জননীরে ছাড়।

বাণ—বাণ কোথা বাণ !
দুরন্ত রাক্ষসে বধি লহ প্রতিশোধ !
ধ্বংস আজি করিব জগৎ।
মাতৃঅঙ্গে অস্ত্রাঘাত
আরে রে নির্ম্মম। [বাণ যোজনা]

মেঘনাদ। হাঃ—হাঃ—হাঃ ! [অন্তর্দ্ধান]

মায়াসীতা। [নেপথ্যে] রঘুনাথ—রঘু—না—থ।

রাম। শেষ—শেষ—শেষ !
শেষ আজি সীতার উদ্ধার।

[সহসা সকলের সম্মুখে মায়াসীতার মুণ্ড পতিত হইল]

সকলে। হ্যাঁ, একি—একি !
একে সীতার ছিন্ন শির।

রাম। সীতা ! সীতা !
হ'য়ে গেল শেষ !
ব্যর্থ হ'ল এত আয়োজন।
লক্ষ্মণ—লক্ষ্মণ ! চল্—চল্ আর কেন
ফিরে চল্ বনে।
অগাধ জলধি নীরে বিসর্জ্জন
হ'য়ে গেল সীতা প্রতিমার।

গীতকণ্ঠে পৃথিবীর প্রবেশ।

গীত।

পৃথিবী।—

মায়াসীতা ! মায়াসীতা ! মায়াসীতা !
নহে জনক দুহিতা সীতা॥

সকলে।　　　　মায়াসীতা ! মায়াসীতা
　　　　　　　নহে সীতা ?

গীত

পৃথিবী ।—

মায়াসীতা ! মায়াসীতা ! মায়াসীতা !
মায়াতে গঠিল মায়াবী দুষ্ট—
নহে ও ধরণী দুহিতা সীতা ॥

[মুণ্ড লইয়া অন্তর্দ্ধান ।

লক্ষ্মণ　　　　মায়াসীতা ! মায়াসীতা !
　　　　　　　ভেবেছিল দুষ্টমতি—
　　　　　　　মায়াসীতা বধ দেখাইয়া
　　　　　　　শ্রীরাম লক্ষ্মণে হইবে বিজয়ী ।
　　　　　　　কিন্তু ধরার কৃপায়—
　　　　　　　মায়া বিদ্যা পাইল প্রকাশ ।

বিভীষণ।　　　চল প্রভু বিশ্রাম লভিতে ।
　　　　　　　অদ্যকার যুদ্ধ বন্ধ হ'ল
　　　　　　　অস্তমিত দিবস ভাস্কর ।

[সকলের প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য।

প্রাসাদ।

রাবণ ও কালনেমি।

রাবণ। আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্য মাতুল! মেঘনাদের নাগপাশ ব্যর্থ হ'লো। মায়াসীতা বধ তাও মিথ্যায় পরিণত হ'লো। এ যে দেখ্‌ছি কল্পনাতীত, এত শক্তিধর সেই সন্ন্যাসী যুগল?

কালনেমি। য়্যাঁ, বলো কি বাবাজী! কিছুই হ'লো না? আশ্চর্য্যের কথা তো। তা হবে বই কি? ঘরের ঢেঁকি কুমীর বিভীষণ হতেই—

রাবণ। সব যাবে মাতুল—সব যাবে। লঙ্কা যাবে—তুমিও যাবে—আমিও যাব।

কালনেমি। [স্বগতঃ] দুর্গা—দুর্গা! আমি যাব কি? কি অলক্ষণে কথা? বিকটা সুন্দরী শুন্‌লে মনে করবে কি?

রাবণ। সব যাবে—সব যাবে—লঙ্কায় আর কেউ থাক্‌বে না মাতুল! লঙ্কা শ্মশান হবে—মরুভূমি হবে—পিশাচ ক্ষেত্র হবে। শুধু থাক্‌বে রাবণের স্মৃতিরচিতা—অক্ষয় কীর্ত্তি—রক্ষকুলের দীপ্তিময় ইতিহাস। যে যজ্ঞানল প্রজ্জ্বলিত ক'রেছি তার ইন্ধন আর শেষ পর্য্যন্ত যুগিয়ে উঠ্‌তে পার্‌বো না। রাম—রাম—কি সুন্দর—কি প্রাণারাম নাম। রাম—রাম—রাম! না না—আমি কি বল্‌ছি, আমি যে লঙ্কেশ্বর রাবণ। মাতুল—মাতুল!

কালনেমি। কেন বাবাজী—ভয় পেলে নাকি?

রাবণ। ভয়? রাবণের ভয় নেই মাতুল। ভয় তাকে দেখেই ভয় করে। রাবণের ভয় কিসে? সে যে বরাভয় দাতাকে তার নিকটে পেয়েছে। রাবণের ভয় নেই—সে পলকে ত্রিদিব ধ্বংস ক'রে ফেল্‌তে পারে।

কালনেমি। তা পার বইকি বাবাজী! কারভাগে দেখ্‌তে হবে? বীর—বীরতর—বীরতম—কালনেমি দানবের ভাগে। অমনি যা তা কথা।

রাবণ। কল্য যুদ্ধে কাকে পাঠাই মাতুল? মেঘনাদ পুনশ্চ যজ্ঞে ব্রতী। এমন কোন্ বীর আছে লঙ্কায় যে, রাম লক্ষ্মণকে জয় ক'রে আস্‌তে পারে?

তরণীর প্রবেশ।

তরণী। পারে—ত্রিভুবন বিজয়ী দশাননের ভ্রাতুষ্পুত্র এ তরণী।

রাবণ। তরণী?

তরণী। হ্যাঁ—তরণী। আমিই কল্য যুদ্ধে যাব জ্যেষ্ঠতাত। যুদ্ধে নিশ্চয়ই জয়ী হ'য়ে আস্‌বো।

রাবণ। সে কি?

তরণী। আশ্চর্য্য হ'চ্ছ কেন জ্যেঠামশায়? তরণীর কি শক্তি নেই—তরণী কি এই বীরভূমি লঙ্কার বুকে জন্ম গ্রহণ করেনি? আমায় আদেশ দাও জ্যেঠামশাই।

রাবণ। ওরে বালক! তুই যে অপরের গচ্ছিত রত্ন। পিতা তোর আমার বুকে বাজ মেরে গেছে—আমি তো তার বুকে বাজ মারতে পারবো না। বুকে থাক্—বুকে থাক্—রাবণের সেই বুকের নিদারুণ জ্বালার তুই যে বাপ শান্তির প্রলেপ।

তরণী। সেকি জেঠামশায়? বাবা যে আমার ব'লে গেছেন—জ্যেষ্ঠতাতের অন্ন গ্রহণের প্রতিদান দিতে ভুলবে না। আমায় যুদ্ধে যেতে বলো জ্যেঠামশায়, যুদ্ধের কথা শুনে আমার হৃদয় যে আনন্দে নেচে উঠেছে। রাম লক্ষ্মণ কেমন বীর আমি একবার দেখ্‌বো।

কালনেমি। দেখা খুবই দরকার। শত্রুকে না চিনে রাখ্‌লে হয়? তুমি ঘাব্‌ড়ে যাচ্ছ কেন বাবাজী? তরণীও কম বীর নয়। ভায়া যে রকম তীর তলোয়ারের কসরৎ দেখায়, দেখে আমিতো ভয়েই মরি। কি জানি ঘ্যাঁচ ক'রে যদি কোথাও লেগে যায়—তা'হলে সতীলক্ষী গেছেন আর কি?

রাবণ। কি বল্‌ছো মাতুল?

কালনেমি। বল্‌ছি—তরণী বালক হ'লে হবে কি! হুঁ ওদিকে খুব মজবুত। খুব পারবে রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। তাতে আবার মাণ্ডব্য ঋষির বরে এক রকম অমর।

রাবণ। মাণ্ডব্য ঋষির বর তবু যে তরণী আমার—

তরণী। আবার কেন অধৈর্য্য হচ্ছো জ্যেঠামশায়? লঙ্কা যে আমার মা। যাকে রক্ষা করতে যাওয়া পুত্রের কি কর্ত্তব্য নয়?

রাবণ। তবে তাই হোক্—তাই হোক্। মাতুল—মাতুল ঘোষণা ক'রে দাও, কল্যকার যুদ্ধে তরণী হবে সেনাপতি।

কালনেমি। চল্লুম—এই দণ্ডে চল্লুম। [স্বগতঃ] উচ্ছন্নয় যাও একধার থেকে, আমার বিকটা সতীর কপাল ফিরুক্।

[প্রস্থান।

তরণী। তবে আসি জ্যেঠামশায়! মায়ের কাছে বিদায় নিইগে।

রাবণ। যাও—যাও তোমার তরণীতে আমি যেন আমার তরণী বাহককে দেখ্‌তে পাই। বীর প্রসবিণী লঙ্কা! তোর পুত্রের শিরে

আশিস্ বারি ঢেলে দে। যাও বৎস! পূর্ণ হোক তোমার জয়ের কামনা। কীর্ত্তির অনন্ত নীরে তুমি নিমজ্জিত হও। [প্রণাম করতঃ তরণীর প্রস্থান] ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে ক্ষুদ্র এক শিশু চলেছে। আর তুই ওরে ভ্রাতৃদ্রোহী বিভীষণ—একি তোর মতিভ্রম?

ব্যস্তভাবে মন্দোদরীর প্রবেশ।

মন্দোদরী। লঙ্কেশ্বর! লঙ্কেশ্বর!

রাবণ। তরণী যে যুদ্ধে গেল রাণী।

মন্দোদরী। বালক তরণী?

রাবণ। হ্যাঁ, বালক তরণী।

মন্দোদরী। করলে কি লঙ্কেশ্বর? সে যে অপরের বক্ষরত্ন?

রাবণ। কিন্তু সে যে এই লঙ্কার পুত্র! বিপন্না মাকে রক্ষা করতে পুত্র যাচ্ছে—ভয় কি? যাও, মাতৃভক্ত পুত্রকে রণসাজে সাজিয়ে দাওগে। আশীর্ব্বাদ ঢেলে দাওগে—সে হ'তে যেন লঙ্কার গৌরব দ্বিগুণ বেড়ে উঠে।

মন্দোদরী। আমি যে একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি লঙ্কেশ্বর! কে যেন আমায় সব সময় বল্‌ছে, শীঘ্র সীতা ফিরিয়ে দাও নতুবা রাক্ষসকুলের আর রক্ষা নাই।

রাবণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! রক্ষা নাই রাক্ষসকুলের? কে বল্লে রাণী—রাক্ষসকুলের রক্ষা নাই? রক্ষপুরে আজ কে এসেছে জানো রাণী? না না—জানো না। যেখানে বিশ্বরক্ষকের আবির্ভাব—সেখানে রক্ষা নাই? হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

মন্দোদরী। শুনলে না—শুনলে না আমার প্রাণের কথা? দুঃস্বপ্ন—দুঃস্বপ্ন মন্দোদরীর বুকের উৎসাহ ভেঙ্গে চুরে দিয়ে গেছে। নিরাশার

জয় ভেরী বেজে উঠেছে। থাক্‌বে না—থাক্‌বে না লঙ্কেশ্বর, লঙ্কায় আর কেউ থাক্‌বে না। এ মন্দোদরীর স্বপ্ন নয়—প্রাণের সাড়া নয়, এ যে ওই পরমেশ্বরের ডাক—নিয়তির আহ্বান—মৃত্যুর অভিসার।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

রণস্থল।

[নেপথ্যে—জয় তরণীসেনের জয়]

বিভীষণের প্রবেশ।

বিভীষণ। তরণী—তরণী অদ্য যুদ্ধে
আসিল তরণী।
সরমা! সরমা! ধন্য তুমি—
ধন্য তুমি হ'লে এতদিনে।
কিন্তু আজ প্রাণে কেন
জেগে ওঠে অনন্তের
ঘোর হাহাকার?
আঁখি কেন ক'রে ছল্ ছল্।
না না প্রকৃতিস্থ হওরে অন্তর!

রাম, লক্ষ্মণ ও মারুতির প্রবেশ ।

রাম । ঘন ঘন জয়ধ্বনি ক'রে ওই
রাক্ষস সেনানী !
উল্লাসে উল্লাসে দেয় তরণীর জয় ।
হের—হের মিত্র কে ওই বালক
আজি আগত সমরে ?
নির্ম্মম রাবণ কোন্ প্রাণে
পাঠাইল ফুটন্ত কমলে ?

বিভীষণ । রঘুনাথ ! রাবণের জ্ঞাতী ভ্রাতুষ্পুত্র ।
দুর্জ্জয় সমরে প্রকারে অমর ।
বয়সে বালক তবু ওরে
জয় করা নহেক সহজ ।

তরণীর প্রবেশ ।

তরণী । কই—কই কোথা রাম গুণসিন্ধু
গুণধাম জানকী বল্লভ ?
তুমি কি হে রাম
তুমি কি লক্ষ্মণ ? এস কর রণ
সাথে মোর—বীরত্বের দাও পরিচয় ।

রাম ফিরে যা—ফিরে যা রে শিশু
কেমনে বিঁধিব বাণ
কোমল অঙ্গেতে তোর ?
প্রাণ কেঁদে ওঠে কোন্ অভাজন
অভাগিনী পাঠাইল তোরে আজি রণে ?

তরণী । না—না যাব না ফিরিয়া,
হ'লে ও বালক আছে শক্তি
খেদাইতে শ্রীরাম লক্ষ্মণে—
লঙ্কাপুরী হতে ।

মারুতি । আরে আরে অজ্ঞান বালক—
এখনি ফেলিয়া দিব যোজন পথেতে ।

তরণী । থামো—থামো দশানন !
কি ক্ষমতা তব ?
লঙ্কেশ্বর ভ্রাতুষ্পুত্র আমি—
আমি কি ডরাই বন্যজীবি মর্কট বানরে ?

মারুতি । কি—কি ?

তরণী । ধর রাম ধনুর্ব্বাণ তব ।
কহিলেন জননী আমার
দেবতা যে শ্রীরাম লক্ষ্মণ !
কর গিয়া রণ তাঁহাদের সাথে
মুক্তি তব হবে সুনিশ্চয় ।
তবে মুক্তি দাও মোরে—
কেন তাহে হতেছ চঞ্চল ?

রাম । উঃ—উঃ ! ফিরে যা—ফিরে যা বালক !
থাক্ সীতা অশোক কাননে ।

তরণী । এই তুমি বীর ?
ভাঙ্গিয়াছ হরধনু বধিয়াছ তাড়কা রাক্ষসী ?
না না—নহ তুমি বীর ।
বালি বধে হ'য়েছে প্রকাশ

অলক্ষ্য হইতে শব্দ ভেদি বাণে
হইলে বিজয়ী ।

লক্ষ্মণ । আর্য্য—আর্য্য !

বিভীষণ । প্রভু ! প্রভু ! শীঘ্র ওর রক্ষ জন্ম
করহ উদ্ধার ।
ধর—ধর ধনুর্ব্বাণ হও আগুয়ান
শিশু ভাবি দুর্ব্বলতা করো না প্রকাশ ।

তরণী । যুদ্ধ দাও—যুদ্ধ দাও হে শ্রীরাম !
কাল বহে যায় ।

রাম । তবে কাল পূর্ণ হোক—

[যুদ্ধ করিতে করিতে বিভীষণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান ।

বিভীষণ যা—যারে তরণী, মুক্তি ধামে
চলে যারে তুই—আর
আমি হেথা বুকে লয়ে—
না না—প্রতিহিংসা প্রতিহিংসা ।

[প্রস্থান ।

যুদ্ধ করিতে করিতে রাম, লক্ষ্মণ, মারুতি ও
তরণীর প্রবেশ ।

রাম । একি ! একি ! প্রতি বাণে
রাম নাম উঠিছে ঝঙ্কারী !
ব্যর্থ হয় কালান্তক বাণ ।
ক্ষুদ্র বালকের করে এত শক্তি !
একি বিধি অবিধি তোমার !

তরণী। হাঃ-হাঃ-হাঃ!
পরিত্রাণ দিব না কাহারে।

লক্ষ্মণ। আর্য্য! আর্য্য!

মারুতি। প্রভু! প্রভু!

রাম। গেল—গেল ক্ষুদ্র বালকের ক'রে—
এই বার প্রাণ গেল!
কি করি—কি করি—

দ্রুত বিভীষণের প্রবেশ।

বিভীষণ। [দূর হইতে] শোন—শোন রঘুনাথ!
ব্যর্থ হবে সব বাণ
পারিবে না উহার সহিত!
মাণ্ডব্য ঋষির বরে—
প্রকারে অমর।
এড়—এড় তব ব্রহ্মবাণ
সংহার উহারে।

প্রস্থান।

রাম। ব্রহ্মবাণ! ব্রহ্মবাণ! [ব্রহ্মবাণ লইয়া]
ধ্বংস হ'রে রাক্ষস বালক।

[বাণ ত্যাগ]

তরণী। [বক্ষে বিদ্ধ হইল] ওঃ! ওঃ!
সার্থক জীবন আমার
বল্—বল্‌রে তরণী—
মৃত্যুকালে বল্ বার বার—
রাম! রাম! রাম! [পতন]

রাম। কে—কে রে তুই—কে রে
তুই ভক্ত মোর। [তরণীকে ধরিল]

তরণী। তরণী আমার নাম
পিতা বিভীষণ।

রাম, লক্ষ্মণ, মারুতি। পিতা বিভীষণ!

বিভীষণের প্রবেশ।

বিভীষণ। পিতা বিভীষণ! পিতা বিভীষণ!
পুত্র! পুত্র! তরণী আমার—
[বক্ষে ধারণ]

তরণী। রাম! রাম! রাম! [মৃত্যু]

বিভীষণ। নিভে গেল সরমার আশার প্রদীপ।
যা—যা রে পুত্র মুক্তি ধামে
চলে যারে আজ—
রক্ষ জন্ম হতে পাইলি উদ্ধার।

রাম। মিত্রবর! মিত্রবর!
পিতা হ'য়ে কি ব'লে
কহিলে আমারে
পুত্র নিধনের পথ!
উঃ! উঃ! একি তব
নির্ম্মমতা ধারণা অতীত।

বিভীষণ। প্রতিজ্ঞা—প্রতিজ্ঞা মোর
রক্ষকুল করিব নির্ম্মূল!
রাখিব না একজন

রাবণের বংশে দিতে বাতি ।
যাক্—যাক্ পুত্র
পুত্রে মোর কিবা প্রয়োজন
রাজীব লোচন ! তুমি মোর—
বুক জুড়ে থাক চিরকাল !
আনন্দে মুছিয়া ফেলি
বেদনার তপ্ত আঁখিধার ।
শোন—শোন রাম !
বিনা মেঘনাদ বধে
সীতার উদ্ধার হবে অসম্ভব ।
নিকুম্ভিলা গিরি গুহা মাঝে
করে দুষ্ট অগ্নির অর্চ্চনা ।
সপ্তদিন পূর্ণ হ'লে আবার
আসিবে দুষ্ট করিতে সমর ।
অগ্নি দিল বর—
যেইজন হ'তে যজ্ঞ তার হইবে অপূর্ণ—
তারি করে হইবে মরণ ।
আর সেই জন যেন হয়
উপবাসী চৌদ্দবৎসরের ।

রাম । অসম্ভব অনলের বর !
চৌদ্দবৎসর উপবাসী
কে আছে এখন ।

লক্ষ্মণ । আছে এ লক্ষ্মণ আর্য্য !

রাম । সে কি—সে কি ?

লক্ষ্মণ। চৌদ্দ বৎসর কাটিতেছে উপবাসে মোর
ভেবে দেখ আর্য্য !
যবে ফল আহরণ করি
ফিরিতাম আহার সময়ে
মোর হাতে দিয়ে ফল
প্রতিদিন কহিতে আমারে
ধর ফল ভাই !
খাও বলি কোনদিন
সম্বোধন করনি আমারে দাদা !
তাই এ লক্ষ্মণ তব আজ্ঞা বিনা
সে ফল না করি ভক্ষণ—
রেখেছে লুকায়ে সেই
পঞ্চবটী বনে।

রাম। ধন্য—ধন্য রে লক্ষ্মণ,
ধন্য তোর ভ্রাতৃভক্তি !
প্রকারেতে মঙ্গল সাধন
করিল বিধাতা !

বিভীষণ। তবে পাঠাও লক্ষ্মণে প্রভু
সাথে মোর। যাব আজি
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে
যজ্ঞ ভঙ্গ হেতু।

লক্ষ্মণ। দেহ আজ্ঞা—দেহ পদধূলি
মাতৃ নাম করিয়া স্মরণ
যাব আমি মেঘনাদ বধে।

রাম। যাও—যাও তবে নাহি দিব বাধা।
বিধাতার অযাচিত দান
চৌদ্দ বৎসর উপবাসি
লক্ষ্মণ আমার!

বিভীষণ। এস সাথে সৌমিত্রি ধীমান!
তুমিও এস সাথে পবন-নন্দন।

সকলে। জয় রাম! জয় রাম!

[রাম ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

রাম। অদ্ভুত অপূর্ব্ব চরিত্র তব
মিত্র বিভীষণ! শ্রীরামের
কল্যাণ কারণে নিজ পুত্র
দিলে বিসর্জ্জন!
তরণী—তরণী, ভক্ত মোর—প্রাণ মোর!
ভক্ত তুই—দাহ কার্য্য তোর
করিবে রে এই বিভীষণ!

[তরণীকে লইয়া প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার।

যজ্ঞে ব্রতী মেঘনাদ।

মেঘনাদ। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা! ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা! ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা!

অগ্নির আবির্ভাব।

অগ্নি। রে দুষ্ট! প্রতিদিন দেবো
কত বর? এত লোভ তোর?
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বধে
মোর যজ্ঞ করিস্ পামর?
শোন্—শোন্ ধর্ম্মহীন—
রক্ষকুল গ্লানি!
আর কভু না পাবি দর্শন মোর—
আর না দানিব তোরে বর।
এইবার—এতদিনে
তোরও হবে শেষ।
ওই যে নিয়তি আসে।

[অন্তর্দ্ধান]

মেঘনাদ। একি! একি! বৈশ্বানর
এতদিনে কৃপাদানে হইলে বঞ্চিত!

না—না পুনঃ করি অগ্নিতে
আহুতি প্রদান। ওঁ অগ্নয়ে !

বিভীষণ ও লক্ষ্মণের প্রবেশ।

বিভীষণ। বধ কর—বধ কর—
দুষ্টমতি রাবণ তনয়ে।

মেঘনাদ। একি ! একি ! অন্যায়—অন্যায়।
পিতৃব্য ! পিতৃব্য ! একি তব নীতি ?
যজ্ঞে ব্রতী—নিরস্ত্র যে আমি।
অবসর দাও মোরে অস্ত্র ধারণের !

বিভীষণ। অস্ত্র ? অবসর ?
রে মূর্খ নাহি হবে আর।

মেঘনাদ। রক্ষ কুলাঙ্গার !
একি হেরি হীনবৃত্তি তব ?
জগতের ইতিহাসে
রবে তুমি আতঙ্ক রূপেতে—
আবর্জ্জনা হইবে ধরার।
হে পিতৃব্য ! নির্ম্মম নির্দ্দয় !
কাঁদে না কি প্রাণ তব ?
স্বজাতী বান্ধবজনে
করি পরিহার ভুলে গিয়ে
আপনার বংশের গরিমা—
ভুলে গিয়ে স্বর্ণভূমি
লঙ্কার মমতা !

লঙ্কেশ্বর ভ্রাতা হ'য়ে
সাজিয়াছ শ্রীরামের দাস?
যাও—যাও, পশ গিয়া সিন্ধুর সলিলে।
পাপ মুখ হেরিব না তব।
কত সোহাগ সঞ্চিত—
জলধি চুম্বিত এই স্বর্ণলঙ্কা
অমরার ভূমি—শ্মশান করিতে চাহ—
কাঁদাইতে চাহ মায়ে হইয়া সন্তান?

বিভীষণ। স্তব্ধ হ' রে দুর্ম্মতি দুর্ব্বার!
মহাপাপী পিতা তোর
বিনা দোষে বক্ষে মোর
কি দারুণ করিল প্রহার!

মেঘনাদ। তারি তরে পুত্র হ'য়ে
কাঁদাইতে চাহ মায়ে?
বাঃ—বাঃ, রক্ষকুলে দিলে কালি।
গৃহশত্রু—গৃহশত্রু তুমি—
প্রতিহিংসা পরবশে
আপন সন্তানে হায় করিলে ভক্ষণ!
ধিক্—ধিক্ তব অমর জনমে।
ইচ্ছা হয় এই দণ্ডে
বক্ষ তব করিয়া বিদীর্ণ
পাপ রক্ত সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া
দেখাই সকলে।
মুক্ত কণ্ঠে কহি বার বার

গৃহশত্রু—গৃহশত্রু বিভীষণ—
হের এই পরিণাম তার।

বিভীষণ লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ! বধ দুষ্টে ত্বরা।

মেঘনাদ। বাঃ! বাঃ!
কি উৎসাহ তোমার পিতৃব্য—
স্বজাতীরে করিতে নিধন।
আরে আরে জাতিদ্রোহী
পাপ মহাপাপ—
হ'লেও অমর তুই
রক্ষা নাহি আজ।
অগ্রে তোরে বধি—
তারপর শ্রীরাম লক্ষ্মণ।

বিভীষণ রুদ্রবাণে—রুদ্রবাণে
বধ কর গর্ব্বিত পামরে।

মেঘনাদ ওঃ—ওঃ! অস্ত্র? অস্ত্র?
নাই—নাই; আরে—আরে
রাক্ষস কলঙ্ক!

[যজ্ঞের কোশাকুশি লইয়া যুদ্ধ]

লক্ষ্মণ এইবার মর্ রে দুর্ম্মতি!
হোক্ তব জীবনের
যবনিকা পাত। [বাণ ত্যাগ]

মেঘনাদ [বাণবিদ্ধ হইয়া]
ওঃ—ওঃ! পিতা! পিতা!
সব সাধ রহিল অপূর্ণ। [পতন]

বিভীষণ। হাঃ—হাঃ—হাঃ !
প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—
রক্ষকুল নির্ম্মূল প্রতিজ্ঞা !
এস হে সৌমিত্রি !
নিহত পামর এবে।
নিভে যাবে এইবার জীবন প্রদীপ।

সকলে। জয় রাম ! জয় রাম !

[উভয়ের প্রস্থান।

রাবণ, মন্দোদরী ও কালনেমির প্রবেশ।

রাবণ। জয় রাম—জয় রাম
আনন্দের মহাধ্বনি কেন হলো
নিকুম্ভিলা গিরি গুহা মাঝে ?
মাতুল ! মাতুল ! কই মোর
বীর পুত্র মেঘনাদ ?

মন্দোদরী। কই—কই মোর
মেঘনাদ হৃদয় রতন ?

মেঘনাদ। ওঃ ! পিতা ! পিতা !
বক্ষে বাণ—যায় প্রাণ !
অন্যায় অস্ত্রেরে—পিতৃব্যের সাথে আসি
শ্রীরাম—অনুজ—ওঃ—ওঃ— [মৃত্যু]

কালনেমি। [স্বগত] ব্যস্ !

মন্দোদরী। পুত্র ! হা পুত্র মেঘনাদ !

[মেঘনাদকে জড়াইয়া ধরিল]

রাবণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ!
চ'লে গেল—চ'লে গেল
বীরপুত্র মোর!
ওই—ওই যায় অমর লোকেতে।
ধন্য ধন্য রে সন্তান—
ধন্য—তোর বীরত্ব গরিমা!
তোরি তরে ভগবান
দেখাইল অধর্ম্মের পথ।
ধন্য হলি এতদিনে
রক্ষ জন্ম হ'তে।
পূর্ণ হ'ল এতদিনে
মুক্তিযজ্ঞ তোর!

যবনিকা।